মহাভারত

সভাপর্ব্ব

কাশীরাম দাস

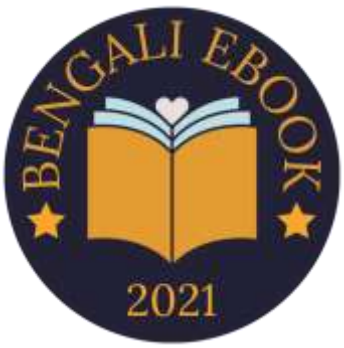

সূচিপত্র

ময়দানব কর্ত্তৃক ইন্দ্রপ্রস্থে সভাগৃহ নির্মাণ 4
যুধিষ্টিরের সভায় নারদের আগমন ও প্রশ্নচ্ছলে উপদেশ প্রদান 7
নারদ কর্ত্তৃক লোকপালগণের সভা বর্ণন 11
শ্রীকৃষ্ণকে আনয়নার্থ যুধিষ্ঠিরের দূত প্রেরণ 14
শ্রীকৃষ্ণ- যুধিষ্ঠির সংবাদ 17
জরাসন্ধের জন্মবৃত্তান্ত 18
ভীমার্জ্জুকে লইয়ে শ্রীকৃষ্ণের গিরিব্রজে প্রবেশ 21
জরাসন্ধের সহিত ভীমের যুদ্ধ 24
জরাসন্ধ বধ ও রাজগণের কারামোচন 26
অর্জ্জুনের দিগ্বিজয় যাত্রা 29
ভীমের দিগ্বিজয় 34
সহদেবের দিগ্বিজয় 35
নকুলের দিগ্বিজয় 38
যুধিষ্ঠিরের রাজ্য- বর্ণন 39
ইন্দ্র প্রস্থে শ্রীকৃষ্ণের আগমন 39
রাজসূয় যজ্ঞ প্রসঙ্গ 43
রাজসূয়- যজ্ঞ আরম্ভ 44
দেবগণকে নিমন্ত্রণ করিতে অর্জ্জুনের যাত্রা 47
বাসুকি নিমন্ত্রণে অর্জ্জুনের পাতালে প্রবেশ 50
দ্রুপদ রাজার আগমন 53
হিড়িম্বা ও ঘটোৎকচের আগমন 54
দুই সতীনে ঝগড়া 55

দক্ষিণ ও পূর্ব্বদ্বারে বিভীষণের অপমান. 56
শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক চারিজন রাজার প্রাণদান. 61
উত্তর ও পশ্চিম দ্বারে বিভীষণের অপমান. 62
শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপা দর্শনে সকলের মূর্চ্ছা. 66
রাজগণের যজ্ঞ-সভায় প্রবেশ 69
শিশুপালের কৃষ্ণনিন্দা 69
শিশুপালের প্রতি যুধিষ্ঠির ও ভীষ্মের বাক্য. 72
ভীষ্ম কর্ত্তৃক শিশুপালের জন্ম-বৃত্তান্ত কথন ও শিশুপালের ক্রোধ. 75
শিশুপাল বধ ও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ সমাপন 77
যজ্ঞান্তে দুর্য্যোধনের স্বগৃহে গমন 79
দ্যূত-ক্রীড়ার মন্ত্র. 84
যুধিষ্ঠিরের সহিত শকুনির প্রথমবার দ্যূতক্রীড়া ও শকুনির জয়লাভ 87
ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উক্তি. 88
ভ্রাতৃবর্গ ও দ্রৌপদীকে পণ করণ ও যুধিষ্ঠিরের পরাজয় 90
পঞ্চ পাণ্ডবকে সভাস্থ করণ. 92
দ্রৌপদীকে আনিতে প্রতিকামীর গমন. 93
দ্রৌপদীর প্রশ্ন. 95
দুঃশাসনের দ্রৌপদী-সমীপে গমন ও তাঁহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক সভায় আনয়ন. 96
সভাজন প্রতি বিকর্ণের উত্তর. 98
দুঃশাসন কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও দ্রৌপদী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি. 100
দুঃশাসনের রক্তপাণে ভীমের প্রতিজ্ঞা. 103
বিদুর কর্ত্তৃক বিরোচন ও সুধন্বা ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ কথন. 103
দ্রৌপদীর অপমানে ভীমের ক্রোধ 105
দুর্য্যোধনের ঊরুভঙ্গে ভীমের প্রতিজ্ঞা. 106

ধৃতরাষ্ট্র নিকটে দ্রৌপদীর বরলাভ 107
কর্ণবাক্যে ভীমের ক্রোধ. 112
পাণ্ডবগণের ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন 113
যুধিষ্ঠিরাদির মুক্তি হেতু দুর্য্যোধনের বিষাদ 113
পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়া ও যুধিষ্ঠিরের পরাজয় 115
কৌরব-বধে পাণ্ডবের প্রতিজ্ঞা 116
পাণ্ডবদিগের বনবাস গমনোদযোগ 117
দ্রৌপদীর বেশ দেখিয়া কুন্তীর বিলাপ. 118
যুধিষ্ঠিরাদির বন গমন ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন 120
কুরু-সভায় নারদ মুনির আগমন 122

ময়দানব কর্ত্তৃক ইন্দ্রপ্রস্থে সভাগৃহ নির্মাণ

জন্মেজয় বলে, মুনি কর অবধান।
কৃষ্ণসহ পিতামহ দানব প্রধান।।
খাণ্ডব দহিয়া ইন্দ্রপস্থে উত্তরিয়া।
কি কি কর্ম্ম করিলেন কহ বিস্তারিয়া।।
শুনিতে আমার চিত্তে পরম আনন্দ।
তব মুখে শুনিয়া ঘুচুক মনোধন্ধ।।
বৈশম্পায়ন বলেন, শুন নৃপবর।
অগ্নি সত্যে পার হৈয়া পার্থ ধনুর্দ্ধর।।
ধর্ম্মরাজে কহিলেন সব বিবরণ।
পরম আনন্দে রাজা কৈলা আলিঙ্গন।।
লক্ষ লক্ষ ধেনু স্বর্ণ দ্বিজে দিল দান।
ময়দানবের বহু করিল সম্মান।।
পাণ্ডবের মহাকীর্ত্তি ব্যাপিল সংসার।
রিপুগণে শুনি লাগে অতি চমৎকার।।
হেনমতে নানাসুখে থাকেন পাণ্ডব।
সদা যাগ যজ্ঞ দান মহোৎসব।।
মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
ভারতের সভাপর্ব্ব বিচিত্র কথন।।
শ্রীকৃষ্ণ পার্থের অগ্রে করি যোড়কর।
বিনয় করিয়া বলে দানব-ঈশ্বর।।
সুদর্শন-চক্রে ভয় করে তিনলোকে।
হেন চক্র হৈতে উদ্ধারিলে হে আমাকে।।
প্রচণ্ড অনল মুখে কৈলে পরিত্রাণ।
আজি হৈতে তোমাতে বিক্রীত মম প্রাণ।।
কি করিব আজ্ঞা মোরে কর মহাশয়।
তব প্রীতি হেতু আমি ব্যাকুল হৃদয়।।
অর্জ্জুন বলেন, যাহ দানব-ঈশ্বর।
রাখিও আমাতে প্রীতি তুমি নিরন্তর।।
ময় বলে, যাবৎ না করি তব কর্ম্ম।
তাবৎ রহিবে মম মানবে অধর্ম্ম।।
দানবকুলের শ্রেষ্ট বিশ্বকর্ম্মা আমি।
করিব অবশ্য যাহা আজ্ঞা কর তুমি।।
পার্থ বলে, কিছু আমি না চাহি তোমারে।
যা পারহ করহ প্রীত দেব দামোদরে।।
করযোড়ে বলে ময় কৃষ্ণের গোচর।
কি করিব, আজ্ঞা কর দেব দামোদর।।
হৃদয়ে চিন্তিয়া কৃষ্ণ বলেন বচন।
দিব্য চিন্তিয়া কৃষ্ণ বলেন বচন।।
হেন সভা কর যাহা কেহ নাহি দেখে।
অদ্ভুত হইবে সুরাসুর তিনলোকে।।
কৃষ্ণের আদেশে ময় আনন্দিত হৈল।
নির্ম্মিতে সুন্দর সভা শীঘ্রগতি গেল।।
কনক-রচিত চিত্র বিচিত্র নির্ম্মাণ।
নানাগুণযুত যেন দেবতার স্থান।।
চৌদিকে সহস্র-দশ ক্রোশ পরিসর।
সুরাসুর নাগ নর সব অগোচর।।
রচিয়া বিচিত্র সভা দানব-প্রধান।
সবিনয়ে জানাইলে কৃষ্ণ-বিদ্যমান।।
যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ পার্থ প্রশংসি দানবে।
দেখিতে গেলেন সভা মহানন্দে সবে।।
দ্বিজগণে পায়সান্ন করান ভোজন।
নানা রত্ন দান দেন রজত কাঞ্চন।।

শুভক্ষণে করিলেন প্রবেশ সভায়।
পাণ্ডব সপরিবারে রহেন তথায়।।
বহুদিন রহি কৃষ্ণ পাণ্ডবের প্রীতে।
পিতৃ-দরশনে যাব ভাবিলেন চিতে।।
পিতৃস্বাসা কুন্তীর বন্দিলা দুই পাদ।
আলিঙ্গনে ভোজসুতা করেন প্রসাদ।।
সুভদ্রা ভগিনী স্থানে করিয়া গমন।
গদগদ মৃদুবাক্য সজল নয়ন।।
কহেন রুক্মিণীকান্ত ভদ্রা প্রবোধিয়া।
স্নেহেতে চক্ষুর জল পড়িছে বহিয়া।।
সেবিবে শাশুড়ী কুন্তীদেবীর চরণে।
সমভাবে সর্ব্বদা বঞ্চিবে কৃষ্ণা সনে।।
তত্ত্বকথা কহিয়া চলেন গদাধর।
প্রণমিয়া ভদ্রা দেবী কান্দে উচ্চৈঃস্বর।।
ভদ্রা প্রবোধিয়া কৃষ্ণ গিয়া কৃষ্ণা-পাশে।
বিনয়ে কহেন তাঁকে মৃদুমন্দ-ভাষে।।
প্রাণের অধিক মম সুভদ্রা ভগিনী।
সদাকাল স্নেহ তারে করিবে আপনি।।
দ্রৌপদীরে সম্ভাষিয়া যান নারায়ণ।
ধৌম্য পুরোহিত সহ করি সম্ভাষণ।।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন করি নমস্কার।
আজ্ঞা কর গৃহে আমি যাব আপনার।।
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র বিষন্ন বদন।
কৃষ্ণে আলিঙ্গন করি সজল লোচন।।
ভীমার্জ্জুন সহ কৃষ্ণ কৈল কোলাকুলি।
কৃষ্ণে প্রণমিল মাদ্রীপুত্র মহাবলী।।
শুভ তিথি নক্ষত্র গণক জানাইল।
বেদবিধি মঙ্গল ব্রাহ্মণ উচ্চারিল।।
দারুক গরুড়ধ্বজ করিয়া সাজন।
গোবিন্দের অগ্রে লয়ে দিল ততক্ষণ।।
যাত্রা শুভ, যাঁর নাম করিলে স্মরণ।
তিনি যাত্রা করিলেন করি শুভক্ষণ।।
স্নেহেতে কৃষ্ণের সহ ধর্ম্মের নন্দন।
খড়পতিধ্বজে আরোহেন ছয় জন।।
রথ চালাইয়া দিল দারুক সারথি।
যোজনান্তে গিয়া ধর্ম্মে কহিলা শ্রীপতি।।
নিবর্ত্তহ মহারাজ, যাহ নিজালয়।
আমাতে রাখিহ সদা সদয় হৃদয়।।
আলিঙ্গন করি পার্থ সজল নয়ন।
বহুকষ্টে নিবৃত্ত হইল পঞ্চজন।।
আত্মা যেন পাণ্ডবের কৃষ্ণ সহ গেল।
কেবল শরীর লৈয়ে পাণ্ডব রহিল।।
বিরস বদনে ফিরিলেন পঞ্চ জন।
গেলেন দ্বারকাপুরে দ্বারকা-রমণ।।
তবে ময় বলে ধনঞ্জয়-বিদ্যমান।
মম মনোমত সভা নহিল নির্ম্মাণ।।
আজ্ঞা কর, যাব আমি মৈনাক-পর্ব্বতে।
কৈলাস উত্তরে হিমালয় সন্নিহিতে।।
বৃষপর্ব্বা নামে ছিল দানবের পতি।
চৌদিকে শাসিয়া তথা করিল বসতি।।
করিলাম তার সভা পূর্ব্বেতে নির্ম্মাণ।
নানা রত্ন-মণিময় আছে সেই স্থান।।
এ তিন লোকেতে যত দিব্য রত্ন ছিল।
নানা রত্নে নানা শস্ত্রে গৃহ পূর্ণ কৈল।।
কৌমোদকী গদা তুল্য আছে গদাবর।
সে গদার যোগ্য হয় বীর বৃকোদর।।
তব হস্তে যেমন গাণ্ডীব ধনু সাজে।
হেন গদাবর আছে বিন্দু-সরো-মাঝে।।

বরুণে জিনিয়া বৃষপর্ব্বা দৈত্যেস্বর।
দেবদত্ত শঙ্খ সে পাইল মনোহর।।
যার শব্দ শুনি দর্প ত্যজে রিপুগণ।
সে শঙ্খ তোমারে হয় বিশেষ শোভন।।
এই সব দ্রব্য আছে বিন্দু সরোবরে।
আজ্ঞা কর, গিয়া আমি আনিব সত্বরে।।
অর্জ্জুন বলেন, যদি করিয়াছ মনে।
যাহা চিত্তে লয়, তাহা করহ আপনে।।
ইহা শুনি চলিল দানবরাজ ময়।
কৈলাসের উত্তরেতে মৈনাক যথা রয়।।
ভাগীরথী হেতু যথা রাজা ভগীরথ।
বহুকাল পর্য্যন্ত করিয়াছিল ব্রত।।
নর নারায়ণ শিব যম পুরন্দর।
যথা করিলেক যজ্ঞ অনেক বৎসর।।
যথা স্রষ্টা করিলেন সৃষ্টির কল্পনা।
বহু গুণবন্ত স্থান, না হয় বর্ণনা।।
ময় গিয়া সব দ্রব্য বাহির করিল।
রাক্ষস কিন্নরগণ শিরে করি নিল।।
দেবদত্ত শঙ্খ নিল গদা অনুপাম।
যত রত্ন নিল, তার কত লব নাম।।
ভীমে গদা দিল, শঙ্খ দিল অর্জ্জুনেরে।
দেখি আনন্দিত হৈল দুই সহোদরে।।
কনক বৈদূর্যমণি মুকুতা প্রবাল।
মরকত স্ফটিক রজত চিত্র ঢাল।।
স্ফটিকের স্তম্ভ সব, চিত্র মণিহীরা।
সর্ব্ব গৃহে লম্বে মণি মুকুতার ঝারা।।
বসিবার স্থান সব কৈল রত্নছেদি।
বিচিত্র রচন কৈল নানামত বেদী।।
নানা জাতি বৃক্ষে সব ফল ফুল শোভে।
ভ্রময়ে ভ্রমরগ মকরন্দ লোভে।।
ভানু বৃহদ্ভানু জিনি পূর্ণ চন্দ্রপ্রভা।
সুরাসুর অপূর্ব্ব করিল ময় সভা।।
উচ্চ নীচ বুঝিবারে ভ্রম হয় লোকে।
বিশেষে বিপক্ষগণ চক্ষে নাহি দেখে।।
একমাসে সভা ময় করিয়া রচন।
কুন্তী-পুত্র প্রতি করিলেন নিবেদন।।
সভা দেখি আনন্দিত ধর্ম্মের নন্দন।
আনিলেন দেখাইতে ধর্ম্মের নন্দন।।
আনিলেন দেখাইতে পরিবারগণ।।
দশ লক্ষ ব্রাহ্মণেরে করান ভোজন।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন ভাই পঞ্চ জন।।
ঘৃত দুগ্ধ অন্ন ফল মূল যত ভক্ষ্য।
হরিণ বরাহ মেষ কটি লক্ষ লক্ষ।।
যে জন যে ভক্ষ্যে তৃপ্ত তাহা সে পাইল।
ভোজনান্তে দ্বিজগণ স্বস্তি উচ্চারিল।।
দ্বিজগণ স্বস্তি শব্দে পরম উল্লাসে।
নানা রত্ন দান পেয়ে চলিল সন্তোষে।।
কত মুনিগণ তবে ধর্ম্মপুত্র-প্রীতে।
আশ্রম করিয়া রহিলেন সভাতে।।
অসিত দেবল সত্য সর্পমালী ঋষি।
মহাশিরা অর্ব্বাবসু সুমিত্র তপস্বী।।
মৈত্রেয় শুনক বলি সুমন্ত জৈমিনি।
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পৈল চারি শিষ্য গণি।।
জাতুকর্ণ শিখাবান পৈঙ্গ অপ্সু হৌম্য।
কৌশিক মাণ্ডব্য মার্কণ্ডেয় বক ধৌম্য।।
জঙ্ঘাবন্ধু রৈভ্য কোপবেগ পরাশয়।
পারিজাত সত্যপাল শাণ্ডিল্য প্রবর।।
গালব কৌণ্ডিন্য সনাতন বভ্রুমালী।

বরাহ সাবর্ণ ভৃগু কালাপ ত্রৈবলি।।
ইত্যাদি অনেক ঋষি না যায় গণন।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় প্রতি তপোধন।।
যুধিষ্ঠির সভাতে থাকেন অহর্নিশি।
পুরাণ প্রসঙ্গ ধর্ম্ম নানা কথা ভাষি।।
পৃথিবীতে বৈসে যত মুখ্য ক্ষত্রগণ।
যুধিষ্ঠির সভায় থাকেন অনুক্ষণ।।
মুঞ্জকেতু বির্বন্ধন কুন্তি উগ্রসেন।
সুধর্ম্মা সুকর্ম্মা কৃতবর্ম্মা জয়সেন।।
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধ-অধিপতি।
সুমিত্র সুমনা ভোজ সুশর্ম্মা প্রভৃতি।।
বসুদান চেকিতান মালবাধিকারী।
কেতুমান জয়ন্ত সুষেণ দণ্ডধারী।।
মৎস্যরাজ ভীষ্মক কৈকেয় শিশুপাল।
সুমিত্র যবনপতি শল্য মহাশাল।।
বৃষ্ণি ভোজ যদুবংশে যতেক কুমার।
ইত্যাদি অনেক রাজা গণিতে অপার।।
অর্জ্জুনের স্থানে অস্ত্র শিক্ষার কারণ।
জিতেন্দ্রিয় বৃত্তি হৈয়া থাকে সর্ব্বক্ষণ।।
চিত্রসেন তুম্বুরু-গন্ধর্ব্ব-অধিপতি।
অপ্সর কিন্নর নিজ অমাত্য সংহতি। ।
নৃত্য গীত বাদ্যরসে পাণ্ডবেরে সেবে।
বিবিঞ্চি সেবে যেন ইন্দ্র আদি দেবে।।
না হইল না হইবে আর সভান্তর।
হেনমতে বঞ্চে সুখে পঞ্চ সহোদর।।
নৃত্য গীত বাদ্যরসে পাণ্ডবেরে সেবে।
বিরিঞ্চিকে সেবে যেন ইন্দ্র আদি দেবে।।
না হইল না হইবে আর সভান্তর।
হেনমতে বঞ্চে সুখে পঞ্চ সহোদর।।
পভাপর্ব্বে উত্তম সভার অনুবন্ধ।
কাশীরাম দেব কহে, পাঁচালীর ছন্দ।।

যুধিষ্ঠিরের সভায় নারদের আগমন ও প্রশ্নচ্ছলে উপদেশ প্রদান

মুনি বলে মহাশয়, শুন শ্রীজনমেজয়,
হেন মতে নিবসে পাণ্ডব।
এক দিন আচম্বিত, শ্রীনারদ উপনীত,
সর্ব্বত্র গমন মনোজব।।
ধ্যান জ্ঞান যোগপূজ্য, অমর অসুর পূজ্য,
চতুর্ব্বেদ জিহবাগ্রেতে বৈসে।
ব্রহ্মার অঙ্গেতে জন্ম, জ্ঞাত যত ব্রহ্মকর্ম্ম,
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমেন অনায়াসে।।
পরমার্থ অনুবন্ধী, বিজ্ঞেয় বিগ্রহ সন্ধি,
কলহ গায়নে বড় প্রীত।
শিরেতে পিঙ্গল জটা, ললাটে উজ্জ্বল ফোঁটা,

শ্রবণে কুণ্ডল সুশোভিত।।
মুখে হরিরস স্রবে, মধুর বীণার রবে,
গতি মন্দ জিনিয়া মাতঙ্গ।
বারিজ নয়ন যুগে, বহে বারি যেন মেঘে,
পুলকে কদম্ব পুষ্প-অঙ্গ।।
শরদিন্দু মুখাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ,
প্রোজ্জ্বল অমল দীপ্ত কায়।
পরিধান কৃষ্ণাজিন, সঙ্গে মুনি কত জন,
উপনীত পাণ্ডব-সভায়।।
দেখিয়া নারদ ঋষি, যে ছিল সভায় বসি,
সম্ভ্রমে উঠিল ততক্ষণে।
আস্তে ব্যস্তে ধর্ম্মসুত, সহোদরগণযুত,
প্রণাম করেন সে চরণে।।
সুগন্ধি উদক দিয়া, পদযুগ প্রক্ষালিয়া,
বসিতে দিলেন সিংহাসন।
যথা শিষ্ট ব্যবহার, পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁর,
ভক্তিভাবে করেন পূজন।।
তবে মুনি স্নেহবশে, জিজ্ঞাসেন মৃদুভাষে,
কহ রাজা শুভ আপনার।
কুলের কৌলিক কর্ম্ম, ধন উপার্জ্জন ধর্ম্ম,
নির্ব্বিঘ্নেতে হয় কি তোমার।।
সাধু বিজ্ঞ যত জন, অনুরক্ত মন্ত্রিগণ,
এ সবার রাখ কি বচন।
একক বা বহু সহ, মন্ত্রণা ত না করহ,
কার্য্যে কি রাখহ মুখ্যগণ।।
ভক্ষ্যদ্রব্য যথাযথ, ন্যায় মুল্য কিন তত,
না রাখহ দ্বিজের দক্ষিণা।
তব অনুরক্ত যত, ভয়ে কি শরণাগত,
দুঃখ তো না পায় কোন জনা।।

বিজ্ঞ যোগ্য পুরোহিত, দৈবজ্ঞ-জ্যোতিষবিৎ,
আছয়ে কি বৈদ্য চিকিৎসক।
অনাথ অতিথি লোকে, ভুঞ্জাইয়া বহু সুখে,
সদা গেত ঘৃত অন্নোদক।।
রাজ্যের যতেক প্রজা, করয়ে তোমার পূজা,
সবে অনুগত কি তোমার।
ধন ধান্য বহুমত, উদক আয়ুধ যত,
পূর্ণ করিয়াছ তো ভাণ্ডার।।
প্রাতঃকালে নিদ্রাবশ, বৈকালেতে ক্রীড়ারস,
আলস্য ইন্দ্রিয় নিবারণ।
ধর্ম্ম কর্ম্মে ধনব্যয় কর নিত্য উপচয়,
পুত্রবৎপাল প্রজাগণ।।
বিবিধ অনেক নীতি, জিজ্ঞাসিল মহামতি,
পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মার নন্দন।
শুনি ধর্ম্ম-অধিকারী, কহেন বিনয় করি,
প্রণমিয়া মুনির চরণ।।
যে কিছু কহিলা তুমি, যথাশক্তি করি আমি,
যাহা জ্ঞাত ছিলাম পূর্ব্বেতে।
শুনিয়া তোমার স্থান, বিশেষ জন্মিল জ্ঞান,
যত্নেতে করিব আজি হৈতে।।
অবধান তপোধন, করি এক নিবেদন,
চরাচর তোমাতে গোচর।
এই সভা মনোহর, অনুরূপ মুনিবর,
দেখেছ কি ব্রহ্মাণ্ড ভিতর।।
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি, ঈষৎ হাসিয়া মুনি,
কহেন সকল বিবরণ।
তোমার সভায় প্রায়, মনষ্য লোকেতে রায়,
নাহি দেখি, শুনহ রাজন।।
ব্রহ্মার বিচিত্র সভা, কৈলাস দেখিনু যেবা,

ইন্দ্র যম বরুণের পুরী।
দেখিয়াছি যথা তথা, মনুষ্যে অদ্ভুত কথা,
শুন কিছু কহি ধর্ম্মচারী।।
রাজা বলে সবিনয়, কহ মুনি মহাশয়,
সে সকল সভার বিধান।
প্রসার বিস্তার কত, বর্ণ গুণ ধরে যত,
প্রত্যক্ষে শুনিব তব স্থান।।
দিব্য সভাপর্ব্ব কথা, বিচিত্র ভারত-গাথা,
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ।
গোবিন্দ চরণে মন, সমর্পিয়া অনুক্ষণ,
বিরচিল কাশীরাম দাস।।

নারদ কর্ত্তৃক লোকপালগণের সভা বর্ণন

নারদ বলেন, রাজা কর অবধান।
ইন্দ্রের সভার কথা কহি তব স্থান।।
দেবশিল্পী পটু বিশ্বকর্ম্মার দ্বারায়।
নির্ম্মাণ করান নিজ মহতী সভায়।।
বিবিধ বিধান চিত্র কোটিচন্দ্র প্রভা।
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি ধার্ম্মিকের সভা।।
উচ্চ পঞ্চ যোজনেক শতেক বিস্তার।
শচী হস ইন্দ্র সদা করেন বিহার।।
সেই সভা শূন্যপথে পারয়ে থাকিতে।
যথা ইচ্ছা পারে তাহা যাইতে আসিতে।।
জরা শোক ভয় নাহি সতত আনন্দ।
ইন্দ্রের আশ্রমে সদা থাকে সুরবৃন্দ।।
মরুত কুবের আদি সিন্ধ সাধ্যগণ।
অম্লান কুসুম বস্ত্র সবার ভূষণ।।
অষ্টবসু নবগ্রহ ধর্ম্ম কাম অর্থ।
তড়িৎ বিদ্যুৎ সপ্তবিংশ কৃষ্ণবর্ত্ম।।
যজ্ঞ মন্ত্র দক্ষিণা আছয়ে মূর্ত্তিমন্ত।
দেব ঋষি পুণ্য জন লিখিতে অনন্ত।।
দেবতা তেত্রিশ কোটি সেবে পুরন্দরে।
বর্ণিতে না পারি সভা গুণ যত ধরে।।
হরিশচন্দ্র নরপতি আছয়ে তথায়।
আর যত পুণ্যজন লিখনে না যায়।।
নারদ বলেন, শুন সভার প্রধান।
শমন রাজার সভা কর অবধান।।
দীর্ঘ প্রস্থ শত শত যোজন বিস্তার।
আদিত্য-সমান প্রভা, গতি কামাচার।।
নহে শীত, নহে উষ্ণ, নাহি দুঃখ লোকে।
প্রেমময়, নাহি হিংসা, সদাকাল সুখে।।
কতেক কহিব কথা যতেক বিষয়।
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কহি শুন মহাশয়।।
যযাতি নহুষ পুরু মান্ধাতা ভরত।
কৃতবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য সুনীত সুরথ।।
শিবি মৎস্য বৃহদ্রথ নল বহীনর।
শ্রুতশ্রবা পৃথুলাশ্ব ও উপরিচর।।
দিবোদাস অম্বরীষ রঘু প্রতর্দ্দন।
পৃষদশ্ব সদশ্ব মরুত্ত বসুমান।।
শরভ সঞ্জয় বেণ ঐল উশীনর।
পুরু কুৎস প্রদ্যুম্ন বাহ্লীক নৃপবর।।
শশবিন্দু কক্ষসেন সগর কৈকয়।
জনক ত্রিগর্ত্ত বার্ত্ত জয় জন্মেজয়।।
অজ ভগীরথ দিলীপ লক্ষ্মণ রাম।
ভীমজানু পৃথু পৃথুবেগ করন্দম।।
শত ধৃতরাষ্ট্র আছে, ভীষ্ম দুই শত।
শত ভীম, কৃষ্ণার্জ্জুন শত, আর কত।।
প্রতীপ শান্তনু পাণ্ডু জনক তোমার।
কতেক কহিব তথা, যত আছে আর।।
অশ্বমেধ যজ্ঞ আদি বহু দান ফলে।
তথায় যে পুণ্যবান বৈসেন সকলে।।
বরুণের সভা কহি, কর অবধান।
অপূর্ব্ব সভার শোভা বিচিত্র বাখান।।
বিশ্বকর্ম্মা বিরচিল সভা অনুপাম।
জলের ভিতর সে পুষ্করমালী নাম।।
শত শত যোজন বিস্তার দৈর্ঘ্য তার।
নানা রত্ন বহুবর্ণ কহিতে বিস্তার।।
নিবসে বরুণ তথা বারুণী সহিত।
পুত্র পৌত্র পাত্র মিত্র সহ পুরোহিত।।

www.bengaliebook.com

দ্বাদশ আদিত্য আর নাগগণ যত।
বাসুকি তক্ষক কর্কোটক ঐরাবত।।
সংহ্লাদ প্রহ্লাদ বলি নমুচি দানব।
বিপ্রচিত্তি কালকেয় দুর্ম্মুখ সরভ।।
মূর্ত্তিমন্ত চারি সিন্ধু আরো নদীগণ।
জাহ্নবী যমুনা সিন্ধু সরস্বতী শোণ।।
চন্দ্রভাগা বিপাশা বিতস্তা ইরাবতী।
শতদ্রু সরযূ আরো নদী চর্ম্মণ্বতী।।
কিম্পুনা বিদিশা কৃষ্ণবেণা গোদাবরী।
নর্ম্মদা বিশল্যা বেণ্বা লাঙ্গলী কাবেরী।।
দেবনদী মহানদী ভারবী ভৈরবী।
ক্ষীরবতী দুগ্ধবতী লোহিতা সুরভি।।
করতোয়া গণ্ডকী আত্রেয়ী শ্রীগোমতী।
ঝুম্ঝুমি স্বর্ণরেখা নদী পদ্মবতী।।
মূর্ত্তিমতী হইয়া তথায় আছে সবে।
তড়াগ পুষ্করিণ্যাদি বরুণেরে সেবে।।
চারি মেঘ বৈসে তথা সহ পরিবার।
কহিতে না পারি কত, যত বৈসে আর।।
কুবেরের সভা রাজা কর অবধান।
কৈলাস-শিখরে বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।।
শতেক যোজন দীর্ঘ বিস্তার সত্তরি।
নিবসে গুহ্যক যক্ষ কিন্নর কিন্নরী।।
চিত্রসেন রম্ভা চিত্রা ঘৃতাচী মেনকা।
চারুনেত্রা ঊর্ব্বশী বুদ্ধুদা চিত্ররেখা।।
মিশ্রকেশী অলম্বুষা কত মহাদেবী।
নৃত্য গীত বাদ্যে সদা কুবেরেরে সেবি।।
পুত্র নলকূবর আরো যে মন্ত্রিগণ।
মণিভদ্র শ্বেতভদ্র ভদ্র সুলোচন।।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ আছে লক্ষ লক্ষ।
ভূত প্রেত পিশাচ রাক্ষস দৈত্য রক্ষ।।
ফলকর্ণ ফলোদক তুম্বুরু প্রভৃতি।
হাহা হূহূ বিশ্বাবসু চিত্রসেন কৃতী।।
চিত্ররথ মহেন্দ্র মাতঙ্গ বিদ্যাধর।
বিভীষণ থাকে সদা সহ সহোদর।।
আছয়ে পর্ব্বতগণ মুর্ত্তিমন্ত হৈয়া।
হিমাদ্রি মৈনাক গন্ধমাদন মলয়া।।
আমিও থাকি যে আমা তুল্য বহু আছে।
উমাসহ সদানন্দ সবাই বিরাজে।।
নন্দী ভৃঙ্গী গণপতি কার্ত্তিক বৃষভ।
পিশাচ খেচর দানা শিবাগণ সব।।
আর যত আছে, তাহা কহিতে কে পারে।
কহিব ব্রহ্মার সভা শুন অতঃপরে।।
পূর্ব্বে দেবযুগে দিব্য নামে দিবাকর।
ভ্রমেন মনুষ্যলোকে হয়ে দেহধর।।
আচম্বিতে আমারে দেখিলা মহাশয়।
দিব্যচক্ষে জানিয়া নিলেন পরিচয়।।
ব্রহ্মার সভার গুণ কহিল আমারে।
শুনিয়া হইল ইচ্ছা সভা দেখিবারে।।
তাঁরে জিজ্ঞাসিলাম করিয়া সবিনয়।
কিমতে ব্রহ্মার সভা মম দৃশ্য হয়।।
সূর্য্য বৈল সহস্র বৎসর ব্রতী হৈয়া।
করহ কঠোর তপ হিমালয়ে গিয়া।।
শুনি করিলাম তপ সহস্র বৎসর।
পরে পুনঃ আইলেন দেব দিবাকর।।
আমা সঙ্গে করিয়া গেলেন ব্রহ্মপুরী।
দেখিলাম যাহা তাহা কহিতে না পারি।।
তার অন্ত নাহিক, নাহিক পরিমাণ।
অতুলন সেই সভা ব্রহ্মার নির্ম্মাণ।।

চন্দ্র সূর্য্য নিন্দিয়া সে সভার কিরণ।
শূন্যেতে শোভিছে সভা না যায় নয়ন।।
তথায় থাকিয়া বিধি করেন বিধান।
প্রজাপতিগণ থাকে তাঁর সন্নিধান।।
প্রচেতা মরীচি দক্ষ পুলহ গৌতম।
অঙ্গিরা বশিষ্ঠ ভৃগু সনক কর্দ্দম।।
কশ্যপ বলিষ্ঠ ক্রতু পুলস্ত্য প্রহ্লাদ।
বালখিল্য অগস্ত্য মাণ্ডব্য ভরদ্বাজ।।
বিদ্যমান অন্তরীক্ষে আত্মা অক্ষগণ।
বায়ু তেজে পৃথ্বী জল শব্দ পরশন।।
গন্ধর্ব্ব সকল আছে মূর্ত্তিমন্ত হৈয়া।
আয়ুর্ব্বেদ চন্দ্র তারা সূর্য্য সন্ধ্যা ছায়া।।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কান্তি শান্তি ক্ষমা।
অষ্টবসু নবগ্রহ শিব সহ উমা।।
চতুর্ব্বেদ ষটশাস্ত্র তন্ত্র শ্রুতি স্মৃতি।
চারি যুগ বর্ষ মাস দিবা সহ রাতি।।
সাবিত্রী ভারতী লক্ষ্মী অদিতি বিনতা।
ভদ্রা ষষ্ঠী অরুন্ধতী কদ্রু নাগমাতা।।
মূর্ত্তিমন্ত হইয়া আছেন নারায়ণ।
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন।।
আমার কি শক্তি তাহা বর্ণিবারে পারি।
নিত্য আসি সেবে সবে সৃষ্টি অধিকারী।।
এত সভা দেখিয়াছি আমি এ নয়নে।
তব সভা তুল্য নাহি মনুষ্য-ভুবনে।।
যুধিষ্ঠির বলিলেন, তুমি মনোজব।
তোমার প্রসাদে শুনিলাম এই সব।।
এক কথা শুনিয়া বিস্ময় জন্মে মনে।
যতেক নৃপতি সব যমের ভবনে।।
একা হরিশচন্দ্র কেন ইন্দ্রের আলয়।
কোন্ পুণ্য দানফলে কহ মহাশয়।।
যমালয়ে যবে দেখিলাম মম পিতা।
আমার বারতা কিছু কহিলেন তথা।।
নারদ বলেন, শুন পাণ্ড প্রধান।
সূর্য্যবংশে শ্রেষ্ঠ হরিশচন্দ্রের আখ্যান।।
এক রথে চড়িয়া জিনিল মর্ত্ত্যপুর।
বাহুবলে হৈল সপ্তদ্বীপের ঠাকুর।।
রাজসূয়-যজ্ঞ সে করিল হরিশচন্দ্র।
আজ্ঞায় আইল যত ছিল রাজবৃন্দ।।
অনেক ব্রাহ্মণ আইল যজ্ঞের সদন।
প্রতি দ্বিজে সেই রাজা করিল সেবন।।
শাস্ত্রমত দক্ষিণা যে বলিলা ব্রাহ্মণ।
পঞ্চগুণ করি তারে দিলেন রাজন।।
সব রাজা হৈতে সে করিল বড় কর্ম্ম।
ইন্দ্রলোকে তাই রহে করি মহা ধর্ম্ম।।
আর যত রাজা রাজসূয়-যজ্ঞ কৈল।
সম্মুখ সংগ্রাম করি যাহারা মরিল।।
যোগিগণ যোগে নিজ দেহত্যাগ করে।
সেই সব লোক বৈসে ইন্দ্রের নগরে।।
কহি শুন তোমার পিতার সমাচার।
যমালয়ে দেখা হৈল সহিত তাঁহার।।
বহু কথা কহিলেন করিয়া বিনয়।
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ আমার তনয়।।
অনুগত তাঁর বীর্য্যবন্ত ভ্রাতৃগণ।
যাঁহার সহায় কৃষ্ণ কমল-লোচন।।
পৃথিবীতে তাঁহার অসাধ্য কিছু নয়।
রাজসূয় যজ্ঞ তাঁর অবহেলে হয়।।
এই রাজসূয় যদি করে ধর্ম্মরাজ।
হরিশচন্দ্র সহ বৈসে ইন্দ্রের সমাজ।।

তোমার জনক ইহা কহিল আমারে।
যে হয় উচিত রাজা করহ বিচারে।।
সর্ব্ব যজ্ঞ হৈতে শ্রেষ্ঠ রাজসূয় গণি।
বহু বিঘ্ন হয় ইথে, আমি ভাল জানি।।
ছিদ্র পেয়ে যজ্ঞ নাশ যক্ষ রক্ষ করে।
যজ্ঞ হেতু রাজগণ যুদ্ধ করি মরে। ।
যেমতে মঙ্গল হয়, কর নরপতি।
আমারে বিদায় কর যাব দ্বারাবতী।।
এত বলি প্রস্থান করেন মুনিবর।
শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হেতু দ্বারকা- নগর।।
সভাপর্ব্বে অনুপম সভার বর্ণন।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে সাধুজন।।

শ্রীকৃষ্ণকে আনয়নার্থ যুধিষ্ঠিরের দূত প্রেরণ

মুনিমুখে বার্ত্তা শুনি, তবে ধর্ম্ম নৃপমণি,
মনে মনে করেন চিন্তন।
অন্য নাহি লয় মনে, কহিলেন ভ্রাতৃগণে,
কি করিব বলহ এক্ষণ।।
নারদ বলেন যত, পিতৃ-আজ্ঞা যেই মত,
শুনি হন পুলকিত মন।
এ যজ্ঞ কর্ত্তব্য কিনা, ভেবে দেখ সর্ব্বজনা,
কিসে হয় পূর্ণ আকিঞ্চন।।
শুনি যত মন্ত্রিগণ, কহে তবে সর্ব্বজন,
কেন বৃথা চিন্তিত রাজন।
চিন্তা কর কোন হেতু, কর রাজসূয় ক্রতু,
তুমি হও সর্ব্ব গুণবাণ।।
কি কার্য্য অসাধ্যআছে, কেবা বিরোধিবে পাছে,
নাহি হেরি আছে ত্রিভুবনে।
মন্ত্রিগণ-বাক্য শুনি, বিচারেন নৃপমণি,
কি কার্য্য করিব এইক্ষণে।।
যে কর্ম্ম যাহে না শোভে, সে কর্ম্ম করিলে তবে,
সভামাঝে হইবে নিন্দন।
পাছে হয় বিড়ম্বনা, অযশ ঘোষে সর্ব্বজনা,
চিন্তাতে হয়েন নিমগণ।।
বিশেষে বিষম যজ্ঞ, সব লোক নহে যোগ্য,

কিরূপেতে হইবে সাধন।
ইহা আগেনা প্রকাশি, গোবিন্দে অগ্রে জিজ্ঞাসি,
কি কহেন শুনি জনার্দ্দন।।
কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য, হরির হইলে শ্রব্য,
করিব এ ব্রত আচরণ।
যদি দেন অনুমতি, এ যজ্ঞে হইব ব্রতী,
নতুবা এ বৃথা আকিঞ্চন।।
ইহা চিন্তি নরপতে, তবে ইন্দ্রসেন দূতে,
প্রেরিলেন কৃষ্ণ সন্নিধান।
সে দূত সত্বর হয়ে, দ্বারকা প্রবেশে গিয়ে,
দাঁড়াইল বন্দিয়া চরণ।।
কৃষ্ণে করি নমস্কার, কহে ধর্ম্ম-সমাচার,
জানাইল হরিষে তখন।
কয় সে বিনয় করি, চল তথা তুমি হরি,
তোমা লাগি চিন্তিত রাজন।।
তোমার দর্শন বিনে, কুন্তী-পুত্র দুঃখী মনে,
রহিয়াছে বিরস বদন।
এ কথা শুনিবামাত্র, শ্রীকৃষ্ণ তোলেন গাত্র,
যাইবারে করেন মনন।।
বৈনতেয় আরোহণে, যান ইন্দ্রসেন সনে,
ধর্ম্মপুত্রে দিতে দরশন।
দিবাকর যায় অস্তে, উপনীত ইন্দ্রপ্রস্থে,
হইলেন দেব নারায়ণ।।
কৃষ্ণ আইলেন পুরে, শুনি হর্ষ নৃপবরে,
আগুবাড়ি লইতে তখন।
ভ্রাতৃ মন্ত্রী পাঠাইল, অগ্র হৈয়া কৃষ্ণে নিল,
মহাসুখে ভাসে সর্ব্বজন।।
ধর্ম্মে নমস্কার করি, সম্ভাষেন তবে হরি,
মিষ্ট ভাষে তুষি ভগবান।

www.bengaliebook.com

ধর্ম্ম-নরপতি তবে, কৃষ্ণে পূজে ভক্তিভাবে,
বসিবারে দিল সিংহাসন।।
বসিলেন সবে তথা, চন্দ্রের মণ্ডলী যথা,
সে রূপের না হয় তুলন।
শ্রীহরি-চরণদ্বয়, যে ভাবে সদা হৃদয়ে,
দুঃখ নাহি পায় সেই জন।।

শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির সংবাদ

বলেন গোবিন্দ প্রতি ধর্ম্মের কুমার।
নারদেরে কহিলেন জনক আমার।।
রাজসূয় মহাযজ্ঞ, দুর্ল্লভ সংসারে।
যুধিষ্ঠিরে কহ রাজসূয় করিবারে।।
এই হেতু যজ্ঞ-বাঞ্ছা হইলে আমার।
শুন এই কথা কৃষ্ণ, কহি সারোদ্ধার।।
পরস্পর আমারে সুহৃদ বলে সবে।
কেহ প্রীতে কেহ নিতে কেহ ধনলোভে।।
যে যত বলেন, নাহি লয় মম মনে।
যতক্ষণ নাহি শুনি তোমার বদনে।।
বুঝিয়া সন্দেহ প্রভু ভাঙ্গহ আমার।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য যুক্তি তোমার বিচার।।
পাণ্ডবের গতি তুমি, পাণ্ডবের পতি।
তোমা বিনা পাণ্ডবের নাহি অব্যাহতি।।
গোবিন্দ বলেন, তুমি সর্ব্ব গুণবাণ।
পৃথিবীর মধ্যে রাজা কে তব সমান।।
যোগ্য হও রাজা তুমি যজ্ঞ করিবারে।
এক নিবেদন আমি করিব তোমারে।।
আমি যাহা কহি, তাহা জান ভালমতে।
এক লক্ষ রাজা চাহি এ মহা যজ্ঞেতে।।
মগধ-ঈশ্বর জরাসন্ধ শ্রেষ্ঠ রাজা।
পৃথিবীর যত রাজা করে তার পূজা।।
তাহারে না মানে হেন, নাহি ক্ষিতিমাঝে।
বলেতে বান্ধিয়া আনে যে জন না ভজে।।
তাহার সহায় বহু দুষ্ট রাজগণ।
শিশুপাল দন্তবক্র নৃপতি যবন।।
পুণ্ডরীক বাসুদেব কোশল-ঈশ্বর।
রুক্মী ভগদত্ত রাজা মহাবলধর।।
এমত অনেক যত দুষ্ট নরপতি।
সদাকাল থাকে সবে তাহার সংহতি।।
ইক্ষবাকু ইলার বংশে যত যত জন।।
তার ভয়ে নিজ দেশে রহিতে নারিয়া।
উত্তর দেশেতে সবে গেল পলাইয়া।।
জরাসন্ধের দুই কন্যা অস্তি প্রাপ্তি বলি।
কংসের বনিতা দোঁহে আমার মাতুলী।।
স্বামীর কারণে বাপে গোহারী করিল।
সসৈন্য মগধপতি মথুরা বেড়িল।।
অসংখ্য তাহার সৈন্য, কে গণিতে পারে।
ক্ষয় নাহি, মারিলেক শতেক বৎসরে।।
রাম আমি দুই ভাই করিনু সংহার।
সে হেতু আইল সাজি অষ্টাদশবার।।
তবে চিত্তে বিচার করিনু সর্ব্বজন।
মথুরা বসতি আর নহে সুশোভন।।
নিরন্তর দুই কন্যা কহিবেক বাপে।
পুনঃ পুনঃ জরাসন্ধ আসিবেক কোপে।।
এমত বিচারি সবে মথুরা ত্যজিয়া।
দূরস্থান দ্বারকিয় রহিলাম গিয়া।।
তার পক্ষে না যুঝে যে সব রাজগণে।
বন্দী করি রাখিয়াছে আপন ভবনে।।
পশুবৎ করি সব রাখিয়াছে রাজা।
সবাকারে বলি দিবে করি রুদ্র পূজা।।
ছিয়াশী হাজার ভূপ আছে বন্দিশালে।
তব যজ্ঞ হয় রাজা সব মুক্ত হৈলে।।
জরাসন্ধে বিনাশিলে সর্ব্ব সিদ্ধ হয়।
নিষ্কণ্টকে যজ্ঞ তবে কর মহাশয়।।
জরাসন্ধ জীয়ন্তে না হয় কোন কাজ।

তারে মারি বশ কর রাজার সমাজ।।
হইবে অতুল যশ সংসার ভিতরে।
আমার যুকতি এই কহিনু তোমারে।।
এতেক বলিলা যদি কমললোচন।
কৃষ্ণের কহেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন।।
সমুচিত যতেক কহিলা মহাশয়।
ইহা না করিলে যজ্ঞ কি প্রকারে হয়।।
শান্তি আচরণ আমি করি যে প্রথমে।
পৃথিবীর রাজা বাধ্য করি ক্রমে ক্রমে।।
পশ্চাতে করিব জরাসন্ধের উপায়।
মম মত এই, কহিলাম যে তোমায়।।
ভীমসেন বলে, না লয় মম মনে।
প্রথমে মারিব বৃহদ্রথের নন্দনে।।
তারে মারি মুক্ত যদি করি রাজগণ।
যজ্ঞে বিঘ্ন করে তবে, নাহি হেন জন।।
রাজা হৈয়া শান্তি ভজে, লক্ষ্মী নাহি পায়।
পূর্ব্ব-রাজগণ কর্ম্ম কহি শুন রায়।।
বাহুবলে ভারত শাসিল ভূমণ্ডল।
মান্ধাতা নৃপতি কর ত্যাজিল সকল।।
প্রতাপেতে কার্ত্তবীর্য্য ঘোষে জগজ্জন।
ভগীরথ খ্যাত করি প্রজার পালন।।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, রাজা কর অবগতি।
যেমতে হইবে হত মগধের পতি।।
সৈন্যে সাজি তাহারে নারিবে কদাচিত।
অসংখ্য দুর্দ্দান্ত সৈন্য যাহার রক্ষিত।।
ভীমার্জ্জুন দেহ রাজা আমার সংহতি।
উপায়ে করিব হত মগধের পতি।।
শুনিয়া বলেন তবে ধর্ম্মের তনয়।
যতেক কহিলা মম চিত্তে নাহি লয়।।
মহারাজ জরাসন্ধ রাজচক্রবর্ত্তী।
যাহারে করেন ভয় ইন্দ্র সুরপতি।।
যার ভয়ে জগন্নাথ মথুরা ত্যজিয়া।
পশ্চিম সমুদ্রতীরে রহিলেন গিয়া।।
ভীমার্জ্জুন চক্ষু মম, কৃষ্ণ তুমি প্রাণ।
সঙ্কটেতে পাঠাইব, না হয় বিধান।।
হেন যজ্ঞে প্রয়োজন নাহিক আমার।
সন্ন্যাসী হইয়া পাছে ভ্রমিব সংসার।।
এত শুনি তখন কহেন ধনঞ্জয়।
কেন হেন না বুঝিয়া বল মহাশয়।।
চিরজীবী নহে কেহ সংসার ভিতর।
যুদ্ধ না করিয়া কেবা আছয়ে অমর।।
বিনা দুঃখে সঙ্কটেতে নহে কোন কর্ম্ম।
সুকর্ম্ম বিহীন রাজা, বৃথা তার জন্ম।।
এ উপায়ে কর্ম্ম যদি না হয় সাধন।
পশ্চাৎ করিব তাহা, যাহা লয় মন।।
এতেক বলেন যদি ইন্দ্রের নন্দন।
সাধু বলি প্রশংসা করেন নারায়ণ।।
সভাপর্ব্ব সুধারস জরাসন্ধ-বধে।
কাশীরাম দাস কহে, গোবিন্দের পদে।।

জরাসন্ধের জন্মবৃত্তান্ত

ধর্ম্মরাজ বলেন, বলহ নারায়ণ।
জরাসন্ধ নাম তার কিসের কারণ।।
কত বল ধরে সে, কাহার পাইল বর।
তোমা হিংসি রক্ষা পাইল, বিস্ময় অন্তর।।

গোবিন্দ বলেন, রাজা কর অবধান।
জরাসন্ধ-বিবরণ কহি তব স্থান।।
মগধ দেশের রাজা নাম বৃহদ্রথ।
অগণিত সৈন্যগণ গজ বাজী রথ।।
তেজে সূর্য্য, ক্রোধে যম, ধনে যক্ষপতি।
রূপে কামদেব রাজা ক্ষমাগুণে ক্ষিতি।।
নিরন্তর যজ্ঞ করে, অন্যে নাহি মন।
দুই কন্যা দিল তারে কাশীর রাজন।।
পুত্রার্থী পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে মহীপাল।
না হইল বংশ তার গেল যুবাকাল।।
আপনারে ধিক্কার করিয়া নরপতি।
রাজ্য ত্যজি বনে গেল ভার্য্যার সংহতি।।
গৌতম-নন্দন চণ্ডকৌশিক যে ঋষি।
পরম তপস্বী তিনি সদা বনবাসী।।
বহু দেশ ভ্রমিয়া মগধে উপনীত।
বৃক্ষতলে রাজা তাঁরে দেখে আচম্বিত।।
ভার্য্যা সহ প্রণমিল মুনির চরণ।
মুনি জিজ্ঞাসিল রাজা কোথায় গমন।।
করযোড়ে বলে রাজা বিনয় বচন।
মম দুঃখ অবধান কর তপোধন।।
বহু কর্ম্ম করিলাম রাজ্যে হৈয়া রাজা।
সমুচিত বিধানেতে পালিলাম প্রজা।।
ধনে জনে প্রয়োজন নাহি তপোধন।
সর্ব্ব শূন্য দেখি মুনি বিনা পুত্রধন।।
এই হেতু রাজ্য ত্যজি যাই বনবাস।
তপস্যা করিব গিয়া লইয়া সন্ন্যাস।।
রাজার বিনয় শুনি গৌতম নন্দন।
ধ্যানেতে বসিয়া মুনি চিন্তে ততক্ষণ।।
হেনকালে দৈবে সেই আম্রবৃক্ষ হৈতে।
আচম্বিতে এক আম্র পড়িল ভূমিতে।।
আম্র লয়ে মুনিবর হৃদে লাগাইল।
হরিষে রাজার করে অর্পিয়া কহিল।।
এ ফল খাইতে দেহ প্রধান ভার্য্যারে।
গুণবান পুত্র হবে তাহার উদরে।।
বাঞ্ছাপূর্ণ হৈল রাজা, যাহ নিজ ঘর।
এত শুনি আনন্দিত হৈল নরবর।।
মুনি প্রণমিয়া রাজা নিজালয়ে গেল।
দুই ভার্য্যা সমান দোঁহারে বাঁটি দিল।।
দুই ভাগ করি দোঁহে করিল ভক্ষণ।
এককালে গর্ভবতী হৈল দুই জন।।
একই সময়ে দুই রাণী প্রসবিল।
বিস্ময়ে এককালে দোঁহে নিরখিল।।
এক চক্ষু নাসা কর্ণ এক পদ কর।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ অঙ্গ দেখি বিস্ময় অন্তর।।
হৃদয়ে হানিয়া কর বিষাদে বলিল।
দশ মাস গর্ভব্যথা বৃথা বহি গেল।।
নিরাশ হইয়া দোঁহে ঘৃণা করি মনে।
ফেলাইয়া দিতে আজ্ঞা কৈলা দাসীগণে।।
চতুষ্পথে ফেলাইয়া দিল ততক্ষণে।
জরা নামে রাক্ষসী আইল সেইস্থানে ।।
সদাই শোণিত মাংস আহার তাহার।
সংসারের গর্ভপাতে তার অধিকার।।
রাজগৃহে গর্ভপাত শুনিয়া ধাইল।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ অঙ্গ দেখি বিস্ময় মানিল।।
আপন নয়নে ইহা কখন না দেখে।
দুই হাতে দুই খান ধরিয়া নিরখে।।
রহস্য দেখিয়া দুই সংযোগ করিল।
আচম্বিতে দুই অঙ্গ একত্র হইল।।

উঙা উঙা করি কান্দে মুখে হাত ভরি।
আশ্চর্য্য দেখিয়া চিত্তে ভাবে নিশাচরী।।
না হবে উদর পূর্ণে ইহারে খাইলে।
নৃপতি হইবে তুষ্ট এ পুত্র পাইলে।।
এত চিন্তি কোলে করি লইল নন্দন।
মেঘের গর্জ্জন জিনি শিশুর নিঃস্বন।।
মুনষ্যের মূর্ত্তি ধরি জরা নিশাচরী।
রাজার সম্মুখে গেল পুত্রে কোলে করি।।
নৃপতিরে কহিল সকল বিবরণ।
হের নৃপ, নহ এই আপন নন্দন।।
পুত্র পেয়ে উল্লাসিত হইল নৃপতি।
তবে জিজ্ঞাসিল রাজা রাক্ষসীর প্রতি।।
কে তুমি, কোথায় বাস, কি তোমার নাম।
কার কন্যা, কার ভার্য্যা, কোথা তম ধাম।।
এত স্নেহ মম প্রতি কিসের কারণে।
আমারে এমত করে নাহি ত্রিভুবনে।।
রাজার বচন শুনি বলে নিশাচরী।
গৃহদেবী দিলা নাম সৃষ্টি-অধিকারী।।
দানব বিনাশে মোর হইল সৃজন।
সর্ব্ব গৃহে থাকি রাজা করহ শ্রবণ।।
আমারে সপুত্রা নবযৌবনা করিয়া।
যে জন রাখিবে গৃহ ভিত্তিতে আঁকিয়া।।
জায়া সুত ধন ধান্যে সদা তার ঘর।
পরিপূর্ণ থাকিবেক, শুন রাজ্যেশ্বর।।
তব গৃহে পূজা রাজা পাই অনূক্ষণ।
তেঁই রক্ষা করিলাম তোমার নন্দন।।
সমুদ্র শোষয় রাজা মোর এই পেটে।
সুমেরু সদৃশ মাংস খাইলে না আঁটে।।
তব গৃহে পূজা লভি সন্তোষ আমার।
এই হেতু রাখিলাম তোমার কুমার।।
এই বলি রাক্ষসী চলিল নিজ স্থান।
পুত্র পেয়ে নরপতি মহা হর্ষবান।।
জাত কর্ম্ম বিধিমত করিল রাজন।
অনুমান করি নাম দিল দ্বিজগণ।।
জরায় সন্ধিত হেতু নাম জরাসন্ধ।
দিনে দিনে বাড়ে যেন শুক্লপক্ষ-চন্দ্র।।
কতদিনে বৃহদ্রথ পুত্রে রাজ্য দিয়া।
ভার্য্যা সহ বনে গেল ব্রহ্মচারী হৈয়া।।
জরাসন্ধ রাজা হৈল, বলে মহাবল।
নিজ ভুজ-পরাক্রমে শাসে ভূমণ্ডল।।
দুই সেনাপতি হংস ডিম্ভক তাহার।
সর্ব্বত্র বিজয়ী অস্ত্রে, অভেদ আকার।।
তিন জন মহাবীর, অজেয় সংসারে।
চতুর্থ জামাতা কংস মহাবল ধরে।।
আমা হৈতে ভোজপতি যবে হৈল হত।
তথা হৈতে গদা প্রহারিল বার্হদ্রথ।।
শতেক যোজন গদা এল আচম্বিতে।
মথুরা কম্পিত যেন গিরি বজ্রাঘাতে।।
সংগ্রামে সাজিয়া এল অষ্টাদশ বার।
এয়োদ্শ অক্ষৌহিণী সহ পরিবার।।
হংস নামে এক রাজা ছিল সঙ্গ তার।
বলভদ্র হাতে সেই হইল সংহার।।
মরিল মরিল হংস, হৈল এই শব্দ।
শুনি মগধের লোক হইলেক স্তব্ধ।।
ডিম্ভক করিত সেই রাজ্যের রক্ষণ।
শুনিল সংগ্রামে হৈল ভ্রাতার মরণ।।
সহিতে নারিল শোক হইল অস্থির।
ডুবিয়া যমুনা জলে ত্যজিল শরীর।।

জরাসন্ধ সহ তবে হংস গেল ঘর।
শুনিল, মরিল শোকে ডুবিয়া সোদর।।
ভ্রাতৃশোকে হংস আর ক্ষণে না রহিল।
যমুনার জলে সেও ডুবিয়া মরিল।।
হেনমতে ডুবিয়া মরিল দুই জন।
একমাত্র জরাসন্ধ আছয়ে দুর্জ্জন। ।
সংগ্রামে জিনিতে তারে নাহিক ভুবনে।
উপায় আছয়ে এক চিন্তিয়াছি মনে।।
মল্লযুদ্ধ বিনা তার না হয় নিধন।
বৃকোদর বাহুবলে করিবে সাধন।।
আমার হৃদয় যদি জান মহাশয়।
আমার বচনে যদি থাকয়ে প্রত্যয়।।
পৌরুষ বৈভব যদি বাঞ্ছ নরপতি।
ভীমার্জ্জুনে দেহ রাজা আমার সংহতি।।
কৃষ্ণের বচন শুনি ধর্ম্মের নন্দন।
একদৃষ্টে চান ভীমার্জ্জুনের বদন।।
হৃষ্টমুখ দুই ভাই দেখি নরপতি।
কহেন মধুর বাক্যে গোবিন্দের প্রতি।।
কি কারণে এমত বলিলা যদুরায়।
তোমা বিনা পাণ্ডবের কি আছে উপায়।।
লক্ষ্মী পরাঙ্মুখ যারে, সে তোমা না জানে।
সহজে পাণ্ডব-বন্ধু খ্যাত ত্রিভুবনে।।
তব নাম নিলে ভয় নাহি ত্রিজগতে।
তার কি আপদ যার থাকিবা সঙ্গেতে। ।
এত বলি নরপতি দুই ভাই লয়ে।
গোবিন্দের হাতেতে দিলেন সমর্পিয়ে।।
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশীরাম দাস কহে, রচিয়া পয়ার।।

ভীমার্জ্জুকে লইয়ে শ্রীকৃষ্ণের গিরিব্রজে প্রবেশ

শুভক্ষণ করিয়া চলেন তিন জন।
স্নাতক-বিপ্রের বেশ করিয়া ধারণ। ।
পদ্মসর লঙ্ঘিল পর্ব্বত কালকূট।
গণ্ডকী শর্করাবর্ত্ত বিষম সঙ্কট।।
সরযূ অযোধ্যা আর নগর মিথিলা।
ভাগীরথী সরস্বতী যমুনা আইলা।।
পার হৈয়া পূর্ব্বমুখে যান তিন জনে।
মগধ রাজ্যেতে উত্তরিলা কত দিনে। ।
চৈত্যরথ আদি করি পঞ্চ গোটা গিরি।
তাহার মধ্যেতে বৈসে গিরিব্রজ-পুরী।।
অনুপম দেশ সেই দেখিতে সুন্দর।
গো মহিষ ধন ধান্যে শোভিত নগর।।
ভীমার্জ্জুনে বলেন গোবিন্দ মহামতি।
এই পঞ্চ গিরি মধ্যে নগর বসতি।।
পঞ্চ পর্ব্বতের কথা শুন দুই জন।
শত্রু দেখি দ্বার রুদ্ধ হয় ততক্ষণ।।
আর এক আশ্চর্য্য আছয়ে দুয়ারেতে।
তিনগোটা ভেরী শব্দ করে আচম্বিতে।।
শত্রু দেখি ভেরী শব্দ করয়ে যখন।
সজাগ হইয়া সেনা করয়ে সাজন।।
দ্বারে আছে দুই নাগ শত্রু দেখি দংশে।
যার ভয়ে রিপু নাহি নগরে প্রবেশে।।
মহারথিগণ সব রক্ষা করে দ্বার।
ইহার উপায় এক করহ বিচার।।
অর্জ্জুন বলেন, ভৈরী রৈল মোর ভাগে।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, নিবারিল দুই নাগে।।

ভীম বলিলেন, মোর পর্ব্বতের ভার।
অন্য পথে যাব পুরে, না যাইব দ্বার।।
এইরূপ বিচারিয়া তবে তিন জন।
দ্বার ত্যাজি করিলেন গিরি আরোহণ।।
নাগের কারণে দেব কৃষ্ণ মহামতি।
খগপতি স্মরণ করেন শীঘ্রগতি।।
আইল ভুজঙ্গ-রিপু কৃষ্ণের স্মরণে।
এ তিন ভুবন কাঁপে যাহার গর্জ্জনে।।
ভয়েতে ভুজঙ্গ দুই প্রবেশে পাতালে।
কৃষ্ণেরে মেলানি মাগি খগপতি চলে।।
ভেরী হেতু অর্জ্জুন এড়িল শব্দভেদী।
এক অস্ত্রে তিন ভেরী ফেলিলেন ছেদি।।
চৈত্যগিরি পৃষ্ঠে ভীম কৈল আরোহণ।
রিপু দেখি গিরিবর করয়ে গর্জ্জন। ।
গিরিশৃঙ্গ ধরি ভীম উপাড়িল করে।
আচল হইল গিরি মুষ্টির প্রহারে।।
পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া কৈল নগরে প্রবেশ।
সুরপুর সম দেখি জরাসন্ধ-দেশ।।
হাট বাট নগর চত্বর মনোহরা।
নগর ভিতরে বৈসে বিবিধ পসরা।।
সুগন্ধি কুসুম মাল্য দেখি সুশোভন।
বলে লয়ে তিন জন করেন ভূষণ।।
পূর্ব্ব দ্বার লঙ্ঘিয়া গেলেন তিন জনা।
অন্তঃপুরে যাইতে ব্রাহ্মণে নাহি মানা।।
তিন দ্বার লঙ্ঘি তবে যান অন্তঃপুর।
যথা আছে মহীপাল জরাসন্ধ শূর।।
যজ্ঞ দীক্ষা লইয়াছে, যজ্ঞেতে তৎপর।
উপবাস-ব্রতী হয়ে আচে একেশ্বর।।
কেবল ব্রাহ্মণগণ আছে তথাকারে।
বিনা নিমন্ত্রণে অন্যে যাইতে না পারে।।
তিন দ্বিজ দেখি রাজা উঠি যোড় হাতে।
আগুসারি অভ্যর্থনা করে কত পথে।।
বসিবারে দিল দিব্য কনক আসন।
স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া বৈসেন তিন জন।।
তিন জন মূর্ত্তি রাজা করে নিরীক্ষণ।
শাল বৃক্ষ কোঁড়া যেন অঙ্গের বরণ।।
আজানুলম্বিত ভুজ ভুজঙ্গ-আকার।
অস্ত্রচিহ্ন-লেখা আছে অঙ্গে সবাকার।।
ভূষণ বিবিধ মাল্য দেখিয়া রাজন।
নিন্দা করি বলিতে লাগিল ততক্ষণ। ।
ব্রতী বিপ্র হৈয়া কেন হেন অনাচার।
সুগন্ধি চন্দন মাল্য অঙ্গে সবাকার।।
মুনিগণ কহে আর আমি জানি ভালে।
ব্রাহ্মণ কখন মাল্য নাহি পরে গলে।।
পরিধান বহুবিধ বিচিত্র বসন।
বিপ্রদেহে অস্ত্রচিহ্ন কিসের কারণ।।
সত্য কহ তোমরা, কে হও কোন্ জাতি।
কি হেতু আইলা বল আমার বসতি।।
দ্বিজ বিনা আসে হেথা নাহি অন্য জন।
চোর রূপে আসিয়াছ লয় মোর মন।।
চৈত্যগিরি শৃঙ্খ ভাঙ্গি বুঝি এলে প্রায়।
রাজদ্রোহ পাপ ভয় নাহিক তোমায়।।
কি হেতু আইলা কোন্ ভিক্ষা অনুসারে।
কোন্ বিধিমতে পূজা করি সবাকারে। ।
এত শুনি বাসুদেব বলেন বচন।
গভীর নিনাদ যেন জলদ গর্জ্জন।।
পুষ্পমাল্য সদা রাজা লক্ষ্মীর আশ্রয়।
লক্ষ্মীপ্রিয় কর্ম্মে বল কার বাঞ্ছা নয়।।

দ্বারে না আইলে হেন বলিলে বচন।
শত্রুগৃহ-দ্বারে মোরা না যাই কখন।।
কোনরূপে শত্রুগৃহে পশি মহারাজ।
যেই হেতু আসিয়াছি করিব সে কাজ।।
জরাসন্ধ বলে, মম না হয় স্মরণ।
কবে শত্রু আমার তোমরা তিন জন।।
না হিংসিতে যেই জন হিংসা আসি করে।
তার সম পাপী নাহি সংসার ভিতরে।।
কারো হিংসা নাহি করি, আমি মনে জানি।
কিমতে তোমরা শত্রু, কহ দেখি শুনি।।
গোবিন্দ বলেন, তুমি কহ বিপরীত।
তোমার যতেক হিংসা জগতে বিদিত।।
পৃথিবীর রাজা সব বান্ধি আনি বলে।
পশুবৎ করি রাখিয়াছ বন্দিশালে।।
মহাদেব বলি দিবা শুনিনু শ্রবণে।
বল দেখি হেন কর্ম্ম করে কোন্ জনে।।
নাহি দেখি, নাহি শুনি হেন বিপরীত।
জ্ঞাতিগণে বলি দিবা, অধর্ম্ম চরিত।।
আপদভঞ্জন আদি ধর্ম্মের রক্ষণ।
জ্ঞাতি-হিংসা দেখিতে না পারি কদাচন।।
সেই হেতু আসিয়াছি দুষ্টের দমনে।
কতবার দেখিয়াছ, নাহি চিন কেনে।।
ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণী অষ্টাদশ বার।
হারি পলাইলা সব করিলা সংহার।।
সেই কৃষ্ণ আমি বসুদেবের নন্দন।
পাণ্ডুপুত্র ভীমার্জ্জুন এই দুই জন।।
আপনার হিত যদি বাঞ্ছয় রাজন।
আমার বচনে রাজা ছাড় রাজগণ।।
নহে, যুদ্ধ কর রাজা আমার সংহতি।
দুই কর্ম্মে যেবা ইচ্ছা, হয় তব মতি।।
শ্রীকৃষ্ণের বচনে জ্বলিল জরাসন্ধ।
অমেষ বিশেষে গোবিন্দেরে বলে মন্দ।।
পূর্ব্বকথা বিস্মরণ হইল তোমার।
যুদ্ধে পলাইয়া গেলে শৃগাল আকার। ।
পৃথিবী ছাড়িয়া গেলে সমুদ্র ভিতরে।
কভু নাহি শুনি পুনঃ এসেছ নগরে।।
এখন তোমাকে দেখি আপনার দেশে।
করিলে অদ্ভুত কর্ম্ম কেমন সাহসে।।
দর্প করি কহিলে ছাড়িতে রাজগণ।
কাহার শরীরে সহে এমত বচন।।
ভুজবলে বান্ধি আনিলাম রাজগণে।
সঙ্কল্প করেছি বলি দিব ত্রিলোচনে।।
পূর্ব্বকথা তব বুঝি নাহিক স্মরণ।
যাহ গোপসূত, লজ্জা নাহি কি কারণ।।
সংগ্রাম মাগিলা তার না বুঝি কারণ।
তোমা ছার সহিত যুঝিবে কোন্ জন।।
যেবা ভীমার্জ্জুন, দেখি অত্যল্প বয়স।
ইহাদের সহ যুদ্ধে হইবে অযশ।।
মারিলে পৌরুষ নাহি হারিলে অযশ।
পলাও বালকদ্বয়, না কর সাহস।।
গোপালের বলে বুঝি করিলা উদ্যম।
না জানহ জরাসন্ধ কৃতান্তের যম।।
এতেক বলিল যদি জরাসন্ধ কোপে।
ক্রোধে বৃকোদরের অধরোষ্ঠ কাঁপে। ।
গোবিন্দ বলেন, মিথ্যা না কর বড়াই।
তোমার বিচারে তোমা সব কেহ নাই।।
সে কারণে হীনবল দেখি রাজগণে।
বলে ধরি মারিবারে চাহ অকারণে।।

তার অনুরূপ ফল পাইবা নিকটে।
দূর কর দর্প, আজি পড়িলা সঙ্কটে।।
না করিবা ইচ্ছা যদি আমা সনে রণ।
এ দোঁহার মধ্যে তব যারে লয় মন।।
বালক বলিয়া চিত্তে না করিহ তুমি।
ক্ষণেকে জানিবা আগে যাহ যুদ্ধভূমি।।
জরাসন্ধ বলে, যদি ইচ্ছিলে মরণ।
রণ-বাঞ্ছা করিলে, করিব আমি রণ।।
কিরূপে করিবা রণ, কহ দেখি শুনি।
এত শুনি তাহারে কহেন চক্রপাণি।।
বিধির নিয়ম এই ক্ষত্রধর্ম্মে লিখে।
সৈন্যে সৈন্যে রথে রথে অথবা এককে।।
সেমত করহ যুদ্ধ ইচ্ছা যার সনে।
যদাযুদ্ধ মল্লযুদ্ধ যাহা লয় মনে।।
শুনিয়া বলিছে বৃহদ্রথের কুমার।
ভুজবলে মহামত্ত করি অহঙ্কার।।
সহজে বালক এই বিশেষে অর্জ্জুন।
হীনবল সহ যুদ্ধ না করে নিপুণ।।
কোমল বালক প্রায় দেখি যে নয়নে।
কিছুমাত্র বৃকোদর, লয় মনে মনে।।
ভীমের সহিত আজি করিব সমর।
এত বলি উঠিল মগধ-দণ্ডধর।।
দুই গোটা গদা রাজা আনিল তখনি।
ভীমে দিল এক, এক লইল আপনি।।
নগর বাহিরে গেল রঙ্গভূমি যথা।
ধাইল নগর-লোক শুনি যুদ্ধকথা।।
কৌতুক দেখেন কৃষ্ণ থাকিয়া অন্তরে।
নৃপতি যুঝায় যেন মল্ল যুগলেরে।।
অপূর্ব্ব সংগ্রাম করে ভীম জরাসন্ধ।
বিস্তারে রচিয়া কহি যমকের ছন্দ।।
পুণ্যকথা ভারতের শুনিলে পবিত্র।
গোবিন্দের লীলারস পাণ্ডব-চরিত্র।।

জরাসন্ধের সহিত ভীমের যুদ্ধ

অপূর্ব্ব সংগ্রাম, না হয় বিরাম,
হৈল জরাসন্ধ ভীমে।
গজরাজ নক্রে, বৃত্রাসুর শক্রে,
যেমত রাবণ-রামে।।
কেশ-বাস সারি, করে গদা ধরি,
দুই জন হৈল আগে।
কর্কশ বচন, করিছে ভৎসন,
দুই জন মত্ত রাগে।।
আরে রে পাণ্ডব, কোথা রে খাণ্ডব,
আইলা মগধ-দেশে।
নিকট মরণ, এই যে কারণ,

দৈবে বান্ধি আনে পাশে।।

শুনিয়া তর্জ্জন, করিয়া গর্জ্জন,
বলিছে কুন্তীর সুত।
তোমারে শমন, করিল স্মরণ,
আমি হয়ে এলাম দূত।।
ক্রোধে বৃকোদর, কম্পে কলেবর,
যেমন কদলীপাত।
মণ্ডলী করিয়া, ত্বরিত ফিরিয়া,
দোঁহে করে করাঘাত।।
বিপরীত নাদ, পড়িল প্রমাদ,
শ্রবণে লাগিল তালা।
দন্ত কড়মড়, শ্বাসে বহে ঝড়,
উড়ি যায় মেঘমালা।।
করে করে ছাঁদি, পদে পদে বাঁধি,
দুইজনে দোঁহা টানে।
ক্ষণে দোঁহা ছাড়ি, শিরে শিরে তাড়ি,
হৃদয়ে হৃদয় হানে।।
লোহিত নয়ন, লোহিত বদন,
নেহারে সকোপ দৃষ্টি।
দন্ত কড়মড়, মারিছে চাপড়,
বজ্র সম চড় মুষ্টি।।
ঊরুতে জঘনে, ছান্দিল সঘনে,
ভূমে গড়াগড়ি যায়।
শ্রম-জল অঙ্গে, রণ-ধূলি সঙ্গে,
ঢাকিল দোঁহার গায়।।
রুধিরে জর্জ্জর, দুই কলেবর,
অন্তর হইয়া ক্ষণে।
ক্রোধে কায় কম্পে, পুনঃ পুনঃ ঝম্পে,
দোঁহা'পর দুই জনে।।

ঘোর নাদ চট, দোঁহে বাহুস্ফোট,
গভীর গর্জ্জনে গর্জ্জে।
পদে ভূ বিদরে, চাপিয়া অধরে,
তর্জ্জনী তুলিয়া তর্জ্জে।।
সে দোঁহে দোঁহারে, গদার প্রহারে,
হৃদে ভুজ-শির-পিঠে।
ঘোরতর রণ, দেখি সর্ব্বজন,
গদাঘাতে অগ্নি উঠে।।
কেন নহে ঊন, ধরি পুনঃ পুনঃ,
হৃদয়ে হৃদয় চাপে।
ভুজে ভুজে তাড়ি, ভুমিতলে পাড়ি,
পুনঃ দোঁহে উঠে লাফে।।
যেন দ্বি-বারণ, বারণী কারণ,
যুঝয়ে পর্ব্বত মাঝে।
যেন দ্বি-বৃষভে, সুরভির লোভে,
গোষ্ঠের ভিতর যুঝে।।
কার্ত্তিক প্রথমে, প্রতিপদ-ক্রমে,
অহর্নিশি মত্ত রণে।
হৈল চতুর্দ্দশী, কহে দাস কাশী,
বিশ্রাম না পায় ক্ষণে।।

জরাসন্ধ বধ ও রাজগণের কারামোচন

অহর্নিশি চতুর্দ্দশ দিবস সংগ্রাম।
নিশ্বাস ছাড়িতে দোঁহে না পায় বিশ্রাম।।
অনাহারে পীড়িত দোঁহার কলেবর।
নিস্তেজ হইল বৃহদ্রথের কোঙর।।
অচল হইল অঙ্গ, হরিলেক জ্ঞান।
তথাপিহ দাণ্ডাইয়া আছে বিদ্যমান।।
পবন-নন্দন ভীম মহাপরাক্রম।
এত যুদ্ধে শরীরে তিলেক নাহি শ্রম।।
ডাকিয়া বলেন কৃষ্ণ, কি দেখহ আর।
এইকালে শত্রু কেন না কর সংহার।।
কৃষ্ণের বচনে ক্রোধ করি বৃকোদর।
দুই পায়ে ধরি ফেলে ভূমির উপর।।
পুনরপি ধরে তারে কুন্তীর কুমার।
দুই পায়ে ধরিয়া ভ্রমায় চক্রাকার।।

শতবার ভ্রমাইয়া ফেলে ভূমিতলে।
বক্ষঃস্থল চাপিয়া বসিল মহাবলে।।
কণ্ঠে জানু দিয়া বুকে বজ্র-মুষ্টি মারে।
গুরুতর গর্জ্জনে কম্পয়ে ধরাধরে।।
রাজ্যের যতেক লোক হৈল মূর্চ্ছা প্রায়।
কাহার বচন কেহ শুনিতে না পায়।।
গর্ভবতী স্ত্রী গর্ভ পড়িল খসিয়া।
হস্তী অশ্ব আদি পশু যায় পলাইয়া।।
যথাশক্তি বৃকোদর করেন প্রহার।
তথাপি না হয় জরাসন্ধের সংহার।।
আর্শ্চর্য্য দেখিয়া ভীম বলেন কৃষ্ণেরে।
যথাশক্তি করিলাম প্রহার ইহারে।।
ইহার মরণে আমি, না দেখি উপায়।
এত শুনি ডাকিয়া বলেন যদুরায়।।
পূর্ব্বে সন্ধি কহিয়াছি কেন বিস্মরণ।
সেইরূপে জরাসন্ধ হইবে নিধন।।
বৃকোদরে দেখাইয়া দিলেন শ্রীনাথ।
দুই করে ধরি চিরিলেন বেণাপাত।।
দেখিয়া হৈলেন হৃষ্ট কুন্তীর নন্দন।
পুনরপি ধেয়ে যান করিয়া গর্জ্জন।।
বজ্রমুষ্টি প্রহারিয়া ফেলেন ভূতলে।
সিংহ যেন মৃগ ধরি ফেলে অবহেলে।।
একপদ পদে চাপি আর পদে কর।
হুঙ্কারিয়া টানিলেন বীর বৃকোদর।।
মধ্যখানে চিরিয়া করেন দুইখান।
জন্মকাল অঙ্গ প্রাপ্তে হারাইল প্রাণ।।
জরাসন্ধ পড়িল, সহর্ষ নারায়ণ।
আনন্দেতে তিন জনে কৈল আলিঙ্গন।।
রাজ্যের যতেক লোক প্রমাদ গণিল।
জরাসন্ধ-সুত সহদেব নামে ছিল।।
ভয়েতে কম্পিত তনু পাত্র মিত্র লয়ে।
গোবিন্দের চরণেতে পড়িল আসিয়ে।।
তবে কর যুড়ি কহু করিল স্তবন।
তোমার মহিমা প্রভু জানে কোন্ জন।।
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি পুরন্দর।
তুমি আদ্যা, তুমি শক্তি, তুমি বৈশ্বানর।।
তুমি চন্দ্র, তুমি সূর্য্য, তুমি জলেশ্বর।
তুমি বায়ু, তুমি বল, তুমি চরাচর।।
আমি অতি মূঢ়মতি, নাহি জানি তোমা।
চারি বেদে নাহি জানে তোমার তুলনা।।
এইরূপে বহু স্তুতি করিল কুমার।
ঈষৎ হাসিল তবে দেব গদাধর।।
আশ্বাসিয়া গোবিন্দ অভয় তারে দিল।
মগধ-রাজ্যেতে তারে দণ্ড ধরাইল।।
বন্দিশালে আছিল যতেক রাজগণ।
একে একে ঘুচাইল সবার বন্ধন।।
নানা রত্নে সবাকারে করিল ভূষণ।
করযোড়ে স্তুতি করি কহে রাজগণ।।
সদয়-হৃদয় তুমি সেবক-রঞ্জন।
দুর্ব্বলের বল, গর্ব্বীর গর্ব্ব-ভঞ্জন।।
অনাথের নাথ তুমি, হিংস্রকের অরি।
ধর্ম্মের পালন হেতু মর্ত্ত্যে অবতরি।।
কে বর্ণিতে পারে গুণ, বেদে অগোচর।
সদা যোগে ধ্যানে যারে না পায় শঙ্কর।।
যুত দুঃখ দিল জরাষন্ধ নৃপবরে।
সকল সফল হৈল ভাবি যে অন্তরে।।
অভয় পঙ্কজ-পদ দেখিনু নয়নে।
বদনে অমৃত ভাষা, শুনিনু শ্রবণে।।

বলে জরাসন্ধ প্রভু করিল বন্ধন।
এত দিনে বলি দিত সব রাজগণ।।
কৃপায় সবারে প্রভু করিলা উদ্ধার।
এ কর্ম্ম তোমার প্রভু কিছু নহে ভার।।
আজ্ঞা কর আমরা করিব কিবা কার্য্য।
গোবিন্দ বলেন, সবে যাহ নিজ রাজ্য।।
রাজসূয় করিবেন ধর্ম্মের নন্দন।
সেই যজ্ঞে সহায় হইবে সর্ব্বজন।।
এত শুনি রাজগণ করে অঙ্গীকার।
প্রণমিয়া দেশে সবে গেল যে যাহার।।
তবে জরাসন্ধ-রথ আনি নারায়ণ।
তিন জনে আরোহণ করেন তখন।।
অপূর্ব্ব সুন্দর রথ লোকে অগোচর।
সেই রথে চড়ি পূর্ব্বে দেব পুরন্দর।।
দলিল দানবগণ ঊনশত বার।
যোজন পর্য্যন্ত দৃষ্টি হয় ধ্বজা যার।।
ঈন্দ্র হৈতে পাইল বসু মগধ-ঈশ্বরে।
বসু হৈতে বৃহদ্রথ, সে দিল কুমারে।।
সেই রথে আরোহিয়া যান তিন জন।
গোবিন্দ গরুড়ে তবে করিলা স্মরণ।।
আজ্ঞা করিলেন বসিবারে ধ্বজোপরে।
খগপতি-ধ্বজ-রথ ঘোষে চরাচরে।।
শঙ্খনাদ করিয়া চলিল শীঘ্রগতি।
ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত তিন মহামতি।।
যুধিষ্ঠির-চরণে করিয়া নমস্কার।
একে একে কহেন সকল সমাচার।।
আনন্দেতে যুধিষ্ঠির করি আলিঙ্গন।
গোবিন্দে অনেক পূজা করেন তখন।।
জরাসন্ধ-রথ আর অমূল্য রতন।
কৃষ্ণেরে দিলেন রাজা হৈয়া হৃষ্টমন।।
সেই রথে আরোহিয়া দেব দামোদর।
মেলানি মাগিয়া যান দ্বারকা- নগর।।
পুণ্যকথা ভারতের শুনিলে পবিত্র।
গোবিন্দের লীলা-রস পাণ্ডব-চরিত্র।।
সভাপর্ব্বে সুধারস জরাসন্ধ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে।।

অর্জ্জুনের দিগ্বিজয় যাত্রা

করি কেশ গুটি, বান্ধা ঊর্দ্ধ ঝুঁটি,
বেষ্টিত বৃক্ষের লতা।
পরম হরিষে, ধাইল রণে সে,
শুনিয়া সংগ্রাম-কথা।।
ঘোর ডাক পাড়ে, নানা অস্ত্র ছাড়ে,
হইল উভয়ে রণ।
ভগদত্ত-রাজ, পুরন্দরাত্মজ,
মুখামুখি দুইজন।।
দোঁহে ধনুর্দ্ধর, ফেলে নানা শর,
যাহার যতেক শিক্ষা।
মারুত অনল, সূর্য্য বসু জল,
বিবিধ মন্ত্রেতে দীক্ষা।।
অষ্ট অহর্নিশি, দোঁহে উপবাসী,
বিশ্রাম না করে ক্ষণে।
দেখি ভগদত্ত, বলে মহামত্ত,
হাসিয়া বলে অর্জ্জুনে।।
নিবর্ত্তহ রণ, ইন্দ্রের নন্দন,
তুমি হও সখা-সুত।
তোমার জনক, ত্রিদশ পালক,
সখা মম পুরুহূত।।
মনে ছিল ভ্রম, তোমার বিক্রম,
জানিলাম এতদিনে।
কিসের কারণ, কর তুমি রণ,
হেথা সে আইলা কেনে।।
বলে ধনঞ্জয়, ধর্ম্মের তনয়,
কুরুকুলে হন রাজা।
করিলেন ক্রতু, চাহি এই হেতু,

দিবা তাঁরে কিছু পূজা।।
যদি মোর প্রতি, হইয়াছ প্রীতি,
তবে নিবেদন করি।
ক্ষম মম দোষ, দেহ কিছু কোষ,
প্রাগজ্যোতিষ-অধিকারী।।
হরিষে রাজন, দিল বহু ধন,
পার্থেরে পূজি বিশেষে।
লয়ে তাঁর পূজা, পার্থ মহাতেজা,
চলিলেন অন্য দেশে।।
বিবিধ পর্ব্বতে, নৃপ শতে শতে,
কতেক লইব নাম।
দিয়া ধনচয়, কেহ মিলে তায়,
কেহ না করে সংগ্রাম।।
উলূকের পতি, বৃহন্ত নৃপতি,
করিল অনেক রণ।
মোদাপুর ধাম, দেবক সুদাম,
তিনে দিল বহুধন।।
রাজা সেনাবিন্দু, দিল রত্নসিন্ধু,
পৌরব পর্ব্বত-রাজা।
লোহিত মণ্ডল, রাজা মহাবল,
করিল অনেক পূজা।।
ত্রিগর্ত্ত-মণ্ডলে, জিনি বীর হেলে,
সিংহপুরে সিংহরাজ।
বাহ্লীক দরদ, রাজা যে কামদ,
বৈসে কামগিরি-মাঝ।।
অপূর্ব্ব সে দেশে, নানা বর্ণ অশ্বে,
শুক-ময়ুরের রঙ্গে।
কৌতুকে অর্জ্জুন, নিল অশ্বগণ,
বিবিধ রতন সঙ্গে।।

নৃপতি যবন, কৈল মহারণ,
হারিয়া ভজিল আসি।
ভুবনে অপূর্ব্ব, দিল বহুদ্রব্য,
নানা বর্ণে রাশি রাশি।।
তবে একে একে, জিনিয়া সবাকে,
উঠিল হেমন্ত-গিরি।
তাহে যত ছিল, হেলায় জিনিল,
গন্ধর্ব্ব-দানব পুরী।।
পর্ব্বত কৈলাস, কুবেরের বাস,
যক্ষ রক্ষ কোটি কোটি।
মানুষ কিন্নর, হইল সমর,
হৈল বিজয়ী কিরীটী।।
ইন্দ্রের কোঙর, ইন্দ্র সম শর,
মারিলেক বহু যক্ষ।
পলাইল ডরে, কহিল কুবেরে,
পুরে পশিল বিপক্ষ।।
শুনি বৈশ্রবণ, লয়ে বহু ধন,
পূজিল পাণ্ডুর সুতে।
স্নেহভাষে তায়, করিল বিদায়,
পার্থ যান তথা হৈতে।।
নগর হাটক, নিবাসী গুহ্যক,
জিনি পাইলেন ধন।
লয়ে রত্ন ধন, চলেন অর্জ্জুন,
হৈয়ে আনিন্দত মন।।
মান সরোবর, তথা বীরবর,
দেখি হইলেন সুখী।
অমর-নগরী, অপ্সর কিন্নরী,
কোটি কোটি শশিমুখী।।
জিতেন্দ্রিয় ধীর, পার্থ মহাবীর,

নাহি চান কারো পানে।
সেই সরোবাসী, ছিল বহু ঋষি,
আশিস্ করে অর্জ্জুনে।।
তথা হৈতে চলে, মহা কুতূহলে,
অতিশয় শীঘ্রগামী।
সংগ্রামে প্রচণ্ড, তেজেতে মার্ত্তণ্ড,
জিনিয়া ভারত-ভূমি।।
তাহার উত্তর, যান বীরবর,
হরিবর্ষ-নামে খণ্ড।
দেখি দ্বারপাল, ধায় পালে পাল,
হাতে করি লৌহদণ্ড।।
দেখিয়া মানুষে, সর্ব্বজন হাসে,
অতি অপরূপ বাসি।
বিস্ময়-অন্তরে, কহে অর্জ্জুনেরে,
তুমি যে বড় সাহসী।।
মানব-শরীরে, আসিলে এধারে,
কভু নাহি দেখি শুনি।
নিবর্ত্তহ তুমি, অগম্য এ ভূমি,
কাহার শকতি জিনি।।
ভারত দিগন্ত, আইলা মতিমন্ত,
তুমি কি ভ্রান্ত হইলে।
এ পুর উত্তর, কুরুর নগর,
হেথায় কি হেতু আইলে।।
দেখিতে না পাবে, কি যুদ্ধ করিবে,
নাহি নরলোক-গতি।
কুন্তীর নন্দন, শুনিয়া বচন,
বলেন দ্বারীর প্রতি।।
ধর্ম্ম- নরবর, ক্ষত্রিয় ঈশ্বর,
তাঁহার আমি কিঙ্কর।

তোমা না লঙ্ঘিব, পুরে না পশিব,
দেহ কিচু মোরে কর।।
শুনি ততক্ষণ, দ্বারপালগণ,
অনেক রতন দিল।
লয়ে ধনঞ্জয়, সানন্দ হৃদয়,
দক্ষিণ মুখে চলিল।।
আসিবার কালে, বহু মহীপালে,
জিনিয়া নিলেন কর।
বাদ্য কোলাহলে, চতুরঙ্গ-দলে,
চলিল নিজ নগর।।
মণি মরকত, কনক রজত,
মুকুতা-প্রবাল-রাশি।
বিবিধ বসন, গো আদি বাহন,
লয়ে কত দাস-দাসী।।
জয় জয় শব্দে, শঙ্খের নিনাদে,
প্রবেশি ইন্দ্রপ্রস্থতে।
ইন্দ্রের আত্মজ, ত্যজিয়া সে সাজ,
গেলেন ধর্ম্ম- অগ্রেতে।।
ভূমিতলে পড়ি, দুই কর যুড়ি,
দাণ্ডাইয়া কত দূরে।
করিয়া কোমল, কহেন সকল,
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে।।
তোমার প্রতাপে, উত্তরের নৃপে,
সবে আনিলাম বশে।
সবে দিল কর, দেখ নৃপবর,
পাইলাম যে যে দেশে।।
হরিষে রাজন, করি আলিঙ্গন,
তুষিলেন মৃদু-ভাষে।
আনিলেন যাহা, কোষে রাখি তাহা,

www.bengaliebook.com

পার্থ গেলেন নিবাসে।।

ভীমের দিগ্বিজয়

পূর্ব্বদিকে বৃকোদর বহু সৈন্য লৈয়া।
পাঞ্চাল-নগরে উত্তরিলেন যাইয়া।।
দ্রুপদ-নৃপতি হৃদে পাইয়া সন্তোষ।
যুধিষ্ঠির-রাজা হেতু দিল বহু কোষ।।
তথা হৈতে চলিলেন কুন্তীর কুমার।
বিদেহ-নগরে যান গণ্ডকীর পার।।
সে দেশ জিনিয়া যান দশার্ণ-প্রদেশে।
সুধর্ম্মা নৃপতি আসি পূজিল বিশেষে।।
তাঁহারে পাইয়া প্রীত বর বৃকোদর।
সেনাপতি করিলেন সৈন্যের উপর।।
অশ্বমেধেশ্বর মহারাজ রোচমানে।
পরাজয় করিলেন সমর-প্রাঙ্গণে।।
রোচমানে পরাজয় করিয়া ত্বরিতে।
পূর্ব্বদেশ অধিকার লাগিল করিতে।।
পুলিন্দের নরপতি সুমিত্রাকে জিনি।
চেদি-রাজ্যে প্রবেশিল পাণ্ডব-বাহিনী।।
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা আছে আসিবার কালে।
সম্প্রীতে মিলিও ভাই রাজা শিশুপালে।।
সেই হেতু সাম্যরূপে যান বৃকোদর।
বার্ত্তা শুনি শিশুপাল আইল সত্বর।।
আলিঙ্গন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল।
দোঁহে দোঁহাকার নিজ বারতা কহিল।।
গৃহে লৈয়া শিশুপাল বহুমান্য করি।
ত্রিদশ-দিবস রাখিলেন নিজ পুরী।।
রাজকর মহানন্দে দেন শিশুপাল।
তথা হৈতে গেলেন সে উত্তর-কোশল।।
অযোধ্যা-নগরে রাজা দীর্ঘশৃঙ্গ নাম।
তাহার সহিত বড় হইল সংগ্রাম।।
একদিন সংগ্রামেতে সে রাজে জিনিয়ে।
কোশল রাজ্যেতে যান ধন-রত্ন লৈয়ে।।
তথা বৃহদ্বল রাজা জিনি কুন্তীসুত।
মল্লদেশে নিল কর পাঠাইয়া দূত।।
ভল্লাটের চতুর্দ্দিকে শুক্তিমান্ গিরি।
সুবাহু নামেতে যেই কাশী-অধিকারী।।
সুপার্শ্ব নিকট রাজপতি ক্রথ-আদি।
একে একে সবা জিনি নিল রত্ননিধি।।
মৎস্যদেশ-ভূপতিরে জিনি বৃকোদর।
গেলেন উত্তরমুখে নিষাদ- নগর।।
শর্ম্মক-বর্ম্মকগণে জিনি মহাবীর।
জনক মিথিলা-পতি মণিমন্ত ধীর।।
হেলায় জিনিয়া ক্রমে এতেক নৃপতি।
গিরিব্রজে শীঘ্র গেলা ভীম মহামতি।।
সহদেব নৃতি লইয়া বহুধন।
পূজা কৈল বৃকোদরে করিয়া স্তবন।।
পুণ্ড্রাধিপ বাসুদেব কৌশিকীর কূলে।
তথাকারে গেল বীর চতুরঙ্গ-দলে।।
তাহারে জিনিয়া রত্ন পাইল বহুত।
বঙ্গেতে সমুদ্রসেনে জিননে কুন্তীসুত।।
চন্দ্রসেন-রাজারে জিনিয়া মহাবীর।
আর যত রাজা বৈসে সমুদ্রের তীর।।
দিগন্ত পর্য্যন্ত ভীম জিনি রাজগণ।
পুনঃ গেল ইন্দ্রপ্রস্থে লৈয়া বহু ধন।।

www.bengaliebook.com

অগুরু চন্দন ভোট-কম্বল বসন।
লক্ষ লক্ষ লইল মাতঙ্গ-বাজিগণ।।
কনক রজত মুক্তা মাণিক্য প্রবাল।
নানা জাতি পশু সঙ্গে যায় পালে পাল।।
সব নিবেদিল গিয়া ধর্ম্ম-নৃপবরে।
প্রণমিয়া সকল কহিল যোড়করে।।
আনন্দিত ধর্ম্মসুত করি আলিঙ্গন।
ভাণ্ডার রাখিতে কহিলেন সব ধন।।
বৃকোদর চলিলেন আপনার বাস।
ভীম-দিগ্বিজয় বিরচিল কাশীদাস।।

সহদেবের দিগ্বিজয়

যাম্যদিকে সহদেব সৈন্যগণ লৈয়া।
শূরসেন রাজ্যে আগে উত্তলরিল গিয়া।।
প্রীতি-পূর্ব্ব বহুরত্ন দিল নরপতি।
মৎস্যদেশ হেলায় জিনিল মহামতি।।
অধিরাজ দন্তবক্র মহা- বলধর।
সংগ্রামে জিনিয়া বীর নিল বহু কর।।
সুকুমার সুমিত্র জিনিল দুই নৃপে।
গোশৃঙ্গে জিনিল বীর নিষাদ-অধীপে।।
শ্রেণীমান রাজাকে জিনিল অবহেলে।
কুন্তীভোজ-রাজ্যে গেলা চতুরঙ্গ-দলে।।
কুন্তীভোজ-রাজা সহদেবের শাসন।
শিরোধার্য্য করিলেন হৈয়ে প্রীতমন।।
অবন্তী- নগরে বাস অনুবিন্ধ রাজা।
নানা ধন দিয়া সহদেবে কৈল পূজা।।
বিদর্ভ-নগরে চলি গেল পাণ্ডুসুত।
ভীষ্মক জানিল ইহা গোবিন্দের প্রীত।।
নানা রত্নে সহদেবে পূজা যথোচিত।
কান্তার কোশলাধিপ নাটকেয় আর।
হেরম্ব মারুধ আর মঞ্জুগ্রাম সার।।
বাতাধিপ পাণ্ড্যদেশ জিনিল সকল।
কিষ্কিন্ধ্যা প্রবেশ কৈল তবে মহাবল।।
মৈন্দ ও দ্বিবিদ নামে দুই কপিপতি।
পরসৈন্য দেখিয়া ধাইল শীঘ্রগতি।।
শিলা বৃক্ষ লইয়া সহিত কপিগণ।
বানর-মনুষ্যে তথা হৈল মহারণ।।
সপ্ত দিবারাত্র যুদ্ধ সহদেব সনে।
দেখি দুই কপিপতি প্রীতি পাইল মনে।।
জিজ্ঞাসিল কে তুমি, আইলা কি কারণ।
সহদেব কহিল সকল বিবরণ।।
বানর বলিল, এই কিষ্কিন্ধ্যনগরী।
মনুষ্যে কি শক্তি যে ইহাতে হয় অরি।।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যজ্ঞ আরম্ভিবে।
আমি কর নাহি দিলে যজ্ঞে বিঘ্ন হৈবে।।
সে কারণে দিব ধন লৈতে পার যত।
এত বলি রত্নরাজি দেয় শত শত।।
যত রত্ন পাইল, বীর দিল পাঠাইয়া।
মাহিষ্মতী-পুরে বীর উত্তরিল গিয়া।।
মাহিষ্মতী-পুরে নীলধ্বজ নামে রাজা।
পরপক্ষ শুনিয়া ধাইল মহাতেজা।।
সহদেব সহিত হইল মহারণ।
নীলধ্বজ নৃপের জামাতা হুতাশন।।
বিপক্ষ দেখিয়া অগ্নি নিজ মূর্ত্তি ধরে।
সর্ব্ব-সৈন্য দহে সহদেবের গোচরে।।
দাবানলে বন যেন করয়ে দহন।

দেখিয়া বিস্ময় মানে পাণ্ডুর নন্দন।।
জন্মেজয় বলে, কহ ইহার কারণ।
যজ্ঞেতে বাধক কেন হৈল হুতাশন।।
মুনি বলে, নীলধ্বজ সদা যজ্ঞ করে।
তাহার তনয়া আগে পূজে বৈশ্বানরে।।
যতক্ষণ নাহি পূজে তাহার নন্দিনী।
ততক্ষণ প্রজ্বলিত না হয় অগিনি।।
বিম্বোষ্ঠ আনন চন্দ্র দেখিয়া তাহার।
কামানলে দহে অঙ্গ অগ্নি দেবতার।।
দ্বিজমূর্ত্তি হৈয়া অগ্নি গেল তার পাশে।
মধুর বচন বলি কন্যারে সম্ভাষে।।
শুনিয়া নৃপতি ক্রোধে হইল প্রচণ্ড।
আজ্ঞা কৈল করিবারে পরদান-দণ্ড।।
ক্রোধেতে আপন মূর্ত্তি ধরে বৈশ্বানর।
আস্তে-ব্যস্তে উঠি স্তব করে নরবর।।
হৃষ্ট হৈয়ে কন্যাদান ভূপতি করিল।
সন্তুষ্ট হইয়া অগ্নি রাজারে বলিল।।
বর মাগে নরপতি, যেই লয় মনে।
রাজা বলে, সদা মম থাকিবা সদনে।।
পর-চক্র যেন মোরে নহে বলবান।
এই বর মাগি আজ্ঞা কর ভগবান।।
সন্তুষ্ট হইয়া অগ্নি বর দিল তায়।
কন্যা সহ বৈশ্বানর রহিল তথায়।।
যতেক নৃপতি আসে না জানি এমন।
মাহিষ্মতী-পুরে গেলে অবশ্য মরণ।।
ভয়েতে তথায় আর কেহ নাহি যা।
নিষ্কণ্টক রাজ্য ভুঞ্জে নীলধ্বজ-রায়।।
সহদেব-সৈন্য দহে দেব হুতাশন।
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল সর্ব্বজন।।
অচল পর্ব্বত প্রায় মদ্রসুতা-সুত।
বিস্ময় মানিল বীর দেখিয়া অদ্ভুত।।
হৃদয়ে চিন্তিল এই দেব হুতাশন।
অস্ত্র-শস্ত্র ত্যজি বীর করয়ে স্তবন।।
জাতবেদা হেতু দেব তোমার উৎপত্তি।
পাপহন্তা তব নাম সর্ব্বঘটে স্থিতি।।
রুদ্রগর্ভ জলোদ্ভব বায়ুসখা শিখী।
চিত্রভানু বিভাবসু নাম পিঙ্গ-আঁখি।।
তোমা আরাধিলে তুষ্ট দেব-পিতৃগণ।
যুধিষ্ঠির যজ্ঞ করে এই সে কারণ।।
নিজ ভক্তে বিঘ্ন করা নহে সমুচিত।
জগতে বিখ্যাত তুমি সবাকার হিত।।
সহদেব-স্তুতি-বশে দেব হুতাশন।
নিবর্ত্তিয়া শান্তমূর্ত্তি হইল তখন।।
আশ্বাসিয়া সহদেবে বলে বৈশ্বানর।
উঠ উঠ কুরুপুত্র না করিহ ডর।।
এই নীলধ্বজ-পুর আমার রক্ষণ।
তব সেনা দহিলাম এই সে কারণ।।
তুমি প্রিয়পাত্র মম, ক্ষমিনু তোমারে।
করিব তোমার কার্য্য জানিবে সাদরে।।
রাজারে বলিল, পূজা কর সহদেবে।
নানারত্ন ধন দিয়া পরম-গৌরবে।।
তবে নীলধ্বজ তারে পূজিল বিশেষে।
তথা হৈতে গেল বীর ত্রিপুরের দেশে।।
কৌশিক সৌরাষ্ট্র ভোজ কটকে পশিল।
ভীষ্মক-নন্দন রুক্মী সহ যুদ্ধ হৈল।।
যুদ্ধে হারি দিল কর বহু রত্ন ধন।
শূর্পাকর দেশে গেল দণ্ডক-কানন।।
সমুদ্রের তীরে ম্লেচ্ছ কিরাত-বসতি।

ক্ষণমাত্রে সবারে জিনিল মহামতি।।
রাক্ষস আছয়ে বহু তাহার দক্ষিণ।
অনেক মারিল বীর পাণ্ডুর নন্দন।।
তথা হৈতে গেল বীর দেশ দীর্ঘকর্ণ।
অতি দীর্ঘ দুই কর্ণ, শরীর বিবর্ণ।।
কালমুখ হ্রস্বমুখ কোলগিরি আদি।
বহু রাজা জিনিয়া আনিল রত্ন নিধি।।
তাম্রদ্বীপ রামগিরি জিনি অবহেলে।
একপাদ দেশে গেল অতি কুতূহলে।।
রাজ্যের যতেক লোক সবে এক ঠ্যাঙ্গ্।
অস্ত্র ধনু হাতে করি চলে যেন ব্যাঙ্গ্।।
সঞ্জয়ন্তী নগরীর ভূপতিকে জিনি।
কর্ণাট কলিঙ্গ পাণ্ড্য যত নৃপমণি।।
দ্রাবিঢ় কেরল ওড্র আটবীর রাজা।
দূত-মুখে শুনি আসি সবে কৈল পূজা।।
সেতুবন্ধ দক্ষিণ সমুদ্র-তীরে গিয়ে।
বিভীষণে লঙ্কায় দূত দিল পাঠায়ে।।
সময় বুঝিয়া রাজা রাক্ষস-ঈশ্বর।
আজ্ঞা লৈয়ে ধন রত্ন দিল বহুতর।।
তথা হৈতে নিবর্ত্তিল মাদ্রীর নন্দন।
আনন্দেতে ইন্দ্রপ্রস্থে করিল গমন।।
ধন-রত্ন নিবেদিল ধর্ম্মের নন্দনে।
সকল কহিল বার্ত্তা আনন্দিত মনে।।
দক্ষিণে পাণ্ডব-জয় যেই জন শুনে।
তাহার সর্ব্বত্র জয়, কাশীদাস ভণে।।

নকুলের দিগ্বিজয়

পশ্চিম দিকেতে তবে গেলেন নকুল।
গজ বাজী রথ রথী পদাতি বহুল।।
সিংহনাদ শঙ্খনাদ ধনুক-টঙ্কার।
রথের নির্ঘোষে স্তব্দ সকল সংসার।।
রোহিতক-দেশে রাজা যে ছিল নৃপতি।
প্রথমেতে যুদ্ধ হৈল তাহার সংহতি।।
রাজার পরম-সখা ময়ূর বাহন।
তাহার যতেক সৈন্য সব শিখিগণ।।
অপ্রমিত যুদ্ধ কৈল নকুলের সঙ্গে।
যেমত সংগ্রাম হয় নকুল-ভুজঙ্গে।।
বায়ু-অবতার অস্ত্র নকুল এড়িল।
মহা-বাতাঘাতে শিখি সব উড়াইল।।
অনল-অস্ত্রেতে বীর পোড়াইল পাখা।
ভঙ্গ দিল সব শিখি, রাজা হৈল একা।।
ভয় পেয়ে কর আনি দিলেন রাজন।
তথা হৈতে বীরবর করিল গমন।।
মালব শৈরীষ শিবি বর্ব্বর পুষ্কর।
এ সব দেশেতে যত ছিল নৃপবর।।
একে একে সব তবে জিনিল নকুল।
দিগন্তে গেলেন বীর সিন্ধু-নদী-কূল।।
সরস্বতী-তটে আছে যতেক রাজন।
সবারে জিনিল বীর মাদ্রীর নন্দন।।
খরক কণ্টক আর পঞ্চনদ দেশ।
জিনিয়া সৌতিক-পুর করিল প্রবেশ।।
বৃন্দারক দ্বারপাল আদি নরপতি।
প্রতিবিন্ধ্য রাজা আদি সকল নৃপতি।।
যেখানে যে নরপতি যত জন বৈসে।
আনাইল দূত পাঠাইয়া দেশে দেশে।।
দ্বারকা-নগরে তবে পাঠাইলা দূত।
শুনিয়া হলেন হৃষ্ট দেবকীর সুত।।
ধর্ম্ম-আজ্ঞা পেয়ে কৃষ্ণ শিরোপর করি।
কর পাঠাইলেন শকটে সব পূরি।।
একে একে সর্ব্বদেশ জিনিয়া নকুল।
মদ্রদেশে গেল যথা আপন মাতুল।।
শল্য নরপতি তবে শুনি সমাচার।
ভাগিনেয়ে আনি দেয় বহু পুরস্কার।।
প্রীতি প্রকাশিয়া তিনি আসিলেন বশে।
সমুদ্রের তীরে তবে গেল ম্লেচ্ছ-দেশে।।
দারুণ দুর্দ্দান্ত তথা নিবসে যবন।
সবারে জিনিয়া বীর লইলেক ধন।।
বড় বড় রাজগণ যথা যথা বৈসে।
সবারে জিনিল বীর চক্ষুর নিমিষে।।
একে একে জিনিল সকল নৃপবর।
করদাতা করিয়া চলিল নিজ ঘর।।
বহু ধন জিনিয়া লইল মহামতি।
বহয়ে বহুত ধন যত মত্ত হাতী।।
জয় জয় শব্দ করি বীর কোলাহলে।
পশিলেন গিয়া বীর চতুরঙ্গ-দলে।।
দেশে দেশে জিনিয়া আনিল যত ধন।
ধর্ম্মের নন্দনে আসি কৈল নিবেদন।।
আজ্ঞা লৈয়া গেল বীর আপন আলয়।
যত ধন-রত্ন ভাণ্ডারেতে সমর্পয়।।
পাণ্ডব-বিজয় কথা যেই জন শুনে।
তার জয় হৈয়া থাকে সর্ব্বত্র গমনে।।
সভাপর্ব্ব সুধারস ব্যাস-বিরচিত।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া সংগীত।।

www.bengaliebook.com

যুধিষ্ঠিরের রাজ্য-বর্ণন

সকল পৃথিবীপতি করি করদায়।
করেন পরমানন্দে রাজ্য ধর্ম্মরায়।।
সত্যপ্রিয় ধর্ম্মশীল প্রজার রক্ষক।
দুষ্ট চোরে দণ্ডদাতা শত্রুর দলক।।
নিরবধি যজ্ঞ মহোৎসব হয় দেশে।
সময় জানিয়া তথা জীমূত বরিষে।।
গবীতে অনেক দুগ্ধ, শস্য চতুর্গুণ।
স্বপনে রাজ্যের লোক না জানে বিগুণ।।
ব্যাধি-ভয় অগ্নি-ভয়ে নাহি সেই দেশে।
ধর্ম্মসুত স্বয়ং ধর্ম্ম যে দেশে নিবসে।।
ধন-ধান্য-জনে পূর্ণ হইল সংসার।
ধন্য ধন্য বিনা ধ্বনি নাহি শুনি আর।।
অসংখ্য অর্ব্বুদ গাভী দুগ্ধ করে দান।
চরাচরে উঠে পাণ্ডবের জয় গান।।
ধন রাখিবারে ভাণ্ডারে নাহিক স্থান।
কত শত ব্রাহ্মণে করেন নিত্য দান।।
তথাপি অক্ষয় ধন দেখিয়া ভাণ্ডারে।
ভাবেন সময় এই যজ্ঞ করিবারে।।
এহেন সময়ে কহে ধর্ম্মে বন্ধুগণ।
যজ্ঞ করহ নৃপ বিলম্ব অকারণ।।
পৃথিবীর যত রাজা মিলিল তোমারে।
তোমার অসাধ্য নাহি এই চরাচরে।।
যজ্ঞের সময় এই শুন মহাশয়।
সময়ে না করিলে না হয় ফলোদয়।।
এই মত নৃপ প্রতি বলে সর্ব্বজন।
হেনকালে উপনীত কৃষ্ণ সনাতন।।

ইন্দ্র প্রস্থে শ্রীকৃষ্ণের আগমন

শারদ-কমল-পত্র, অরুন-যুগল নেত্র,
শ্রুতিমূলে মকর-কুণ্ডল।
বিকসিনত মুখপদ্ম, কোটি সুধাকর-সদ্ম,
ওষ্ঠাধর অরুণ-মণ্ডল।।
তনুরুচি নীলাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ,
ঘোরতর তিমির বিনাশ।
মস্তকে মুকুট-শোভা, শত দিবাকর-প্রভা,
কনক-বরণ পীতবাস।।
যুগপদ কোকনদ, অখিল-অভয়প্রদ,
স্মরণে হরয়ে ভববাদ।
সেই পদ অহর্নিশ. ধ্যানে ধ্যায় অজ ঈশ,
শুক ধ্রুব নারদ প্রহ্লাদ।।

পাদপদ্ম মোক্ষ নিধি, যাহে জন্মে সুরনদী,
তিনলোক-পবিত্র-কারণ।
যাঁর পদ-চিহ্ন পেয়ে, অন্তরে অভয় হৈয়ে,
কালীয় বিহরে যথা মন।।
অঘা বকা কেশী কংশ, দুষ্ট-জন-দর্প-ধ্বংস,
বৃষ্ণি-বংশে দেবতা জন্মিল।
স্বভক্ত-কুমুদ-ইন্দু, পাণ্ডবগণের বন্ধু,
নিজরূপে সৃজিল অখিল।।
চড়িয়াগরুড় ধ্বজে, অগণিত অশ্ব গজে,
চতুরঙ্গ-দলে যদুবলে।
ধর্ম্মরাজ প্রীতি হেতু, লইয়া রতন-সেতু,
বিবিধ বাজন কোলাহলে।।
পাঞ্চজন্য-নাদ শুনি, নগরে হইল ধ্বনি,
হরি আইলেন ইন্দ্রপ্রস্থে।
শুনি ধর্ম্ম-অধিকারী, পাঠাইল আগুসরি,
ভ্রাতৃ-মন্ত্রিগণ আস্তে-ব্যস্তে।।
ভীম পার্থ অনুব্রজি, গোবিন্দে ষড়ঙ্গে পূজি,
লইয়া গেলেন নিজ ধাম।
ধর্ম্মের নন্দনে দেখি, শ্রীকৃষ্ণ দূরেতে থাকি,
ভূমে লুটি করেন প্রণাম।।
অসংখ্য অমূল্য ধন, করিলেন নিবেদন,
অশ্ব গজ শৃঙ্গী অগণিত।
ধর্ম্ম আনন্দিত হৈয়া, কৃষ্ণে আলিঙ্গন দিয়া,
পূজিলেন যেমত বিহিত।।
পাণ্ডব-নক্ষত্র-মাঝ, কৃষ্ণে আলিঙ্গন দিয়া,
পূজিলেন যেমত বিহিত।।
পাণ্ডব-ক্ষত্র-মাঝ, কৃষ্ণ যেন দ্বিজরাজ,
বসিল সভায় সর্ব্বজন।
বসিয়া গোবিন্দ-পাশে, যুধিষ্ঠির মৃদুভাষে,

কহিছেন বিনয় বচন।।

তব অনুগ্রহ-বলে, এ ভারত-ভূমণ্ডলে,
না রহিল অসাধ্য আমার।
আমি না করিতে যত্ন, মিলিল অনেক রত্ন,
নাহি স্থল থুইতে ভাণ্ডার।।
নিশ্চয় আমাতে যদি, কৃপা আছে গুণনিধি,
সব দ্রব্য রাখি কোন্ স্থলে।
শুনিয়া তোমার মুখে, তুষিব অমর-লোকে,
দ্বিজ-হস্তে সমর্পি সকলে।।
পিতৃ-আজ্ঞা হৈতে তরি, স্বর্গকাম নাহি করি,
তব পদাম্বুজ মাগি ভিক্ষা।
ওহে প্রভু মহাভুজে, শুনি তব মুখাম্বুজে,
লইব যজ্ঞের আমি দীক্ষা।।
যদি লয় তব মন, আজ্ঞা কর জনার্দ্দন,
নিমন্ত্রিয়া আনি নৃপবর।
রাজার বিনয় শুনি, কোমল-গম্ভীর বাণী,
আশ্বাসি কহেন গদাধর।।
এ মহী-মণ্ডল-মাঝ, যত আছে মহারাজ,
তব গুণে বশ হৈল সবে।
আমার পরম ভাগ্য, নিষ্কণ্টকে কর যজ্ঞ,
রাজসূয় তোমারে সম্ভবে।।
আমা হৈতে যেই হয়, আজ্ঞা কর মহাশয়,
আর যত আছে যদুগণ।
ভ্রাতৃ-মন্ত্রী-বন্ধু-মাঝে, যে কর্ম্ম যাহারে সাজে,
স্থানে স্থানে করি নিয়োজন।।
গোবিন্দের আজ্ঞা পেয়ে ভূপতি সানন্দ হয়ে,
কৃতাঞ্জলি করেন স্তবন।
তখনি জানি যে আমি, যখন আইলা তুমি,
মম বাঞ্ছা হইল সাধন।।

তোমাতে যে ভক্তিঋদ্ধি, ভক্তবাঞ্ছাকরেসিদ্ধি,
তুমি ভক্তজনে কৃপাবান।
কাশীদাস বলে যদি, তরিবা এ ভবনদী,
ভজ সাধু দেব ভগবান্ ।।

www.bengaliebook.com

রাজসূয় যজ্ঞ প্রসঙ্গ

তবে রাজা যুধিষ্ঠির হৈয়ে হৃষ্টমন।
সহদেবে ডাকি আজ্ঞা করেন তখন।।
ধৌম্য-পুরোহিত-স্থানে জিজ্ঞাসহ আগে।
রাজসূয়-যজ্ঞেতে যতেক দ্রব্য লাগে।।
যা কিছু কহেন ধৌম্য কর সমাবেশ।
দ্বিগুণ করিয়া দ্রব্য করহ বিশেষ।।
পৃথিবীতে আছেন যতেক রাজগণ।
সবান্ধবে সকলে করহ নিমন্ত্রণ।।
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র এই চারি জাতি।
নিমন্ত্রিতে দূতগণ যাউক ঝটিতে।।
ইন্দ্রসেন বিশোক ও অর্জ্জুনে-সারথি।
তিন জন সংগ্রহ করহ ভক্ষ্য-বিধি। ।
ব্রাহ্মণগণের প্রিয়কার্য্য সাধিবারে।
আন ভাল ভাল বস্তু কাতারে কাতারে।।
চর্ব্ব চূষ্য লেহ্য পেয় কর বহুতর।
রস গন্ধ আগি যত জন-মনোহর।।
যখন যে চাহে, তাহা না করিবা আন।
শীঘ্রগতি নিয়োজন কর স্থানে স্থান।।
দ্বিজগণে নিমন্ত্রিতে সত্যবতী-সুত।
রাজ্যে রাজ্যে প্রেরণ করুন নিজ দূত।।
সহদেবে অনুজ্ঞা দিলেন নরপতি।
পুনরপি কৃষ্ণে আনি জিজ্ঞাসে যুকতি।।
আপনি বুঝিয়া আজ্ঞা কর নারায়ণ।
কোন্ কোন্ জনেরে করিব নিমন্ত্রণ।।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, হরিশ্চন্দ্রের যে যাগ।
তথা হৈতে বিশেষ করহ মহাভাগ।।
তাঁর যজ্ঞে আসে যে পৃথিবীর রাজন।
ত্রিভুবন লোক তুমি কর নিমন্ত্রণ।।
যম-ইন্দ্র-বরুণ-কুবের-আদি সুরে।
আর যত দেবগণ বৈসে সুরপুরে।।
পাতালেতে নাগরাজ শেষ বিষধর।
পৃথিবীতে বৈসে যত রাজ-রাজেশ্বর। ।
যুধিষ্ঠির বলে, দেব কর অবধান।
কোন্ দূত নিমন্ত্রিতে যাবে কোন্ স্থান।।
করিতে দেবেন্দ্র-আদি দেবে নিমন্ত্রণ।
স্বর্গেতে যাইতে শক্ত হৈবে কোন্ জন।।
গোবিন্দ বলেন, নাই অন্যের শকতি।
দেব নিমন্ত্রিতে যাবে পার্থ মহারথী।।
অগ্নি-দত্ত রথ সেই কপিধ্বজ নাম।
শ্বেত চারি অশ্ব যার লোকে অনুপাম।।
সে রথের অগম্য নাহিক ত্রিভুবনে।
তিন লোক ভ্রমিবারে পারে এক দিনে।।
সেই রথে চড়ি পার্থ করহ গমন।
উত্তর দিকেতে গিয়া কর নিমন্ত্রণ।।
পর্ব্বতে যে আছে রাজা কানন-ভিতরে।
মনুষ্যের কি সাধ্য, যাইতে পক্ষী নারে।।
সে সকল রাজগণে করি নিমন্ত্রণ।
কৈলাস-পর্ব্বতে যাবে যথা বৈশ্রবণ।।
তাঁরে নিমন্ত্রিয়া তথা উপদেশ লবে।
মনুষ্য-অগম্য স্বর্গ কেমনেতে যাবে।।
ইন্দ্রসহ ইন্দ্রপুরে যত দেবগণ।
দেব- ঋষি ব্রহ্ম-ঋষি বৈসে যত জন।।
সবে নিমন্ত্রিয়া যাহ বরুণের পুরী।
তথা হৈতে যাহ যথা মৃত্যু-অধিকারী।।
তব ধর্ম্মে আসিবেক ত্রৈলোক্য-মণ্ডল।
বিশেষে তোমারে স্নেহ করে আখণ্ডল।।

শ্রুতিমাত্র যজ্ঞে করিবেন আগমন।
ইন্দ্র আইলে, না আসে নাহি হেন জন।।
দেবতা গন্ধর্ব্ব দৈত্য স্দ্ধি সাধ্য ঋষি।
পর্ব্বত সমুদ্র যত অন্তরীক্ষবাসী।।
যারে দেখ তাহারে করিবা নিমন্ত্রণ।
লঙ্কা গিয়া বিভীষণে করিবা বরণ।।
পরম বৈষ্ণব হয় রাক্ষসের পতি।
মম ভক্ত অনুরক্ত ধার্ম্মিক সুমতি।।
বার্ত্তা পেয়ে সেইক্ষণে পাঠাইবে চর।
দূতমুখে নিমন্ত্রিলে আসিবে সত্বর।।
তথাপি যাইবে তুমি, অন্যে নাহি কাজ।
ইন্দ্রের সদৃশ গণি রাক্ষসের রাজ।।
নিমন্ত্রিয়া তাঁরে তুমি আইস সত্বর।
আর যত দুষ্টপনা করে নৃপবর।।
নিমন্ত্রণ পেয়ে যে না আসিবে হেথায়।
বন্ধন করিয়া শীঘ্র আনিবে তাহায়। ।
আর তিন দিকেতে যাউক দূতগণ।
মহীপালগণেরে করুক নিমন্ত্রণ।।
এতেক বলিল যদি দেব দামোদর।
শীঘ্রগামী দূতগণে ডাকেন সত্বর।।
রাজগণে লিখিলেন যজ্ঞ-বিবরণ।
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আছে যত জন।।
নিজ নিজ রাজ্য হৈতে সকলে আসিবে।
রাজসূয়-যজ্ঞে আসি উৎসব দেখিবে।।
এইরূপে তিন দিকে পাঠাইয়া দূত।
উত্তরে করেন যাত্রা নিজে ইন্দ্রসুত।।
মহাভারতের কথা সুধার সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুন পুণ্যবান। ।

রাজসূয়-যজ্ঞ আরম্ভ

পাইয়া রাজার আজ্ঞা মদ্রসুতা-সুত।
আনাইল শিল্পিগণ পাঠাইয়া দূত।।
নানারত্ন দিল তারে বিরচিতে ঘর।
কোটি কোটি শিল্পীগণ গড়ে নিরন্তর।।
দেবের মন্দির সম রত্নেতে নির্ম্মিত।
হেম-রত্ন মুকুতায় করিল মণ্ডিত।।
এক এক পুর-মধ্যে শত শত ঘর।
তাহাতে রাখিল ভোজ্য পেয় বহুতর।।
অশন-বসন শয্যা রাখে গৃহে গৃহে।
বাপী কূপ জলপূর্ণ, গন্ধে মন মোহে।।
কনক-রজত-পাত্রে করিতে ভোজন।
এক পুরে দূত নিয়োজিল শত জন।।
লক্ষ লক্ষ গৃহ কৈল মনোহর স্থল।
নানা বৃক্ষ রোপিল সহিত ফুল- ফল।।
ভিন্ন ভিন্ন কৈল গৃহ চারি জাতি-ক্রম।
অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ কৈল লোকে অনুপম।।
পেয় ভোজ্য নিয়োজিল ইন্দ্রসেন-আদি।
অষ্ট দিক্ হৈতে দ্রব্য আসে নিরবধি।।
হস্তী উষ্ট্র বৃষভ-শকটে লক্ষ লক্ষ।
বৃষভে নৌকায় আসে যত দ্রব্য ভক্ষ্য।।
রাত্রি দিবা সায়ং প্রাতঃ নাহিক বিশ্রাম।
অনুক্ষণ আসিতেছে দ্রব্য অবিরাম। ।
ময়-বিরচিত সভা অপূর্ব্ব-নির্ম্মাণ।
সুরাসুর মুনি করে যাহার বাখান।।
তথিমধ্যে ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ আরম্ভিম।
দ্বিজ-মুনিগণ সবে দীক্ষা করাইল। ।

আপনি ব্রহ্মত্ব করিলেন দ্বৈপায়ন।
সামগ হইল ধনঞ্জয় তপোধন।।
হইলেন হোতা পৈল আর দ্বিজগণ।
অন্য অন্য কর্ম্মে অন্য মুনি-নিয়োজন।।
নকুলেরে কহিলেন, ধর্ম্ম-নরপতি।
হস্তিনা-নগরে তুমি যাহ শীঘ্রগতি।।
ভীষ্ম দ্রোণ জ্যেষ্ঠতাত বিদুর সহিত।
কৃপ অশ্বত্থামা দুর্য্যোধন সসুহৃদ।।
বাহ্লীক সঞ্জয় ভূরিশ্রবা সোমদত্ত।
শত ভাই কর্ণ সহ রাজা জয়দ্রথ।।
গান্ধারী প্রভৃতি রাজপত্নী সমুদয়।
আর যে আইসে স্নেহ করিয়া আমায়।।
শীঘ্রগতি গিয়া তুমি আনহ সবারে।
চলিল নকুল বীর হস্তিনা-নগরে।।
যজ্ঞের সংবাদ জানাইল সবাকারে।
বাল বৃদ্ধ নারী আদি যত কুরুপুরে।।
হৃষ্টচিত্ত হইয়া চলিল সর্ব্বজন।
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আদি প্রজাগণ।।
রাজসূয়-যজ্ঞ শুনি আনন্দিত হৈয়া।
চলিল সকল লোক হস্তিনা ছাড়িয়া।।
হস্তী রথ অশ্ব পত্তি করিয়া সাজন।
চতুরঙ্গ-দলেতে চলিল কুরুগণ।।
ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশিল নকুল সহিত।
দেখি যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন হিতাহিত।।
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর বাহ্লীক অন্ধরাজে।
আগুসরি আনিলেন আপন সমাজে।।
সবারে কহেন পার্থ বিনয়-বচনে।
এ কার্য্য তোমার কহেন জনে জনে।।
পিতা মহে বলিলেন ধর্ম্মের তনয়।
আপনি বিধান বুঝি কর মহাশয়।।
যাহা হৈতে যেই কার্য্য হইবে সাধন।
স্থানে স্থানে তাহাদিগে কর নিয়োজন।।
যুধিষ্টির ভীষ্ম সহ করিয়া বিচার।
উপযুক্ত বুঝিয়া দিলেন কর্ম্মভার।।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভীষ্ম সহ করিয়া বিচার।
উপযুক্ত বুঝিয়া দিলেন কর্ম্মভার।।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভীষ্ম-দ্রোণে অধিকার।
দুর্য্যোধনে সমর্পিল সকল ভাণ্ডার।।
ভক্ষ্য-ভোজ্য অধিকার দেন দুঃশাসনে।
ব্রাহ্মণ-পূজার ভার গুরুর নন্দনে।।
রাজগণে পূজিবারে দিলেন সঞ্জয়ে।
দ্বিজেরে দক্ষিণা দিতে কৃপ মহাশয়ে।।
দান দিতে দিলেন বিদুরে অধিকার।
আপনি নিলেন কৃষ্ণ পরিচর্য্যা-ভার।।
ধৃতরাষ্ট্র সোমদত্ত প্রতীপ-কোঙর।
তিনজন গৃহকর্ত্তা হৈল সর্ব্বেশ্বর।।
সভা রাখিবারে দ্বারী কৈল নিয়োজন।
পূর্ব্ব-দ্বারে নিয়োজিল মহারথিগণ।।
সহস্র সহস্র রথী সঙ্গে তরবার।
মহাবীর ইন্দ্রসেন রাখে পূর্ব্বদ্বার।।
উত্তর-দ্বারেতে অনিরুদ্ধেনিয়োজিল।
ষাইট-সহস্র যোদ্ধা তার সঙ্গে ছিল।।
সাত্যকি দক্ষিণ-দ্বারে হৈল নিয়োজন।
বিংশতি-সহস্র রথী তাহার ভীড়ন।।
পশ্চিম-দ্বারেতে বীর ধৃতরাষ্ট্র-সুত।
তার সঙ্গে দিল রথী যুগল অযুত।।
হাতেতে নিগড় বেত্র লৈয়ে সর্ব্বজন।
নানা অস্ত্র লৈয়ে করে দ্বারের রক্ষণ।।

বলাবল বুঝিবারে রহে বৃকোদর।
এক লক্ষ রথী সঙ্গে ভ্রমে নিরন্তর।।
রাজগণ-আগমণ জ্ঞাত করিবারে।
অধিকার দিল দুই মাদ্রীর কুমারে।।
এই মত সবাকার করি নিয়োজন।
আরম্ভ করেন যজ্ঞ ধর্ম্মের নন্দন।।
দূত-মুখে নিমন্ত্রণ পেয়ে রাজগণ।
সসৈন্যে করিল তবে তথা আগমন।।
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র লয়ে চারি জাতি।
স্ব স্ব রাজ্য হৈতে যত আসে নরপতি।।
নানাবর্ণে নানারত্ন যে রাজ্যে যে হয়।
পাণ্ডবের প্রীতি হেতু সঙ্গে করি লয়।।
কেহ কেহ নিল রত্ন পৌরুষ কারণ।
ধর্ম্মযজ্ঞ বুঝি কেহ নিল বহু ধন।।
হস্তী উষ্ট্র বৃষভ শকট নৌকা পূরি।
নানাবর্ণ কত রত্ন লিখিতে না পারি।।
শ্বেত পীত লোহিত অমূল্য যত শিলা।
মাণিক্য বৈদুর্য্য মণি মরকত নীলা।।
প্রবাল মুকুতা হীরা সুবর্ণ বিশাল।
বিচিত্র বসন কত নানাবর্ণ শাল।।
কীটজ লোমজ নানাবর্ণে বিরচিত।
হস্তী অশ্ব রথ পত্তি গবী অগণিত।।
চতুর্দ্দোল করি নিল দিব্য নারীগণ।
তরুণ-শ্যামল অঙ্গ কুরঙ্গ-লোচন।।
অগুরু-চন্দন-কাষ্ঠ কুঙ্কুম কস্তূরী।
নানাবর্ণ পক্ষী নিল পিঞ্জরেতে পূরি।।
এইমত কর লৈয়া যত রাজগণ।
দূত-মুখে শুনি শাত্র করেন গমন।।
উত্তরে হিমাদ্রি, পূর্ব্বে সমুদ্র অবধি।
দক্ষিণেতে লঙ্কা, পশ্চিমেতে সিন্ধুনদী।।
দিবানিশি পথ বহে না হয় বিরত।
পৃথিবীর সর্ব্বলোক একস্থানে স্থিত।।
হস্তী অশ্ব রথ পত্তি নানা বাদ্যধ্বনি।
ধ্বজ-ছত্র-পতাকায় ঢাকিল মেদিনী।।
জল স্থল উচ্চ নীচ, নাহি দেখি ক্ষিতি।
দিবারাত্রি অবিশ্রাম লোক-গতাগতি।।
চতুর্দ্দিক হৈতে আসে যত রাজগণ।
সভাদ্বারে উপনীত হৈল সর্ব্বজন।।
সবাকারে অভ্যর্থনা করি ধনঞ্জয়।
যথাযোগ্য রহিবারে দিলেন আলয়।।
হিমাদ্রি সমুদ্র-তটে যত দ্বিজ বৈসে।
লিখনে না যায়, কত অহির্নিশি আসে।।
রাজসূয়-যজ্ঞ-বার্ত্তা শুনিয়া শ্রবণে।
দেখিতে আইল কত বিনা নিমন্ত্রণে।।
জলবাসী স্থলবাসী পর্ব্বত-নিবাসী।
লক্ষ লক্ষ যোগী আসে আর সিদ্ধি ঋষি।।
দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পূজে দ্বিজগণে।
দিব্য গৃহ রহিবারে দিল সর্ব্বজনে।।
এক কোটি দ্বিজ অশ্বত্থামা পরিবার।
দ্বিজগণে পূজে সবে দিয়া উপহার।।
অনেক আইল ক্ষত্র, বহু বৈশাগণ।
অনেক আইল শূদ্র শ্রেষ্ঠ যতজন।।
দুঃশাসন সহ থাকি বহু পরিবার।
রন্ধন করিল কোটি কোটি সূপকার।।
করয়ে পরিবেশন বহু সূপকার।
গৃহে গৃহে স্থানে স্থানে রন্ধন-ব্যাপার।।
স্থানে স্থানে ক্ষণে ক্ষণে ভ্রমে দুঃশাসন।
সামগ্রী যোগায় যত অনুচরগণ।।

পায়স পিষ্টক অন্ন ঘৃত দুগ্ধ দধি।
মনোহর পঞ্চাশ ব্যাঞ্জন যথাবিধি।।
চারি জাতি পৃথক পৃথক সবে ভুঞ্জে।
সুবর্ণের পাত্রে ভুঞ্জে যত নৃপ দ্বিজে।।
খাও খাও, লও লও, একমাত্র শুনি।
কার মুখে নাহি সরে অন্য কোন বাণী।।
বিচিত্র পালঙ্ক শয্যা, বসিতে আসন।
কুঙ্কুম কস্তূরী মাল্য অগুরু চন্দন।।
কর্পূর তাম্বূল আর যার যাহে প্রীত।
কোথা হৈতে কেবা আনি দেয় আচম্বিত।।
স্বর্গে ইন্দ্র-সহ আছে যত দেবগণ।
পাতালে ভুজঙ্গ-রাজ আর বিভীষণ।।
দেব দৈত্য দানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ।
সিদ্ধ সাধ্য ভুজঙ্গ পিশাচ প্রেতপক্ষ।।
কিন্নর বানর নর যত বৈসে ক্ষিতি।
যজ্ঞের সদনে সবে আসে দিবারাতি।।
অদ্ভুত দ্বাপর-যুগে যজ্ঞ আরম্ভিল।
না হইবে ক্ষিতি-মাঝে পূর্ব্বে না হইল।।
সময় বুঝিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন।
রাজ-অভিষেক-কর্ম্ম কর মুনিগণ।।
কৃষ্ণের বচন শুনি উঠে মুনিগণ।
নানা তীর্থজল লৈয়া ধৌম্য দ্বৈপায়ন।।
অসিত দেবল জামদগ্ন্য পরাশর।
স্নানমন্ত্র পড়ে আর যত দ্বিজবর।।
স্নান করালেন ব্যাস শুভক্ষণ জানি।
অম্লান-বসন দিল চিত্ররথ আনি।।
শিরেতে ধবল ছত্র সাত্যকি ধরিল।
চেদীপতি রতন মুকুট পরাইল।।
বৃকোদর পার্থ দোঁহে করেন ব্যজন।
চামর ঢুলায় দুই মাদ্রীর নন্দন।।
অবন্তীর রাজা চর্ম্ম- পাদুকা লইল।
খড়্গ-ছুরি লৈয়ে শল্য অগ্রে দাণ্ডাইল।।
চিকেতান শর তূণ লইয়া বামেতে।
কাশীর ভূপাল ধনু লৈয়ে দক্ষিণেতে।।
নারদাদি-মুনি-মুখে বেদ-উচ্চারণ।
দ্বিজগণ-স্বস্তি-শব্দ পরশে গগন।।
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায়, নাচয়ে অপ্সরী।
পাঞ্চজন্য বাজালেন আপনি শ্রীহরি।।
শঙ্খের নিনাদ গিয়া গগন পূরিল।
সভাতে যতেক ছিল ঢলিয়া পড়িল।।
বাসুদেব পাণ্ডবেরা পাঞ্চাল-নন্দন।
সাত্যকি সহিত এই ছাড়ি অষ্টজন।।
শঙ্খনাদে মোহ হৈয়ে পড়িল ঢলিয়া।
ধর্ম্মপুত্র নিবারণ করেন দেখিয়া।।
দ্বৈপায়ন-আদি মুনি ধৌম-পুরোহিত।
অভিষেক করিলেন বেদের বিহিত।।
সভাপব্বে সুধারস রাজসূয়-কথা।
কাশীরাম দাস কহে, ভারতে এ গাথা।।

দেবগণকে নিমন্ত্রণ করিতে অর্জ্জুনের যাত্রা

জন্মেজয় বলে, শুনি যজ্ঞ-বিবরণ।
কোন্ দিক হৈতে এল কোন্ কোন্ জন।।
কত সৈন্য সঙ্গে আসে কত কর লৈয়া।
পিতামহে কোন্ রূপে ভেটিল আসিয়া।।
দেব-নিমন্ত্রিতে পার্থ করিলেন গতি।
কিরূপে আইল তথা দেব পশুপতি।।

বিস্তারিয়া কহ মুনি, ভাঙ্গ মনো-ধন্ধ।
পিতামহগণ-কথা যে মকরন্দ।।
মুনি বলে, নরপতি কর অবধান।
কিছু অল্প কহি, শুন প্রধান প্রধান।।
কপিধ্বজ-রথে পার্থ কৈল আরোহণ।
পবনের বেগ জিনি চলে অশ্বগণ।।
যতেক পর্ব্বত-পৃষ্ঠে যত রাজা বৈসে।
সবা নিমন্ত্রিয়া যান পর্ব্বত কৈলাসে।।
কুবেরেরে কহেন সকল বিবরণ।
ধর্ম্ম-রাজসূয়-যজ্ঞে করিবা গমন।।
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর আদি করি।
আর যত মহাজন বৈসে এই পুরী।।
প্রত্যক্ষে সবারে আমি কৈনু নিমন্ত্রণ।
সবে লয়ে যজ্ঞস্থানে করিবা গমন।।
কুবের স্বীকার করে অর্জ্জুন-বচনে।
যাইব তোমার যজ্ঞে সহ নিজগণে।।
কুবেরের বাক্যে প্রীত হইয়া অর্জ্জুন।
সবিনয়ে কৃতাঞ্জলি কহিছেন পুন।।
ইন্দ্রলোকে যাব ইন্দ্রে করিতে বরণ।
কোন্ পথে যাব, সঙ্গে দেহ জ্ঞাত জন।।
কুবের করিল আজ্ঞা চিত্রসেন প্রতি।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যাহ কথা সুরপতি।।
আজ্ঞামাত্র চিত্রসেন চলে শীঘ্রগতি।
কপিধ্বজ-রথে বৈসে হইয়া সারথি।।
সেখান হইতে যান ইন্দ্রের নন্দন।
কত দূরে দেখিলেন হরের ভবন।।
জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয় এ কাহার পুরী।
চিত্রসেন বলে হেথা বৈসে ত্রিপুরারি।।
যজ্ঞ-হেতু নিমন্ত্রণ কর ত্রিলোচনে।
সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধ হৈবে হরের গমনে।।
এত শুনি ধনঞ্জয় নামি রথ হৈতে।
উপনীত হন গৌরী-শঙ্কর অগ্রেতে।।
গৌরী প্রণমিয়া হরে করেন স্তবন।
হর বলিলেন, বর মাগ যাহে মন।।
অর্জ্জুন বলে, দেব ধর্ম্মের নন্দন।
তাঁর রাজসূয়-যজ্ঞে করিবা গমন।।
হাসিয়া শঙ্কর-গৌরী করেন স্বীকার।
নিশ্চয় যাইব মোরা যজ্ঞেতে তোমার।।
শঙ্কর বলেন, গিয়া হইব সহায়।
নির্ব্বিঘ্নে তোমার যজ্ঞ সাঙ্গ যেন হয়।।
পার্ব্বতী বলেন, যাব যজ্ঞের সদনে।
যজ্ঞেতে আসিবে যত রহে ত্রিভুবনে।।
সবে সুখী হইবেক প্রসাদে আমার।
অন্নপূর্ণা নাম মম বিখ্যাত সংসার।।
এই নাম লৈয়ে তব সূপকারগণ।
অল্প দ্রব্যে সুতৃপ্ত করুক বহু জন।।
অক্ষয় অব্যয় হৈবে অমৃত-সমান।
আর যার যাহে প্রীতি পাবে বিদ্যমান।।
হর- পার্ব্বতীর বর পেয়ে ধনঞ্জয়।
প্রণমিয়া চলিলেন সানন্দ-হৃদয়।।
চিত্রসেন বাহে রথা পবন-গমনে।
ক্ষণমাত্রে উপনীত ইন্দ্রের ভবনে।।
প্রণাম করেন পার্থ ভূমিষ্ঠ হইয়া।
ইন্দ্র পার্থে আলিঙ্গন দিলেন উঠিয়া।।
আপনার কোলে বসাইয়া দেবরাজ।
জিজ্ঞাসেন, কহ তাত কি তোমার কাজ।।
অর্জ্জুন বলেন, দেব তোমাতে গোচর।
রাজসূয় করিছেন ধর্ম্ম- নরবর।।

যেই যজ্ঞে অধিষ্ঠান হইবা আপনি।
আর যত স্বর্গ বৈসে সুর সিদ্ধ মুনি।।
ইন্দ্র কহেন, যজ্ঞে করিব আগুসার।
তুমি না আসিতে পূর্ব্বে করেছি বিচার।।
এই দেখ সুসজ্জিত যত দেবগণ।
চারি মেঘ, অষ্ট হস্তী, সকল পবন।।
স্বর্গের যতেক দ্রব্য পৃথিবী দুর্ল্লভ।
তব যজ্ঞ হেতু দেখ সাজাইল সব।।
এই আমি চলিলাম যজ্ঞের সদন।
তুমি যাহ অন্য জনে কর নিমন্ত্রণ।।
ইন্দ্রমুখে শুনি পার্থ আনন্দিত মন।
প্রণমিয়া অন্য দিকে করেন গমন।।
পৃথিবী দক্ষিণে সূর্য্য-সুতের ভবন।
তথাকারে চলিলেন ইন্দ্রের নন্দন।।
চিত্রসেন বাহে রথ পবনের গতি।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল যথা প্রেতপতি।।
প্রণমিয়া বসিলেন অর্জ্জুন সভায়।
আশিস্ করিয়া যম জিজ্ঞাসেন তায়।।
কোন্ হেতু হেথা তব হৈল আগমন।
কি করিব প্রিয় কহ ইন্দ্রের নন্দন।।
অর্জ্জুন বলেন, দেব কর অবধান।
রাজসূয়-যজ্ঞস্থলে হৈবে অধিষ্ঠান।।
তোমার পুরীতে নিবসয়ে যত জন।
সবাকারে লৈয়া যজ্ঞে করিবা গমন।।
স্বীকার করেন যম পার্থের বচনে।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুন শমনে।।
নারদ কহেন তব সভার কথন।
নিবসে এখানে, মর্ত্ত্যে মরে যত জন।।
শুনি দেবঋষি-মুখে পিতৃ-বিবরণ।
সেই বার্ত্তা পেয়ে রাজসূয়-আরম্ভণ।।
এখন সে সবে জনে না করি দর্শন।
কোথায় আছেন বল পিতা আদি জন।।
হাসিয়া বলেন যম তবে অর্জ্জুনেরে।
মৃতজনে দেখিবারে পাবে কি প্রকারে।।
জীয়ন্ত মৃতেতে হেথা নাহি দরশন।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন পাণ্ডুর নন্দন।।
যমে নিমন্ত্রিয়া বীর মাগিল মেলানি।
বরুণ-আলয়ে যান বীর-চূড়ামণি।।
পশ্চিম-দিকেতে জলপতির আলয়।
তথাকারে চলিলেন বীর ধনঞ্জয়।।
বরুণেরে কহেন যজ্ঞের বিবরণ।
ধর্ম্ম-যজ্ঞ-স্থানে তুমি করিবা গমন।।
তোমার পুরেতে আর যত জন বৈসে।
সবারে লইয়া সঙ্গে যাবে মম বাসে।।
বরুণ বলিল, যজ্ঞে করিব গমন।
যজ্ঞেতে লইব পুরে আছে যত জন।।
কেবল দানব দৈত্যে নাহি অধিকার।
যত যত জন আছে আলয়ে আমার।।
তাহা সবা লইবারে যদি আছে মন।
আপনি তথায় গিয়া কর নিমন্ত্রণ।।
বরুণ-বচনে তবে যান ধনঞ্জয়।
কত দূরে ভেটিল দানব-রাজ ময়।।
ময় জিজ্ঞাসিলে পার্থ কহেন সকল।
পূর্ব্ব-উপকার স্মরি স্বীকার করিল।।
হেথায় নিবসে যত দৈত্যাদি দানব।
বলেন আমার যজ্ঞে লৈয়ে যাবে সব।।
এত শুনি ময় তাঁরে বলিল বচন।
সবারে লইয়া যজ্ঞে করিব গমন।।

তুমি চলি যাহ যথা আছে প্রয়োজন।
শুনিয়া অর্জ্জুন করিলেন আলিঙ্গন।।
তথা হৈতে যান পার্থ পৃথিবী দক্ষিণে।
লঙ্কাপুর নিমন্ত্রিতে রাজা বিভীষণে।।
রথ চালাইয়া দিল তারা যেন ছুটে।
কতক্ষণে উত্তরিল লঙ্কার নিকটে।।
ইন্দ্র-যম-পুরী যেন বিচিত্র নির্ম্মাণ।
রাক্ষসের লঙ্কাপুরী তাহার সমান।।
পুরী দেখি বড় প্রীত বীর ধনঞ্জয়।
চলিলেন যথা বিভীষণের আলয়।।
সিংহাসনে বসেছিল রাক্ষস-ঈশ্বর।
প্রণাম করেন গিয়া ইন্দ্রের কোঙর।।
জিজ্ঞাসেন বিভীষণ, তুমি কোন্ জন।
প্রত্যক্ষে সকল কথা কহেন অর্জ্জুন।।
রাজসূয়-যজ্ঞ করিছেন যুধিষ্ঠির।
তোমা নিমন্ত্রিতে কহিলেন যদুবীর।।
অর্জ্জুনের মুখে শুনি হৃষ্টচিত্ত হৈয়ে।
বসাইল ধনঞ্জয়ে আলিঙ্গন দিয়ে।।
তব যজ্ঞে যাইব, দেখিব নারায়ণ।
সঙ্গেতে লইব পুরে আছে যত জন।।
তুমি যাহ, যথা তব থাকে প্রয়োজন।
এই আমি চলিলাম যজ্ঞের সদন।।
বিভীষণে নিমন্ত্রিয়া ইন্দ্রের কুমার।
ইন্দ্রপ্রস্থে নিজপুরে যান পুনর্ব্বার।।
রাজগণ-নিমন্ত্রণে দূতগণ গেল।
শ্রুতমাত্র নৃপগণ সকলে আসিল।।
দূতবাক্য হেলা করি না আসে যে জন।
অর্জ্জুন আনেন তারে করিয়া বন্ধন।।
সভাপর্ব্ব সুধা-রস রাজসূয়-কথা।
কাশীরাম দাস কহে, সুধাসিন্ধু গাথা।।

বাসুকি নিমন্ত্রণে অর্জ্জুনের পাতালে প্রবেশ

জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুনেরে দেব নারায়ণ।
কহ কারে কারে তুমি কৈলা নিমন্ত্রণ।।
শুনিয়া অর্জ্জুন নিবেদিলেন যতেক।
পুস্তক বাহুল্য হয় লিখিলে ততেক।।
করিলেন কুবেরাদি সবে নিমন্ত্রণ।
প্রত্যেক বৃত্তান্ত সব কহেন তখন।।
গোবিন্দ বলেন, যাহ পাতাল-ভবন।
শেষ-নাগরাজে গিয়া কর নিমন্ত্রণ।।
স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ, পাতালে বাসুকি।
তোমা বিনা অন্যে যায়, এমন না দেখি।।
বাসুকি আইলে যজ্ঞ হইবে সম্পূর্ণ।
বিলম্ব না কর সখা, যাহ তুমি তূর্ণ।।
গোবিন্দের বচনেতে বিলম্ব না করি।
পাতালে গেলেন পার্থ দিব্য রথে চড়ি।।
উপস্থিত হইলেন নাগের আলয়।
চৌদিকে বেষ্টিত ফণী শেষ মহাশয়।।
দশ শত ফণা ধরে মস্তক-উপর।
তিন শত ফণাতে শোভিত চরাচর।।
কূর্ম্মপৃষ্ঠে উপবিষ্ট বেষ্টিত রতন।
উপনীত হন তথা পাণ্ডুর নন্দন।।
নাগরাজে প্রণাম করেন ধনঞ্জয়।
করযোড় করিয়া কহেন সবিনয়।।
শেষ জিজ্ঞাসেন, তব কেন আগমন।
প্রত্যক্ষে কহেন পার্থ সর্ব্ব বিবরণ।।

রাজসূয় নিমিত্ত তোমার নিমন্ত্রণ।
সুরাসুর সহ দেব যাবে সর্ব্বজন।।
ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্র-আদি যত দিকপতি।
সেই যজ্ঞে অধিষ্ঠান হৈবেন সম্প্রতি।।
সেই হেতু আইলাম তোমার ভবন।
রাজসূয়-মহাযজ্ঞে করিবা গমন।।
হাসিয়া কহেন শেষ, শুন ধনঞ্জয়।
তব যজ্ঞে আছেন গোবিন্দ মহাশয়।।
হর্ত্তা কর্ত্তা সেই প্রভু বিধি বিধাতার।
সর্ব্ব-যজ্ঞ-ফল পায় দরশনে যাঁর। ।
যথা কৃষ্ণ বিদ্যমান তথা সর্ব্বজন।
ব্রহ্মা-শিব-আদি যত দিকপালগণ।।
অকারণ আমা সবাকারে নিমন্ত্রণ।
সেই কৃষ্ণে ভালমতে করহ অর্চ্চন। ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আছে কত শত প্রাণী।
কত ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র কত শেষ ফণী।।
সকলে হইবে তুষ্ট তাঁরে তুষ্ট কৈলে।
শাখা-পত্র তুষ্ট যেন মূলে জল দিলে।।
অর্জ্জুন বলেন, দেব কর অবধান।
যতেক কহিলা তুমি বেদের প্রমাণ।।
নিজ বশ নহি সবে তাঁর মায়াবন্ধ।
জানিয়া শুনিয়া পুনঃ হয় মায়াধন্দ।।
পুনঃ নাগরাজ বলে অর্জ্জুনে, চাহিয়া।
আসিলে আমারে নিতে কিছু না জানিয়া।।
মস্তক-উপরে আমি ধরি যে সংসার।
আমি গেলে যজ্ঞে, কে ধরিবে ক্ষিতিভার।।
অর্জ্জুন বলেন, কৃষ্ণ কহেন আমারে।
যজ্ঞ পূর্ণ হৈবে, তুমি গেলে তথাকারে।।
ক্ষিতিভার হেতু যদি করহ বিচার।
তুমি যাহ আমি লৈব পৃথিবীর ভার।।
এত শুনি বিস্ময় মানিয়া বিষধর।
হাসিয়া অর্জ্জুন প্রতি করিল উত্তর।।
পৃথিবী ধরিবে হেন করিলে স্বীকার।
পৃথিবী ছাড়িনু, বাক্য পাল আপনার।।
এত শুনি ধনঞ্জয় লইয়া গাণ্ডীব।
করযোড়ে প্রণমিয়া শিবদাতা শিব।।
ভক্তিভাবে কৃষ্ণনাম করিয়া স্মরণ।
শিরে দ্রোণাচার্য্য-পদ করিয়া বন্দন।।
অদ্ভুত স্তম্ভন-অস্ত্র তূণ হৈতে নিয়া।
জুড়েন গাণ্ডীবে ক্ষিতি-অস্ত্র বসাইয়া।।
ধরেন ধরণী, শেষ স্বতন্ত্র হইল।
দেখিয়া সকল নাগ অদ্ভুত মানিল।।
তবে শেষ, যত নাগ লইয়া সংহতি।
রাজসূয়-যজ্ঞ-স্থানে গেল শীঘ্রগতি।।
বাসুকি আসিল আর তক্ষক কৌরব।
নহুষ কর্কট ধৃতরাষ্ট্র জরদগর।।
কোপন কালিয় ত্রিকপূর্ণ ধনঞ্জয়।
অজ্যক উগ্রক দুষ্ট রুষ্ট মহাশয়। ।
নীল শঙ্খমুখ শঙ্খপিণ্ড বক্রদন্ত।
কলিচূড় পিঙ্গচক্ষু কালমহাবন্ত।।
পুত্র-পৌত্র সংহতি চলিল লক্ষ লক্ষ।
দেখিয়া সকল লোক মানিল অশক্য।।
পাচঁ সাত শির কার, ষট্ সপ্ত শত।
সহস্র মস্তক কার আকার পর্ব্বত।।
নিজ পরিবারে মিলি চলে ফণিরাজ।
হেথায় সুরেন্দ্রালয়ে দেবের সমাজ।।
ঐরাবত-আরোহণে বজ্র শোভা করে।
মাতলি ধরয়ে ছত্র মস্তক-উপরে।।

অষ্টবসু নবগ্রহ অশ্বিনী-কুমার।
দ্বাদশ অদিত্য রুদ্র একাদশ আর।।
ঊনপঞ্চাশ বায়ু, সাতাশ হুতাশন।
যজ্ঞ মন্ত্র দক্ষিণা পুরোধা দণ্ড ক্ষণ।।
যোগ তিথি কারণ নক্ষত্র রাশিগণ।
চারি মেঘ বিদ্যুৎ সহিত সৈন্যগণ। ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত অপ্সরী অপ্সর।
দেব-ঋষি ব্রহ্ম-ঋষি চলিল বিস্তর।।
বশিষ্ঠ পৌলস্ত্য ভৃগু পুলহ অঙ্গিরা।
পরাশর ক্রুতু দক্ষ লোমশ সুধীরা। ।
অসিত দেবল কৌণ্ড শুক সনাতন।
মার্কণ্ড মাণ্ডব্য ধ্রুব জয়ন্ত কোপন।।
ইত্যাদি যতেক ঋষি ইন্দ্রপুরে থাকে।
ইন্দ্রসহ যজ্ঞস্থানে চলে লাখে লাখে। ।
চড়িয়া পুষ্পক-রথে ধনের ঈশ্বর।
সঙ্গেতে চলিল যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।।
চিত্ররথ তুম্বুরু অঙ্গিরা গুণনিধি।
বিশ্বাবসু মহেন্দ্র মাতঙ্গ সুর আদি।।
ফলকর্ণ ফলোদক চিত্রক লোত্রক।
লিখনে না যায় যত চলিল গুহ্যক।।
ঘৃতাচী ঊর্ব্বশী চিত্রা রম্ভা চিত্রসেনী।
চারুনেত্রা মিশ্রকেশী বুদবুদা মোহিনী।।
চিত্ররেখা অলম্বুষা সুরভি সমাচী।
পোণিকা কদম্বা অর্ম্মা শূদ্রা রুচি শুচি।।
লক্ষ লক্ষ বিদ্যাধরী নৃত্য-গীত-নাদে।
কুবেরের সহ সবে চলিল আহ্লাদে।।
যজ্ঞ দেখিবারে চলে যত মহীধর।
হিমাদ্রি কৈলাস শ্বেত নীল গিরিবর।।
কালগিরি রামগিরি গোবর্দ্ধন শাখ। ।
চিত্রকূট বিন্ধ্যা গন্ধমাদন সুবল।
ঋষ্যশৃঙ্গ শতশৃঙ্গ মহেন্দ্র ধবল।।
রৈবতক যত গিরি গিরি মুনিশিল।
কামগিরি খণ্ডগিরি গিরিরাজ নীল।।
লক্ষ লক্ষ গিরিবর দেবরূপ ধরি।
যক্ষরাজ সহ গেল যজ্ঞ-অনুসরি।।
বরুণ চলিল নিজ অমাত্য সহিত।
মূর্ত্তিমন্ত সপ্তসিন্ধু যতেক সরিত।।
গঙ্গা সরস্বতী শোণ দিনকরসুতা।
চিত্রোৎপলা প্রেতা বৈতরণী পুণ্যযুতা।।
চন্দ্রভাগা গোদাবরী সরযূ লোহিতা।
দেবনদী মহানদী মহাশ্বী সবিতা।।
ভৈরবী ভার্গবী নদী ভদ্রা বসুমতী।
মেঘবতী গোমতী আরো সৌরবতী।।
নর্ম্মদা অজয় ব্রাহ্মী ব্রহ্মপুত্র কংস।
তমল কমলা শিবা কোলামুখ বংশ।।
গণ্ডকী নর্ম্মদা ফল্গু সিন্ধু করতোয়া।
স্বর্ণরেখা পদ্মাবতী শতনেত্রা জয়া।।
ঝুমঝুমি কালিন্দী দামোদর গিরিপুরী।
সিন্ধুকা কাবেরী ভদ্রা নদা গোদাবরী।।
ইত্যাদি অনেক নদী নদ সরোবর।
বাপী হ্রদ তড়াগাদি ধরি কলেবর।।
যজ্ঞস্থানে গেল সবে বরুণ সংহতি।
মহিষ-বাহনে চড়ি যান প্রেতপতি।।
পিতৃগণ দূতগণ দণ্ড মৃত্যুপাশ।
আইল অমর-বৃন্দ জুড়িয়া আকাশ।।
অদ্ভুত দ্বাপর-যুগে হৈল যজ্ঞরাজ।
না হইলু কভু যাহা অবনীর মাঝ।।
মনু আদি করি রাজা না যায় লিখন।

যযাতি নহুষ রঘু মান্ধাতা ভুবন।।
দিলীপ সগর ভগীরথ দশরথ।
কৃতবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য সুরথ ভরত।।
ইত্যাদি অনেক হৈল চন্দ্র-সূর্য্য-কুলে।
রাজসূয় অশ্বমেধ করিল বহুলে।।
উদ্দেশেতে যেই দেবে করে আরাধন।
কর লৈয়ে আইলেন সেই দেবগণ।।
মহেশ পার্ব্বতী দোঁহে করেন গমন।
অলক্ষিতে রূপ নাহি দেখে কোন জন। ।
দক্ষিণে ত্রিশূল শোভে জটাভার শিরে।
চরণ পরশে দাড়ি শিঙ্কা বাম করে।।
এইরূপে সদাশির সবাকারে রাখে।
যতদূর যজ্ঞস্থল সব ঠাঁই থাকে।।
যত যত জন আসে যজ্ঞের সদনে।
ছায়ারূপে অন্নদা তোষেন সর্ব্বজনে।।
যার যেই বাঞ্ছা তারে আপনি যোগায়।
যে দ্রব্য যে ইচ্ছে তাহা সেইক্ষণে পায়।।
অশ্ব-আরোহণে, করে খর করবাল।
ঊনকোটি দানা লৈয়ে আসে ক্ষেত্রপাল।।
শতকোটি দৈত্য লয়ে আসে দৈত্য ময়।
ছয় সহোদর আসে বিনতা- তনয়।।
দেব দৈত্য নাগ যক্ষ আসে সর্ব্বজনে।
প্রজাপতি আসিলেন হংস-আরোহণে।।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া দেখেন চতুর্ম্মুখ।
প্রজাপতিগণ সহ যজ্ঞের কৌতুক।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবাণ।।

দ্রুপদ রাজার আগমন

দূত মুখে বার্ত্তা পেয়ে পাঞ্চালাধিকারী।
দুহিতা হইবে মম রাজ্য-পাটেশ্বরী।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ড্যাদি হৈয়ে হৃষ্টচিত।
যজ্ঞ-অঙ্গ-দ্রব্য সব সাজায় ত্বরিত।।
চতুর্দ্দশ-সহস্র সেবকী মনোরমা।
সুধাংশুবদনী পদ্মনয়নী সুশ্যামা। ।
অনেক লইল দাস দাসী সমুদয়।
সহস্রেক গাভী নিল মনোরম কায়।।
যুগল সহস্র বাজী, গতি বায়ু সম।
বহু বহু দ্রব্য নিল বাছিয়া উত্তম।।
সর্ব্বরাজ্য দিব, হেন বিচারিল মনে।
সহ দ্বারা চলে রাজা যজ্ঞের সদনে।।
চতুরঙ্গ-দলে আর প্রজা চারি জাতি।
নানাবাদ্য শব্দে যার কাঁপে বসুমতী।।
ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হৈল পূর্ব্ব-দ্বারে।
বেত্র দিয়া ইন্দ্রসেন রাখিল তাহারে।।
রহ রহ ক্ষণেক পাঞ্চাল-অধিকারী।
রাজাজ্ঞা পাইলে দ্বার ছাড়িবারে পারি।।
এক্ষণে আসিবে সহদেব ধনুর্দ্ধর।
তার হাতে বার্ত্তা দিব রাজার গোচর।।
ইন্দ্রসেন বচনেতে রহে নৃপবর।
হেনকালে আইলেন মাদ্রীর কোঙর।।
দ্রুপদে দেখিয়া গেল রাজার গোচর।
ধর্ম্মরাজে জানাইল শিরে দিয়া কর।।
দাস দাসী আর আনে রত্ন অগণন।
অশ্ব হস্তী আনে সবে বিবিধ বরণ।।

আজ্ঞা পেলে আসি হেথা করে দরশন।
শুনিয়া দিলেন আজ্ঞা ধর্ম্মের নন্দন।।
হস্তী অশ্ব পশু আদি যত রত্ন ধন।
দুর্য্যোধন-ভাণ্ডারীরে কর সমর্পণ।।
দাস দাসী সমর্পহ দ্রৌপদীর স্থানে।
পুত্র সহ হেথা লৈয়া আইস রাজনে।।
আজ্ঞা পেয়ে সহদেব করিল তেমনি।
যেই মত আজ্ঞা করিলেন তেমনি।।
সপুত্র ভিতরে গেল পাঞ্চাল-ঈশ্বর।
সঙ্গেতে চলিল কত শত নৃপবর।।

হিড়িম্বা ও ঘটোৎকচের আগমন

ঘটোৎকচ মহাবীর হিড়িম্বা- তনয়।
যজ্ঞের পাইয়া বার্ত্তা সানন্দ হৃদয়।।
হিড়িম্বক-বনেতে তাহার অধিকার।
তিন লক্ষ রাক্ষস তাহার পরিবার।।
হয় হস্তী রথেতে করিয়া আরোহণ।
যজ্ঞ হেতু নানারত্ন করিয়া সাজন। ।
নানাবাদ্যে উপনীত যজ্ঞের সদন।
অদ্ভুত রাক্ষসী মায়া করিয়া রচন। ।
ধবল মাতঙ্গ-পৃষ্ঠে করি আরোহণ।
ঐরাবত-পৃষ্ঠে যেন সহস্র-লোচন।।
মাথায় মুকুট মণিরত্নেতে মণ্ডিত।
সারি সারি শ্বেত ছত্র শোভে চতুর্ভিত।।
কৃষ্ণ শ্বেত চামর ঢুলায় শত শত।
পার্ব্বতীর হস্তী অশ্ব নানাবর্ণ রথ।।
উত্তর-দ্বারেতে উপনীত ভীম-সুত।
চতুর্দ্দিকে হুড়াহুড়ি দেখিয়া অদ্ভুত।।
কেহ বলে, ইন্দ্র চন্দ্র কিম্বা প্রেতপতি।
অরুণ বরুণ কিম্বা কোন মহামতি।।
কেহ বলে, দেবরাজ এ যদি হইত।
সহস্র-লোচন তবে অঙ্গেতে থাকিত।।
কেহ বলে, এই যদি হইতে শমন।
গজ না হইয়া হৈত মহিষ বাহন।।
কেহ বলে, এই যদি হৈতে হুতাশন।
তবে সে হইত ছাগ ইহার বাহন।।
বরুণ হইলে হৈত শুশুক বাহন।
সপ্ত-অশ্ব রথ হৈত হইলে তপন।।
এত বলি লোক সব করিছে বিচার।
গজ হৈতে নামিলেন হিড়িম্বা-কুমার।।
প্রবেশ করিতে তারে নিবারে দ্বারেতে।
জিজ্ঞাসিল কেবা তুমি, এলে কোথা হতে।।
পরিচয় দেহ, বার্ত্তা জানাই রাজারে।
রাজাজ্ঞা পাইলে পাবে যাইতে ভিতরে।।
ঘটোৎকচ বলে, আমি ভীমের অঙ্গজ।
হিড়িম্বার গর্ভে জন্ম, নাম ঘটোৎকচ।।
এত শুনি অনিরুদ্ধ কৈল সম্ভাষণ।
রহিতে উত্তম স্থান দিল ততক্ষণ।।
সহদেব কহিলেন গোচরে রাজার।
জননী সহিত এলো হিড়িম্বা-কুমার।।
ধর্ম্ম আজ্ঞা করিলেন, আন শীঘ্রগতি।
জননী পাঠাও তাঁর যথায় পার্ষতী।।
যত দ্রব্য আনিয়াছে দেহ দুর্য্যোধনে।
আজ্ঞা পেয়ে সহদেব গেল সেইক্ষণে। ।
হিড়িম্বারে পাঠাইল স্ত্রীগণ-ভিতর।
ঘটোৎকচে লৈয়া গেল রাজার গোচর।।

হিড়িম্বা দেখিয়া চমকিত অন্তঃপুরী।
রূপেতে নিন্দিত যত স্বর্গ-বিদ্যাধরী।।
অলঙ্কারে বিভূষিত আনন্দিত অঙ্গ।
বিনামেঘে স্থির যেন তরিত তরঙ্গ।।
কুন্তীর চরণে গিয়া প্রণাম করিল।
আশীর্ব্বাদ করি কুন্তী বসিতে বলিল।।
যথায় দ্রৌপদী ভদ্রা রত্ন-সিংহাসনে।
হিড়িম্বা বসিল গিয়া তার মধ্যস্থানে।।
অহঙ্কারে দ্রৌপদীরে সম্ভাষ না কৈল।
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী অন্তরে কুপিল।।

দুই সতীনে ঝগড়া

কৃষ্ণা বলে, নহে দূর খলের প্রকৃতি।
আপনি প্রকাশ পায়, যার যেই রীতি।।
কি আহার, কি আচার, কোথায় শয়ন।
কোথায় থাকিস, তোর না জানি কারণ।।
পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি তোর বিবরণ।
তোর সহোদরে ভীম করিল নিধন।।
ভ্রাতৃবৈরী জনে কেহ না দেখে নয়নে।
তুই ত ভজিলি সেই ভ্রাতৃহন্তা জনে।।
সতত ভ্রমিস্ তুই যথা লয় মন।
একে কুপ্রবৃত্তি, তায় নাহিক বারণ।।
সন্ধ্যানিয়া বেড়াস্ ভ্রমরী যেন মধু।
সভামধ্যে বসিলি হইয়া কুলবধূ।।
মর্য্যাদা থাকিতে কেন না যাস্ উঠিয়া।
আপন সদৃশ স্থানে তুমি বৈস গিয়া।।
কুপিল হিড়িম্বা দ্রৌপদীর বাক্য-জালে।
দুষ্ট চক্ষু রক্তবর্ণ কৃষ্ণা প্রতি বলে।।
অকারণে পাঞ্চালী করিস্ অহঙ্কার।
পরে নিন্দ, নাহি দেখ ছিদ্র আপনার।।
কুরূপ কুৎসিত লোকে নিন্দে ততক্ষণ।
যতক্ষণ দর্পণেতে না দেখে বদন।।
তোমার জনকে পূর্ব্বে, জানে সর্ব্বজনা।
বান্ধিয়া আনিয়া পার্থ করিল লাঞ্ছনা।।
যেই জন করিলেক এত অপমান।
কোন্ লাজে হেন জনে দিল কন্যাদান।।
আমি যে ভজিনু ভীমে দৈবের নির্ব্বন্ধ।
পশ্চাৎ আমার ভাই করিলেক দ্বন্দ্ব।।
সহিতে না পারি মৈল করিয়া সংগ্রাম।
বীরধর্ম্ম করিল লোকেতে অনুপাম।।
শত্রুরে যে ভজে, তারে বলি ক্লীব জন্ম।
সংসারে বিখ্যাত তোর জনকের কর্ম্ম।।
আমার সপত্নী তুমি, আমি না তোমার।
তব বিবাহের আগে বিভা হৈল মোর।।
একা রাজ্যভোগ কর হয়ে পাটরাণী।
দিনেক দেখিয়া মোরে হৈলে অভিমানী।।
পঞ্চজন কুন্তী ঠাকুরাণীর নন্দন।
পঞ্চ পুত্রে আছি মোরা বধূ নয় জন।।
ঐশ্বর্য্য ভুঞ্জহ অর্দ্ধ তুমি স্বতন্তরা।
অষ্ট জনেতে অর্দ্ধ নাহি দেখি মোরা।।
তথাপি আমারে দেখি অঙ্গ হৈল জরা।
কি হেতু নিন্দহ মোরে বলি স্বতন্তরা।।
পুত্র ঘটোৎকচ মোর বনের ঈশ্বর।
পুত্র-গৃহ-বাসে কভু নহি স্বতন্তর।।
বাল্যকালে কন্যা রক্ষা করয়ে জনকে।
নারীকে যৌবনকালে স্বামী সদা রাখে।।

শেষকালে পুত্র রাখে, আছে হেন রীত।
বিশেষে আমার পুত্র পৃথিবী-পূজিত।।
মাতুলের রাজ্যমধ্যে হইয়া ঈশ্বর।
বাহুবলে শাসিল যতেক নিশাচর।।
সুমেরু অবধি বৈসে যতেক রাক্ষস।
একেশ্বর মোর পুত্র সবে কৈল বশ।।
রাজসূয়-যজ্ঞবার্ত্তা লোকমুখে শুনি।
যতেক রাক্ষসগণ করে কাণাকাণি।।
রাক্ষসের বৈরী যত পাণ্ডু-পুত্রগণ
চল সবে যজ্ঞ নষ্ট করিব এখন।।
বকের অপত্য ভ্রাতা আছে যত জন।
মোর সহোদর হিড়িম্বের বন্ধুগণ।।
এইত বিচার তার অনুক্ষণ করে।
এ সকল বার্ত্তা আসে পুত্রের গোচরে।।
চরমুখে জানিল কুচক্রী যত জন।
যুদ্ধ করি সবাকারে করিল বন্ধন।।
লৌহপাশে বন্দী করি রাখে কারাগারে।
যাবৎ সারিয়া যজ্ঞ না আইসে ঘরে।।
আর যত পৃথিবীতে বৈসে নিশাচর।
সবারে জিনিয়া বলে আনিলেক কর।।
সাক্ষাতে দেখহ কৃষ্ণা মোর পুত্র-প্রভা।
মোর পুত্রে শোভিতেছে পাণ্ডবের সভা।।
এতেক হিড়িম্বা যদি বলে কটূত্তর।
কহিতে লাগিল কৃষ্ণা কুপিত অন্তর।।
পুনঃ পুনঃ যতেক কহিস্ পুত্র কথা।
পুত্রের করিস্ গর্ব্ব, খাও পুত্রমাথা।।
কর্ণের একাঘ্নী অস্ত্র বজ্রের সমান।
তার ঘাতে তোর পুত্র ত্যজিবে পরাণ।।
পুত্রের শুনিয়া শাপ হিড়িম্বা কুপিল।
ক্রুদ্ধা হয়ে হিড়িম্বা কৃষ্ণারে শাপ দিল।।
আমার নির্দ্দোষ পুত্রে দিলে তুমি শাপ।
তুমিও পুত্রের শোকে পাবে বড় তাপ।।
যুদ্ধ করি মরে ক্ষত্র, যায় স্বর্গবাস।
বিনা যুদ্ধে তোর পঞ্চপুত্র হৈবে নাশ।।
এত বলি ক্রোধ করি হিড়িম্বা চলিল।
আপনি উঠিয়া কুন্তী দোঁহে সান্ত্বাইল।।
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধু-প্রায়।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশীরাম দাস গায়।।

দক্ষিণ ও পূর্ব্বদ্বারে বিভীষণের অপমান

পার্থমুখে বার্ত্তা পেয়ে লঙ্কার ঈশ্বর।
হরষেতে রোমাঞ্চিত হৈল কলেবর।।
যাঁর কথা অনুক্ষণ কহে মুনিগণ।
বসুদেব-গৃহে জন্মিলেন নারায়ণ।।
নিরন্তর চিত্ত ব্যগ্র যাঁরে দেখিবারে।
আপনি ডাকেন তিনি দয়া করি মোরে।।
সর্ব্বতত্ত্ব-অন্তর্য্যামী ভকত- বৎসল।
অনুগত জনে দেন মনোমত ফল।।
তাঁর অনুগত আমি, বুঝিনু কারণ।
করিলেন নিজ ভক্ত বলিয়া স্মরণ।।
এত ভাবি বিভীষণ হৃষ্টচিত্ত হৈয়ে।
যতেক সুহৃদগণে বলিল ডাকিয়ে।।
শীঘ্রগতি সজ্জা কর নিজ পরিবারে।
আমার সহিত চল কৃষ্ণ ভেটিবারে।।
দিব্য রত্ন আছে যত আমার ভাণ্ডারে।
সব ধনরত্ন লহ, দিব দামোদরে।।

হেরিব নয়নে আজি কমল-লোচন।
জন্মাবধি-কৃত পাপ হৈবে বিমোচন। ।
এত বলি রথে আরোগিল লঙ্কেশ্বর।
সঙ্গেতে চলিল লক্ষ লক্ষ নিশাচর। ।
বাজায় বিবিধ বাদ্য রাক্ষসী-বাজনা।
শত শত শ্বেতচ্ছত্র, না যায় গণনা।।
দক্ষিণ-দ্বারেতে উত্তরিল বিভীষণ।
মিশামিশি হইল রাক্ষস নরগণ।।
বিকৃত আকার সব নিশাচরগণ।
বিস্ময় মানিয়া সবে করে নিরীক্ষণ।।
দুই তিন মুখ কার, অশ্বপ্রায় মুখ।
বক্রদন্ত দেখি, নাসা, চক্ষু যেন কূপ।।
রথ হৈতে ভূমিতে নামিল বিভীষণ।
যজ্ঞ স্থান দেখি হৈল বিস্ময়- বদন।।
আদি অন্ত নাহি লোক চতুর্দ্দিকে বেড়ি।
উচ্চ নীড় জল স্থল আছে লোক যুড়ি। ।
কোথায় দেখয়ে একপদ নরগণ।
দীর্ঘ-কর্ণ দেখে কোথা বিবর্ণ বদন।।
কোথায় কিরাত ম্লেচ্ছ বিকৃত-আকার।
কৃষ্ণ অঙ্গ তাম্র কেশ দেখে কত আর।।
কোথায় অমরগণ নানা ক্রীড়া করে।
রাক্ষস দানব দৈত্য অনেক বিহরে।।
সিদ্ধ সাধ্য ঋষি যোগী অনেক ব্রাহ্মণ।
বিবিধ বাহনে কোথা যমদূতগণ।।
কোটি অশ্ব কোটি হস্তী, কোটি কোটি রথ।
স্থানে স্থানে নৃত্য গীত হয় অবিরত।।
অপূর্ব্ব দেখিয়া রাজা ভাবে মনে- মন।
এ হেন অদ্ভুত চক্ষে না দেখি কখন।।
যে দেব দানবে বৈরী আছয়ে সদায়।
হেন দেব-দানবেতে একত্র খেলায়।।
যে ফণী গরুড়ে কভু নাহি হয় দেখা।
একত্র খেলায় যেন ছিল পূর্ব্ব সখা।।
রাক্ষস পাইলে নরে করয়ে ভক্ষণ।
মনুষ্যের আজ্ঞা বহে নিমাচরগণ।।
অদ্ভুত মানিয়া রাজা নাকে দিল হাত।
জানিল এ সব মায়া করেন শ্রীনাথ।।
দুইভিতে দেখে রাজা অনিমেষ আঁখি।
তিন ভুবনের লোক এক ঠাঁই দেখি।।
কে কারে আনিয়া দেয়, নাহিক নির্ব্বন্ধ।
আসন, ভোজন, পানে সবার আনন্দ।।
পরিবার-লোক তার রহাইয়া রথ।
ঠেলাঠেলি পদব্রজে গেল কত পথ।।
আগুসার গম্য নহে যাইতে কাহারে।
থাকুক অন্যের কাজ পিপীলিকা নারে।।
কত দূর আছে দ্বার, নাহি চলে দৃষ্টি।
রাজগণ দাণ্ডাইয়া আছে পৃষ্ঠাপৃষ্ঠি।।
দুইভিতে দ্বারিগণ মারিতেছে বাড়ি।
একদৃষ্টে আছে সব দুইকর যুড়ি।।
পথ না পাইয়া দাণ্ডাইল বিভীষণ।
অন্তর্য্যামী সব জানিলেন নারায়ণ।।
কে আইল, কে খাইল, কেবা নাহি পায়।
প্রতিজনে জিজ্ঞাসা করেন যদুরায়। ।
দূরে থাকি নিরখিল রক্ষ-অধিপতি।
দিব্যচক্ষে জানিলেন এই লক্ষ্মীপতি।।
অষ্টাঙ্গ লুটায়ে স্তুতি করে করযোড়ে।
বারিধারা নয়নেতে অবিশ্রান্ত পড়ে।।
দেখিয়া নিকটে তার গিয়া নারায়ণ।
দুই হাতে ধরি দেন প্রীতি-আলিঙ্গন।।

স্তুতি করে বিভীষণ যুড়ি দুই কর।
আনন্দেতে অশ্রুধারা বহে নিরন্তর।।
নানারত্ন নিবেদিয়া ফেলে ভূমিতলে।
পুনঃ পুনঃ ধরি পড়ে চরণ-কমলে।।
যতেক আনিল রাজা বিবিধ রতন।
গোবিন্দের আগে লয়ে দিল ততক্ষণ।।
করযোড় করি বলে রাক্ষসের রাজ।
আজ্ঞা কর জগন্নাথ করিব কি কাজ।।
গোবিন্দ বলেন, আসিয়াছ যেই কাজে।
মম সঙ্গে ভেটিবারে চল ধর্ম্মরাজে।।
বিভীষণ বলে, কর্ম্ম সম্পন্ন হইল।
তোমার পদারবিন্দ নয়ন দেখিল।।
তোমার কমল-অঙ্গ দৃঢ় আলিঙ্গন।
পিতামহ-বাঞ্ছিত যে অন্য কোন জন।।
লক্ষ্মীর দুর্ল্লভ মোরে করিলা প্রসাদ।
চিরকাল বিচ্ছেদের খণ্ডিল বিষাদ।।
সম্পূর্ণ মানস হৈল, সিদ্ধ হৈল কাজ।
এখন কি করি, আজ্ঞা কর দেবরাজ।।
গোবিন্দ বলেন, যে করিল আবাহন।
যার দূত-সঙ্গে পূর্ব্বে পাঠাইলা ধন।।
যার নিমন্ত্রণে তুমি আসিলে হেথায়।
চলহ ভেটাই সেই ঠাকুরে তোমায়।।
তবে বিভীষণ কহে, বিনয় বচন।
পাণ্ডবের যজ্ঞে অধিষ্ঠান নারায়ণ।।
তব আজ্ঞা মানি পাণ্ডবে দিয়াছি কর।
অন্য কি, তোমার নামে দিব কলেবর।।
চিরকাল অদর্শনে আছি অপরাধী।
আপনি ডাকিলা, হেন ঘটাইল বিধি।।
বিশ্বের ঠাকুর তুমি, মনে হেন জানি।
তোমার ঠাকুর আছে, আমি নাহি মানি।।
যে হউক মোর প্রভু তোমা বিনা নাই।
প্রয়োজন নাই মোর অন্য-জন-ঠাঁই।।
গোবিন্দ বলেন, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
যাঁর দরশনে হয়ে নিষ্পাপ শরীর।।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সর্ব্ব-গুণধাম।
এ তিন ভুবনে আছে খ্যাত যাঁর নাম।।
প্রতাপে যাঁহার ইন্দ্র-আদি কর দিল।
কর দিয়া ফণীন্দ্র শরণ আসি নিল।।
উত্তরে উত্তর-কুরু, পূর্ব্বে জলনিধি।
পশ্চিমেতে আমি, দক্ষিণেতে তোমা আদি।।
নাহি দিল, না আসিল, নাহি হেন জন।
সাক্ষাতে নয়নে তুমি দেখহ এখন।।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ কপি ফণী।
মনুষ্য আসিল, যত আছয়ে অবনী।।
অষ্টাশী সহস্র দ্বিজ নিত্য গৃহে ভুঞ্জে।
ত্রিষ ত্রিশ দাস সেবে এক এক দ্বিজে।।
ঊর্দ্ধরেতা সহস্র-দশেক সদা সেবে।
আছেন যতেক দ্বিজ, কে অন্ত করিবে।।
স্থানে স্থানে রন্ধনাদি হয় অবিরাম।
লক্ষ লক্ষ বিপ্রবর ভুঞ্জে এক স্থান।।
এক লক্ষ দ্বিজ যবে করেন ভোজন।
একবার শঙ্খনাদ হয় যে তখন।।
হেনমতে মুহুর্মুহুঃ হয় শঙ্খধ্বনি।
চতুর্দ্দিকে শঙ্করবে কিছুই না শুনি।।
তিন পদ্ম অযুত মাতঙ্গ দীর্ঘদন্ত।
তিন পদ্মাযুত রথ তুরঙ্গ অনন্ত।।
লক্ষ নৃপতির পত্তি কে পারে গণিতে।
চারি জাতি যতেক নিবসে পৃথিবীতে।।

অর্দ্ধেক রন্ধনে ভুঞ্জে অর্দ্ধেক আমান্ন।
কাহার শকতি তাহা করিবে বর্ণন।।
এক জন অসন্তোষ নাহিক ইহাতে।
খাও খাও লও লও, ধ্বনি চারিভিতে।।
মনু-আদি যত হৈল পৃথিবীতে পতি।
হেন কর্ম্ম করিবারে কাহার শকতি।।
যত দূর পর্য্যন্ত নিবসে যত প্রাণী।
হেন জন নাহি, যুধিষ্ঠিরে নাহি জানি।।
স্মরণে সুমতি হয়, নিষ্পাপ দর্শনে।
প্রণামে পরম গতি আমার সমানে।।
হেন জনে নাহি জান তোমা হেন জন।
শীঘ্রগতি চল, লৈয়া করাব দর্শন।।
বিভীষণ বলে, প্রভু কহিলা প্রমাণ।
মম নিবেদন কিছু কর অবধান।।
পূর্ব্বে পিতামহ-মুখে শুনিয়াছি আমি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তুমি সবাকার স্বামী।।
ব্রহ্মা-ইন্দ্র-পদ তব কটাক্ষেতে হয়।
এ কর্ম্ম অসাধ্য নহে তোমার সহায়।।
মম পূর্ব্ব-বিবরণ জান গদাধর।
তপস্যা করিয়া আমি মাগিলাম বর।।
স্মরিব তোমার নাম, সেবিব তোমারে।
তব পদ বিনা শির না নোয়াব কারে।।
যথাই লইয়া যাব সংহতি যাইব।
কদাচিত অন্য জনে মান্য না করিব।।
এত বলি বিভীষণ চলিল সংহতি।
পশ্চাদ্ভাগে বিভীষণ আগেতে শ্রীপতি।।
চট চট শব্দেতে চৌদিকে পড়ে ছাট।
গোবিন্দেরে নিরখিয়া ছাড়ি দিল বাট।।
দ্বারের নিকটে উত্তরিল নারায়ণে।
পশিতে সাত্যকি নিবারিল বিভীষণে।।
গোবিন্দ বলেন, দ্বারে না রাখ ইহারে।
স্বদেশে যাবেন শীঘ্র ভেটিয়া রাজারে।।
সাত্যকি বলিল, প্রভু জানহ আপনি।
আজ্ঞা বিনা যাইতে না পারে বজ্রপাণি।।
হের দেখ জগন্নাথ দ্বারেতে বারিত।
যত রাজ-রাজ্যেশ্বর থাকে যাম্যভিত।।
মৎস্যদেশ-অধিপতি বিরাট নৃপতি।
শূরসেন দন্তবক্র সুমিত্র প্রভৃতি।।
অগণিত সৈন্য যাঁর ধনে নাহি অন্ত।
কর লৈয়ে দ্বারে আছে মাসেক পর্য্যন্ত।।
শ্রেণিমন্ত সুকুমার নীলধ্বজ রাজা।
একপদ কলিঙ্গ, নৈষধ মহাতেজা।।
কিষ্কিন্ধ্যা-ঈশ্বর দেখ সিন্ধুকূল-বাসী।
গোশৃঙ্খ ভ্রমণ আর রুক্মী ঔড্রদেশী।।
ইহা সবাকার সঙ্গে শত পঞ্চ শত।
কোটি কোটি গজ বাজী, কোটি কোটি রথ।।
নানারত্ন ধন নিজ পরিবার লৈয়া।
দ্বারেতে আছেন দেখ বারিত হইয়া।।
ত্রিশ-সহস্র নৃপতি আছে এই দ্বারে।
জন কত রাজা মাত্র গিয়াছে ভিতরে।।
পুরজিৎ-নামে রাজা পাণ্ডব-মাতুল।
রাজ-আজ্ঞা পেয়ে তবে লইল নকুল।।
তার সঙ্গে গেল জন কত নৃপবর।
দেখিয়া বড়ই ক্রুদ্ধ হৈল বৃকোদর।।
মাতুলে রাখিয়া আর যত রাজগণে।
ধাক্কা মারি তাড়াইয়া দেন ততক্ষণে।।
আজ্ঞা বিনা ছাড়িবারে নারি কদাচন।
আজ্ঞা আনি লৈয়া যাহ রাজা বিভীষণ।।

এত শুনি ক্রুদ্ধ হৈয়া গেলেন গোবিন্দ।
দুই চক্ষু দেখি যেন রক্ত-অরবিন্দ।।
তথা হৈতে চলি যান সহ লঙ্কাপতি।
পূর্ব্বদ্বারে উপনীত আপনি শ্রীপতি।।
মহাবীর ঘটোৎকচ হিড়িম্বা-কুমার।
তিন রক্ষ রাক্ষসেতে রক্ষা করে দ্বার।।
কৃষ্ণেরে দেখিয়া সবে পথ ছাড়ি দিল।
বেত্র দিয়া বিভীষণে দ্বারে নিবারিল।।
গোবিন্দ বলেন, ইনি লঙ্কার ঈশ্বর।
ব্রহ্মার প্রপৌত্র, রাবণের সহোদর।।
রাজ দরশন হেতু যাবেন ত্বরিত।
হেন জনে দ্বারে রাখা না হয় উচিত।।
ঘটোৎকচ বলে, শুন দেব চক্রপাণি।
আমি কি করিব, তুমি জানহ আপনি।।
বাইশ-সহস্র রাজা আছে এই দ্বারে।
জন কত রাজা মাত্র গিয়াছে ভিতরে। ।
ব্রহ্মার প্রপৌত্র দেব অনেক এসেছে।
দুই তিন মাস দ্বারে রহিমা গিয়াছে।।
ব্রহ্মার প্রপৌত্র দেব কশ্যপ-কোঙর।
মহা মহা নাগ শেষ বিষধর।।
সহস্র- বদনশোভে নাগ-অধিকারী।
এইখানে ছিল তেঁই দিন দুই চারি।।
এই দেখ রাজগণ দাণ্ডাইয়া আছে।
একদৃষ্টে বুকে হস্ত, নাহি চায় পাছে।।
গিরিব্রজ-পুরোহিত জরাসন্ধ-সুত।
জয়সেন মহারাজ বহু সৈন্যযুত।।
নাব-কোটি রথ, নব-কোটি মত্ত হাতী।
ষষ্ঠি-কোটি তুরঙ্গম, অসংখ্য পদাতি।।
নানারত্ন আনিলেন নানা যানে করি।
হস্তিনী গর্দ্দব উট শকট উপরি।।
অহর্নিশি নৌকা বাহে, সংখ্যা নাহি জানি।
যার নৌকা ত্রিশ ক্রোশ ঢাকে গঙ্গাপানি।।
বিংশতি সহস্র রাজা যজ্ঞেতে আসিয়া।
দ্বারাতে আছেন দেখ বারিত হইয়া।।
শিশুপাল রাজা দেখ চেদির ঈশ্বর।
যাহার সহিত পঞ্চ-শত নৃপবর।।
তিন-কোটি আসোয়ার, গতি বায়ুবৎ।।
নানা যান করি নানা রত্ন সঙ্গে লৈয়া।
দ্বারেতে আছেন দেখ বারিত হইয়া।।
দীর্ঘযজ্ঞ রাজা দেখ অযোধ্যার পতি।
তিন-কোটি রথ সঙ্গে, তিন-কোটি হাতী।।
সপ্ত-শত নরপতি সংহতি করিয়া।
কর লৈয়া দ্বারে আছে বারিত হইয়া। ।
কাশীরাজ দেখ এই কাশীর ঈশ্বর।
কোশলের রাজা বৃহদ্বল নৃপবর।।
বহু রাজা সুপার্শ্ব কৌশিক শ্রুত রাজা।
মদ্রসেন চন্দ্রসেন পার্শ্ব মহাতেজা।।
সুবর্ণ সুমিত্র রাজা সুমুখ শম্বূক।
মণিদন্ত দণ্ডধর নৃপতি মটুক।।
পুণ্ডরীক বাসুদেব জরদগব আদি।
করিল মেদিনী ব্যাপ্ত সমুদ্র অবধি।।
এ সবার সঙ্গে রাজা শত সপ্তশত।
লিখনে না যায় যত গজ বাজী রথ।।
যে দেশে যে রত্ন জন্মে, তাহা কর লৈয়া।
দ্বারেতে আছেন সব বারিত হইয়া।।
বিনয়ে অনুরাধ করেন যেইজন।
রাজারে জানাই গিয়া তাঁর বিবরণ।।
তবে যদি ধর্ম্মরাজ দেন অনুমতি।

সেই জন পায় তথা, করিবারে গতি।।
মুহূর্ত্তেক রহি মাত্র দরশন পায়।
শীঘ্রগতি পুনঃ আনি রাখয়ে হেথায়।।
রাজার শ্বশুর দেখ দ্রুপদ নৃপতি।
দিনেক রহিল পরিজনের সংহতি।।
রাজা-আজ্ঞা পেয়ে তবে ছাড়ে দ্রুপদেরে।
তার সঙ্গে রাজা কত পশিল ভিতরে।।
সেই হেতু পিতা মোরে করিলেন ক্রোধ।
শ্বশুরের কিছু না রাখিল উপরোধ।।
বাহির করিয়া যে দিলেন রাজগণে।
দ্বারিগণে বহু ক্রোধ করিয়াছে মনে।।
পূর্ব্বে ইন্দ্রসেন ছিল এই দ্বারে দ্বারী।
এই দোষে তাহারে দিলেন দূর করি।।
রাখিলেন মোরে দ্বারে অনেক কহিয়া।
আজ্ঞা বিনা ইন্দ্র এলে না দিবে ছাড়িয়া।।
এই হেতু জগন্নাথ ভয় লাগে মনে।
আজ্ঞা বিনা কিরূপেতে ছাড়ি বিভীষণে।।
আনহ অগ্রেতে রাজ-অনুমতি হরি।
জানাতে রাজারে আমি নাহি শক্তি ধরি।।
নকুল আইসে কিম্বা অনুজ তাঁহার।
বার্ত্তা জানাইতে এ দোঁহার অধিকার।।
বুঝিয়া আপনি কর যে হয় বিচার।
ক্ষণেক থাকহ, নহে যাহ অন্য দ্বার।।
এত শুনি কৃষ্ণ তারে নিন্দিয়া অপার।
ক্রোধ করি চলিলেন উত্তর দুয়ার।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক চারিজন রাজার প্রাণদান

বিভীষণে সঙ্গে করি যান গদাধর।
কতদূরে দেখিলেন ভীম-অনুচর।।
চারিজন নৃপতিরে করিয়া বন্ধন।
কেশে ধরি কোপভরে যায় চারিজন।।
জিজ্ঞাসেন মাধব, তোমরা কোন্ জন।
এ চারি জনেরে কেন করিলে বন্ধন।।
চরগণ বলে, মোরা ভীমের কিঙ্কর।
দুষ্ট কর্ম্ম কৈল এই চারি নৃপবর।।
শ্বেত আর লোহিত মণ্ডল নরপতি।
অবধানে জগন্নাথ কর অবগতি।।
এ দোঁহার দেশ প্রভু সমুদ্রের তীরে।
পার্থ জিনি কর সহ আনিল দোঁহারে।।
না বলিয়া এখন যাইতেছিল দেশে।
অর্দ্ধপথ হৈতে মোরা আনি ধরি কেশে।।
হের দেখ জগন্নাথ এই দুই জনে।
উপহাস কৈল দুই দরিদ্র ব্রাহ্মণে।।
এই হেতু চারিজনে আনিনু বান্ধিয়া।
আজ্ঞা করিলেন ভীম শূলে দিতে নিয়া।।
এত শুনি কৃষ্ণ ফিরাইল চারিজনে।
বৃকোদর কোথা জিজ্ঞাসেন দূতগণে।।
আগে আগে যায় দূত, পিছে গদাধর।
কতদূরে দেখিলেন আসে বৃকোদর।।
এক লক্ষ রথী সহ ভ্রমে সর্ব্বস্থল।
সবাকার তত্ত্ব করে ভীম মহাবল।।
ভীমের নিকটে উত্তরিল নারায়ণ।
কহিলেন মুক্ত করি দেহ চারিজন।।

কর্ম্ম হেতু এ সবারে কৈলে অবহান।
অনাদর এখন করহ কি কারণ।।
কর্ম্ম যদি করিবে হইয়া মহাতেজা।
ক্ষুদ্র লোকে নিমন্ত্রিলে করিবেক পূজা।।
দুষ্ট শিষ্ট আসিয়াছে বহু কর্ম্মস্থলে।
কর্ম্মে বহু বিঘ্ন হয় ক্ষমা না করিলে।।
বৃকোদর বলে, শুন দেবকী-নন্দন।
দোষমত শাস্তি যদি না পায় দুর্জ্জন।।
আর সবে ক্রমে ক্রমে সেই পথ লয়।
কহ ইথে কর্ম্ম পূর্ণ কেমনেতে হয়।।
দুষ্টে ক্ষমা করিতে না পারি কদাচন।
দুষ্টাচারী নাহি ছাড়ে নিজ দুষ্টপণ।।
দুষ্ট জনে নিজ তেজ যদি না দেখাবে।
অবজ্ঞা করয়ে আর কর্ম্ম ধ্বংস হবে।।
ইহার সহিত পূর্ব্বে পরিচয় কোথা।
বাহুবলে যত দেখ আসিয়াছে হেথা।।
সুকর্ম্ম লভয়ে যদি শান্তি আচরণে।
ক্রমে ক্রমে সুকর্ম্ম লভিবে কিত দিনে।।
পুনশ্চ কহেন কৃষ্ণ কমল-লোচন।
শুন শুন ভীমসেন আমার বচন।।
তোমার শান্তির শব্দে ত্রৈলোক্য পূরিল।
সেই হেতু তিন লোক একত্র মিলিল।।
শান্তি না আচরি তুমি এ কর্ম্ম করিলে।
কহ ভীম যজ্ঞ পূর্ণ হইবে কি ভালে।।
অন্য কর্ম্ম নহে, এই রাজসূয় সত্র।
এক লক্ষ রাজা আসি হয়েছে একত্র।।
লক্ষ লক্ষ জন মধ্যে আছে ভালমন্দ।
একত্রিত হয়ে যদি সবে করে দ্বন্দ্ব।।
কহ মোরে তখন কি উপায় করিবে।
প্রমাদ ঘটিবে আর যজ্ঞ নষ্ট হৈবে।।
পৃথিবীর লোক সব করিলে বিরোধ।
কত কত জনে তুমি করিবা প্রবোধ।।
পাতালে রহিল গিয়া পার্থ ধনুর্দ্ধর।
দ্বন্দ্ব করিবারে তুমি আছ একেশ্বর।।
কৃষ্ণের বচন শুনি বলে বৃকোদর।
তব যোগ্য কথা নহে দেব দামোদর।।
এক লক্ষ রাজা যে বলিলা নারায়ণ।
প্রত্যক্ষেতে দেখিলাম আমি সর্ব্বজন।।
অজাযূথ লাগে যেন ব্যাঘ্রের নয়নে।
সেইমত রাজগণ লাগে মম মনে।।
দ্বন্দ্ব করিবারে একদিকে সবে হয়।
নিবারিব এক আমি কিবা তাহে ভয়।।
সসৈন্যে আগত এক লক্ষ নৃপবর।
মুহূর্ত্তেক দলিবারে পারি একেশ্বর।।
মনুষ্য কি গণি, যদি তিন লোক হয়।
একেশ্বর সবারে করিব পরাজয়।।
যার জয় ইচ্ছে দেব তোমা হেন জনে।
তারে পরাজয় করে নাহি ত্রিভুবনে।।
গোবিন্দ বলেন, সব সম্ভবে তোমারে।
তোমা সহ বিরোধ করিতে কেবা পারে।।
ইহা সবাকারে ছাড় আমার বচনে।
বহু অপমান পাইয়াছে দুষ্টগণে।।
এত বলি মুক্ত করি দেন চারিজনে।
তথা হৈতে যান চলি লৈয়া বিভীষণে।।
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীকহে, শুনিলে তরয়ে ভববারি।।

উত্তর ও পশ্চিম দ্বারে বিভীষণের অপমান

যাইতে যাইতে কৃষ্ণ কন বিভীষণে।
বহু রাজা দেখিয়াছ, শুনেছ শ্রবণে।।
এমত সম্পদ কি পেয়েছে কোনজনে।
আমা হেন জনে রাখে যার দ্বারিগণে।।
তিন ভুবনের লোক একত্র মিলিল।
ইন্দ্র-আদি করি সবে যাঁরে কর দিল।।
বিভীষণ বলে, দেব এ নহে অদ্ভুত।
ইহা হৈতে রাজসূয় হয়েছে বহুত।।
হরিশ্চন্দ্র মহারাজ এ যজ্ঞ করিল।
চৌদ্দ ভুবনের লোক একত্র হইল।।
আর আর যত রাজা পৃথিবীতে ছিল।
ইন্দ্র-আদি দেব জিনি নানা যজ্ঞ কৈল।।
একমাত্র পাণ্ডবের বাখানি বিশেষ।
আপনি এতেক স্নেহ কর হৃষীকেশ।।
ব্রহ্মা আদি ধ্যায় প্রভু তোমা দেখিবারে।
এ বড় আশ্চর্য্য, তুমি ভ্রম দ্বারে দ্বারে।।
তোমার চরিত্র প্রভু কি বুঝিতে পারি।
নিমিষে প্রলয় কর সৃষ্টি সংহারি। ।
ব্রহ্মপদ কীট প্রভু তোমার সমান।
যারে যাহা কর, তাহা কে করিবে আন।।
ইন্দ্র-আদি-পদ প্রভু না করি গণন।
তব পদে ভক্তি যার সেই মহাজন।।
ভক্তিতে পাণ্ডব বশ করিয়াছে তোমা।
তেঁই দ্বারে দ্বারী রাখে, তারে কর ক্ষমা।।
কি কারণে জগন্নাথ এত পর্য্যটন।
দ্বারে দ্বারে ভ্রম প্রভু, কোন্ প্রয়োজন।।
দৈবেতে এ দ্বারিগণ না ছাড়ে আমারে।
মম প্রয়োজন কিছু নাহিক ভিতরে।।
মানস হইল পূর্ণ, সিদ্ধ হৈল কার্য্য।
তব আজ্ঞা হইল প্রভু, যাই নিজ রাজ্য।।
বিভীষণ-বাক্য শুনি বলে চক্রধর।
কত আর তোমারে কহিব লঙ্কেশ্বর।।
সর্ব্ব ধর্ম্ম জান তুমি বিচারে পণ্ডিত।
তুমি হেন কথা কহ, না হয় উচিত।।
নিমন্ত্রণ করিল যে, তারে না ভেটিয়া।
যদি যাহ, জিজ্ঞাসিলে কি বলিব গিয়া।।
তব আগমন এবে জ্ঞাত হৈল।
লোকে বলিবেক, সেই কৃষ্ণ ভেটি গেল।।
হেন অপকীর্ত্তি মম চাহ কি কারণ।
ক্ষণেক রহিয়া কর রাজ দরশন।।
এইরূপে পথে দোঁহে কথোপকথনে।
উত্তর-দুয়ারে উত্তরিলেন দুজনে।।
উত্তর দুয়ারে দ্বারী কামের নন্দন।
গোবিন্দে দেখিয়া আসি করিল বন্দন।।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, যাই রাজার গোচর।
ধর্ম্মরাজে ভেটাইব রাক্ষস-ঈশ্বর।।
অনিরুদ্ধ বলে, দেব রহ মুহূর্ত্তেকে।
এখনি মাদ্রীর পুত্র হেথা আসিবেক।।
তাঁর হাতে জানাইব রাজার গোচর।
আজ্ঞা হৈল লয়ে যাহ রাক্ষস-ঈশ্বর।।
গোবিন্দ বলেন, তুমি না জান ইহারে।
ক্ষণেক উচিত নহে রাখিতে দুয়ারে। ।
রাবণের সহোদর লঙ্কা-অধিপতি।
রাক্ষসের রাজা যে ব্রহ্মার হয় নাতি।।
এত শুনি হাসি বলে কামের নন্দন।
কেন হেন কহ দেব জানিয়া কারণ।।
প্রত্যক্ষ দেখহ দেব যতেক নৃপতি।
অনেক দিবস হৈল দ্বারে কৈল স্থিতি।।

প্রাগ্ দেশ-অধিপতি রাজা ভগদত্ত।
নব-কোটি রথ সঙ্গে, কোটি গজ মত্ত।।
বিংশতি -সহস্র রাজা ইহার সংহতি।
ঐরাবত সম যার অযুতের হাতী।।
নানারত্ন কর দেখ সঙ্গেতে করিয়া।
বহুদিন দ্বারে আছে বারিত হইয়া।।
বাহ্লীক বৃহন্ত আর সুদেব কুন্তল।
সিংহরাজ সুশর্ম্মা রোহিত বৃহদ্বল।।
কামদেব কামেশ্বর রাজা কামসিন্ধু।
ত্রিগর্ত্ত দ্বিরদ শিব মহারাজ সিন্ধু।।
এ সবার সঙ্গে রাজা শত পঞ্চশত।
ত্রিশ-কোটি মত্ত হস্তী ত্রিশ-কোটি রথ।।
যেই দেশে নাহি শক্তি বিহঙ্গ যাইতে।
সে সকল ভূপে দেব দেখহ সাক্ষাতে।।
নানারত্ন কর লৈয়ে দ্বারে বসি আছে।
বৎসর অবধি হৈল কেহ নাহি পুছে।।
পুত্র-পৌত্র ব্রহ্মার এসেছে কত জন।
প্রপৌত্র আইল যত, কে করে গণন।।
ইন্দ্র চন্দ্র জলেশ কৃতান্ত দিনকর।
ব্রহ্ম-ঋষি দেব-ঋষি আইল বিস্তর।।
চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব তুম্বুরু হাহা হুহু।
বিশ্বাবসু আদি সহ বিদ্যাধর বহু।।
যক্ষরাজ সহ এল, কত লব নাম।
আসিয়াছে, আসিতেছে, নাহিক বিরাম।।
দুই এক দিন সবে দ্বারে রহি গেছে।
রাজ-আজ্ঞা-মাত্র সবে দুই এক আছে।।
বিনা আজ্ঞা ছাড়ি দিলে দুঃখ পাই পাছে।
রাজদ্রোহী কর্ম্মে দেব বহু বিঘ্ন আছে।।
দোষ গুণ বুঝিতে ভীমের অধিকার।
ভীম ক্রোধ করিলে নাহিক প্রতিকার।।
বুঝিয়া করহ দেব যে হয় বিচার।
কি শক্তি আমার, আজ্ঞা বিনা ছাড়ি দ্বার।।
এত শুনি কৃষ্ণ তারে নিন্দিয়া অপার।
ক্রোধ করি চলিলেন পশ্চিম-দুয়ার।।
গোবিন্দ বলেন, রাজা দেখ বিদ্যমান।
পৌত্র হৈয়ে নাহি মারে করিল সম্মান।।
নাহিক উহার দোষ কর্ম্ম এইরূপে।
ইন্দ্র যম ভয় করে ভীমের প্রতাপে।।
অল্প দোষে দেয় দণ্ড, ক্রোধ নিরন্তর।
শ্রুতিমাত্র দেয় শাস্তি, নাহি পরাপর।।
চলহ পশ্চিম-দ্বারে আছে দুর্য্যোধন।
আমা দেখি কদাচ না করিবে বারণ।।
আর কহি বিভীষণ, না হও বিস্মৃতি।
যখন করিব দৃষ্টি ধর্ম্ম-নরপতি।।
ভূমিষ্ঠ হইয়া তুমি প্রণাম করিবে।
নৃপতির আজ্ঞা পেলে তখনি উঠিবে।।
বিভাষণ বলে, প্রভু নহে কদাচন।
নিবেদন করিয়াছি মম বিবরণ।।
পূর্ব্ব হৈতে তব পদে বিক্রীত শরীর।
তব পদ বিনা অন্যে না নোয়াব শির।।

এত শুনি গোবিন্দ ভাবেন মনে মনে।
করিয়াছি কুকর্ম্ম আনিয়া বিভীষণে।।
বিভীষণ যদি দণ্ডবৎ না করয়।
সভাতে পাইবে লজ্জা ধর্ম্মের তনয়।।
এত চিন্তি জগন্নাথ করেন বিচার।
ব্রহ্মা আদি করাব নত, এবা কোন্ ছার।।
যজ্ঞারম্ভ কৈল রাজা আমার বচনে।
আমি যজ্ঞেশ্বর বলি জানে সর্ব্বজনে।।

ব্রহ্মা আদি কৈল যজ্ঞ ব্রহ্মাণ্ড ভিতর।
কোন যজ্ঞ নাহি হবে এ যজ্ঞ উপর।।
এত চিন্তি জগন্নাথ সহ বিভীষণ।
পশ্চিম-দ্বারেতে যান যথা দুর্য্যোধন।।
দুর্য্যোধন নৃপতির দুই অধিকার।
দ্রব্যের ভাণ্ডারী আর রক্ষা করে দ্বার।।
অসংখ্য ভাণ্ডার যেন শোভে গিরিবর।
কনক রজত মুক্তা প্রবাল পাথর।।
অমূল্য কীটজ চীর লোমজ বসন।
কস্তুরী দশন হস্তী শৃঙ্গী অগণন।।
চতুর্দ্দিকে হইতে আসিছে ঘনে ঘন।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন হয় বরিষণ।।
দরিদ্র ভিক্ষুক দ্বিজ ভট্ট আদি যত।
বিদুরের সম্মত দিতেছে অনুব্রত।।
যত দ্রব্য আসে, তত দিতেছে সকল।
পুনঃ পুনঃ আসে যেন জোয়ারেরজল।।
কত জনে কত দেয়, নাহি পরিমাণ।
অদরিদ্রা কৈল পৃথ্বী দিয়া বহু দান।।
ঊনশত ভাই সহ নিজ পরিবার।
দুর্য্যোধন দ্বারী রাখে পশ্চিম দুয়ার।।
গোবিন্দেরে নিরখিয়া বলে দুর্য্যোধন।
কহ কোন্ হেতু দাণ্ডাইয়া নারায়ণ।।
গোবিন্দ বলেন, ইনি লঙ্কার ঈশ্বর।
যাইতে নিবারে কেন তোমার কিঙ্কর।।
দুর্য্যোধন বলে, কৃষ্ণ নাহি তার দোষ।
আপনি জানহ প্রভু ভীমের আক্রোশ।।
হেথা দেখ জগন্নাথ দ্বারেতে আছয়।
পশ্চিম-দিকেতে বৈসে যত রাজচয়।।
শিরসি দেশের রাজা দেখহ রোহিত।
শতসংখ্য রাজা আছে ইহার সহিত।।
পঞ্চকোটি হস্তী সঙ্গে দশ-কোটি রথ।
যার সৈন্য যুড়িয়াছে দশ ক্রোশ পথ।।
নানা যান করিয়া বিবিধ রত্ন লৈয়া।
দ্বারেতে আছয়ে সব বারিত হইয়া।।
মালব-ঈশ্বর শিবি পুষ্কর নৃপতি।
পঞ্চশত রাজা আছে দোঁহার সংহতি।।
এক কোটি রথ আর গজ কোটি সাত।
কত অশ্ব আছে কেবা করে দৃষ্টিপাত।।
নানাবর্ণ রত্ন লৈয়ে দুয়ারেতে আছে।
মাস দুই তিন হৈল কেহ নাহি পুছে।।
দ্বারপাল রাজা আর রাজা বৃন্দারক।
প্রতিবিন্ধ্যা নরপতি অমর কণ্টক।।
এ সবার সঙ্গে রাজা শত পঞ্চশত।
লিখনে না যায় যত জগ বাজী রথ।।
চারি জাতি প্রজা এল নানা কর লৈয়া।
দ্বারেতে আছয়ে সবে বারিত হইয়া।।
চিত্রসেন রাজা দেখ গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর।
ত্রিশ-কোটি রথ ত্রিশ-কোটি যে কুঞ্জর।।
নানারত্ন আনিল নাহিক তার ওর।
এ সবার পাছে যেন দাণ্ডাইযা চোর।।
বসুদেব সহ আসে যত যদুবীর।
শল্য মদ্রেশ্বের যে মাতুল নৃপতির।।
আজ্ঞা পেয়ে মাদ্রীপুত্র লইল ভিতরে।
তথাপিও দুই দিন রহিলেন দ্বারে।।
আসিবা মাত্রেতে লয়ে চাহ যাইবার।
আজ্ঞা বিনা কিরূপেতে দ্বারী ছাড় দ্বার।।
এইক্ষণে আসিবেক মাদ্রীর নন্দন।
ক্ষণমাত্র হেথায় বৈসহ নারায়ণ।।

এত বলি দুর্য্যোধন দিল সিংহাসনে।
দুই সিংহাসনে বসিলেন দুই জন।।
কে বুঝিতে পারে জগন্নাথের চরিত।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁর মায়ায় মোহিত।।
ধন্য রাজা ইন্দ্রদ্যুন্ন, জন্ম শুভক্ষণে।
হেন প্রভু বশ কৈল আপনার গুণে।।
ধন্য ধন্য অশ্বমেধ কৈল শত শত।
কঠোর তপস্যা, রাজা ধন্য কৈল কত।।
কেহ যজ্ঞ ব্রত করে বৈভব কারণ।
ইন্দ্রপদ বাঞ্ছে কেহ কুবেরের ধন।।
তিন লোক মধ্যে ইন্দ্রদ্যুন্নেরে বাখানি।
কত ইন্দ্রপদ যার কর্ম্মের নিছনি।।
যাহার যশের গুণে পূরিল সংসার।
ক্ষিতিমধ্যে খণ্ডাইল যম-অধিকার।।
যাবৎ ব্রহ্মাণ্ড আর যাবৎ ধরণী।
করিল অদ্ভুত কীর্ত্তি নিস্তারিতে প্রাণী।।
গোহত্যা স্ত্রীহত্যা আদি করে যে নারকী।
অবহেলে স্বর্গে যায় কৃষ্ণ-মুখ দেখি।।
জন্মে জন্মে কাশী আদি নানাতীর্থ সেবে।
তপঃক্লেশ যজ্ঞ ব্রত সদা করে যবে।।
পঞ্চ মহাপাতকী শ্রীমুখ যদি দেখে।
সে কোটি কল্পের পাপ শরীরে না থাকে।।
শ্রীমুখ না দেখে যেবা থাকিতে নয়ন।
সংসারেতে নর-জন্ম তার অকারণ।।
জগন্নাথ না দেখে যেবা থাকিতে নয়ন।
সংসারেতে নর-জন্ম তার অকারণ।।
জগন্নাথ-মুখপদ্ম যে করে দর্শন।
জগন্নাথ নাম যেবা করয়ে স্মরণ।।
পৃথিবীর মধ্যে তাঁর সফল জীবন।
কাশীরাম প্রণময় তাঁহার চরণ।।

শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপা দর্শনে সকলের মূর্চ্ছা

তবে জন্মেজয় রাজা মুনিরে পুছিল।
কহ শুনি অনন্তর কি প্রসঙ্গ হৈল।।
মুনি বলে,শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
বিভীষণ সহ বসিলেন নারায়ণ।।
পথশ্রম হয়েছিল পদব্রজে চলি।
চতুর্দ্দিকে বিশেষে লোকের ঠেলাঠেলি।।
চৌদিকে অযুত ক্রোশ সভা-পরিসর।
ভ্রমিয়া দোঁহার শ্রম হৈল কলেবর।।
সিংহাসন উপরে বসিল দুইজন।
হেনকালে উপনীত মাদ্রীর নন্দন।।
গোবিন্দে দেখিয়া বীর কৈল নমস্কার।
তারে ডাকি কৃষ্ণ জিজ্ঞাসেন সমাচার।।
দুই তিন দিন নাহি রাজ-সম্ভাষণ।
কহ দেখি সহদেব সব বিবরণ।।
সহদেব বলে, শুন দেব দামোদর।
তুমি গেলে আসিলেন যতেক অমর।।
সকলের হইয়াছে রাজ- দরশন।
তব পদ দেখিবারে আছে সর্ব্বজন।।
দেববৃন্দ লইয়া আছয়ে দেবরাজ।
তুমি গেলে ভেটিবেক দেবের সমাজ।।
এত শুনি উঠিলেন শ্রীবৎস-লাঞ্ছন।
তাঁহার সহিত গেল নিকষা-নন্দন।।
সভামধ্যে প্রবেশের দেব নারায়ণ।
গোবিন্দেরে নিরখিয়া উঠে সর্ব্বজন।।

মণ্ডলী করিয়াছিল বেদীর উপরে।
কৃষ্ণে দৃষ্টিমাত্র সবে পড়ে বায়ুভরে।।
কত দূরে পড়ি গেল করি কৃতাঞ্জলি।
মহা-বাতাঘাতে যেন পড়িল কদলী।।
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর অপ্সর কিন্নর।
দেব-ঋষি ব্রহ্ম-ঋষি রক্ষ খগবর।।
একজন বিনা আর যে ছিল যথায়।
কত দূরে পড়ি সবে হৈল নম্রকায়।।
শতেক সোপান উঠেন নারায়ণ।
বিশ্বরূপ প্রকাশেন দেব জনার্দ্দন।।
যে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হৈল পদ্মাসন।।
সহস্র মস্তকে শোভে সহস্র নয়ন।
সহস্র মুকুট মণি কিরীট-ভূষণ।।
সহস্র শ্রবণে শোভে সহস্র কুণ্ডল।
সহস্র নয়নে রবি সহস্র মণ্ডল।।
বিবিধ আয়ুধ শোভে সহস্রেক করে।
সহস্র চরণে শোভা কত শশধরে।।
সহস্র সহস্র যেন সূর্য্যের উদয়।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভমণি-শোভিত হৃদয়। ।
গলে দোলে আজানুলম্বিত বনমালা।
পীতাম্বর শোভে যেন মেঘেতে চপলা। ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম আর শার্ঙ্গ ধনু।
নানাবর্ন মণিময় বিভূষিত তনু।।
সহস্র সহস্র শস্তু আছে করযোড়ে।
কত শত মুখে তারা স্তুতি বাণী পড়ে।।
সহস্র সহস্র চক্ষু বুকে দিয়া হাত।
সহস্র সহস্র অংশু করে প্রণিপাত। ।
বিশ্বরূপ বিশ্বপতি দেখি দেবগণ।
চকিত হইয়া সবে হৈল অচেতন।।
অন্তরীক্ষে থাকি ধাতা বিশ্বরূপ দেখি।
নিমিষে চাহিয়া মুদিলেন অষ্ট আঁখি।।
অজ্ঞান হইয়া ধাতা আপনা পাসরে।
করযোড় করি শেষে পড়ে কত দূরে।।
লুকায়ে ছিলেন শিব যোগীরূপে হৈয়ে।
চরণে পড়িল বিশ্বরূপ নিরখিয়ে।।
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন।
চন্দ্র সূর্য্য খগ নাগ গ্রহ রাশিগণ।।
যেই যথা ছিল সব গেল ধরা পড়ি।
অচেতন হৈয়ে সবে যায় গড়াগড়ি।।
সকলে পড়িল যদি করি প্রণিপাত।
যুধিষ্ঠিরে চাহি কন দেব জগন্নাথ।।
করযোড় করি বলে দেব ভগবান।
পূর্ব্বভিতে মহারাজ কর অবধান। ।
কমণ্ডলু জপমালা যায় গড়াগড়ি।
পড়িয়াছে চতুর্ম্মুখ অষ্টভুজ যড়ি।।
তাঁহার পশ্চাতে দেখ প্রজাপতি গণ।
কর্দ্দম কশ্যপ দক্ষ আদি যত জন।।
ব্রহ্মার দক্ষিণে দেখ যোগী মহাবেশ।
ত্রিলোচন পঞ্চানন প্রণমে মহেশ।।
কার্ত্তিক গনেশ দেখ তাহার পশ্চাৎ।
স্তুতি করি নমে তোমা, ধন্য তুমি তাত।।
সহস্র নয়নে বহে ধারা অগণন।
হের দেখ প্রণমিছে সহস্র-লোচন।।
দ্বাদশ আদিত্য আর দেব শশধর।
কুজ বুধ আর গুরু শুক্র শনৈশ্চর।।
রাহু কেতু অগ্নি তারা বসু অষ্ট জন।
মেঘ বার তিথি যোগ ঋষি পক্ষগণ।।
দেব-ঋষি ব্রহ্ম-ঋষি রাজ-ঋষিগণ।

প্রণাম করিছে সবে তোমার চরণ।।
যাম্যভিতে মহারাজ কর অবগতি।
প্রণাম করিছে পড়ি মৃত্যু-অধিপতি।।
পশ্চিমেতে অবধান কর নৃপবর।
করযোড়ে পড়িয়াছে জলের ঈশ্বর।।
সিন্ধুগণ সহ দেখ যত নদ-নদী।
যতেক দানব দৈত্য অমর-বিবাদী।।
হের দেখ মহারাজ সহস্র-সোদর।
সহস্র মস্তক ধরে শেষ বিষধর।।
প্রণাম করিছে তোমা ভূমিতলে পড়ি।
ধূলিতে সহস্র শির যায় গড়াগড়ি।।
উত্তরেতে মহারাজ কর অবধান।
প্রণাম করিছে তোমা যক্ষের প্রধান।।
গন্ধর্ব্ব ধবল অশ্ব দিয়া চারিশত।
ওই দেখ প্রণমিছে রাজা চিত্ররথ।।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ অপ্সরী অপ্সর।
গড়াগড়ি যায় দেখ ভূমির উপর।।
তার বামভাগে দেখ রাক্ষসের শ্রেষ্ঠ।
শ্রীরামের মিত্র হয় রাবণ-কণিষ্ঠ।।
হের অবধান কর কুন্তীর কোঙর।
ছয় সহোদর দেখ খগের ঈশ্বর।।
ভীষ্ম দ্রোণ দেখ ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত।
উগ্রসেন যজ্ঞসেন শল্য মদ্রনাথ।।
বসুদেব বাসুদেব আদি যত জন।
তব পদে প্রণাম করিছে সর্ব্বজন।।
পৃথিবীতে নাহি রাজা তোমার তুলনা।
কে করিতে পারে তব গুণের বর্ণনা।।
ব্রহ্মাণ্ড পূরিল রাজা তব কীর্ত্তি যশ।
তব গুণে মহারাজ হইলাম বশ।।

কৃষ্ণের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
ভয়েতে আকুল হয়ে কম্পিত শরীর।।
নয়ন-যুগলে পড়ে, শতধারা নীর।
মুহুমুহু অচেতন হয় পাণ্ডুবীর।।
ধৈর্য্য ধরি বলেন রাজা গদগদ-বচন।
আকিঞ্চন জনে প্রভু এত কি কারণ।।
তোমার চরণে মম অসংখ্য প্রণাম।
অবধানে নিবেদন শুন ঘনশ্যাম।।
তড়িত-জড়িত পীত কৌষবাস সাজে।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-বিভূষিত অঙ্গ মাঝে।।
শ্রবণে পরশে চক্ষু পুণ্ডরীক-পাত।
বিষ্ণু বিশ্বরূপ প্রভু সর্ব্বলোক-নাথ।।
সংসারে আছেন যত পুণ্য-আত্মজন।
সতত বন্দয়ে প্রভু তোমার চরণ।।
তব পদ সবাকার বন্দিবারে আশা।
আকাঙ্কায় মাগিবারে না করি ভরসা।।
যদি বর দিবা, এই করি নিবেদন।
অনুক্ষণ বন্দি যেন তোমার চরণ।।
এ সব অনিত্য যেন বাদিয়ার বাজি।
তোমার বিষম মায়া কিবা শক্তি বুঝি।।
গোবিন্দ বলেন, রাজ সবে ক্ষম তুমি।
ভক্তিমূলে তোমাতে বিক্রীত আছি আমি।।
আমার নিয়মে বর্ত্তে, ভকত আমাতে।
সেইজন মুক্তি লভে এই সংসারেতে।।
ব্রহ্মা-আদি দেবরাজ সম নহে তার।
প্রত্যক্ষ দেখহ যত চরণে তোমার।।
তব তুল্য প্রিয় মম নাহিক ভুবনে।
আমিও প্রণাম করি ভক্তের চরণে।।
এত বলি জগন্নাথে পড়িয়া ধরণী।

করপুটে কহিলেন কত স্তুতি বাণী।।
মোহিলেন মায়বশে পুনঃ নারায়ণ।
যতেক দেখিল সবে হৈল পাসরণ।।
মাতুল-নন্দন হেন দেখিয়া অচ্যুতে।
সহদেব কৈল আজ্ঞা বলহ উঠিতে।।
সহদেব ডাকি বলে, উঠ নারায়ণ।
আজ্ঞা হৈল নিবেদন কর প্রয়োজন।।
আজ্ঞা পেয়ে গোবিন্দ উঠেন ততক্ষণ।
বুকে হাত দিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন।।
বহুদিন হৈল আছে দেব খগনাথ।
আজ্ঞা হৈলে যায় সবে লৈয়ে যজ্ঞভাগ।।
ভারত-মণ্ডলে বৈসে যত নরপতি।
বহুদিন হৈল সবে দ্বারে করে স্থিতি।।
বিদায় হইয়া গেলে যত দেবগণ।
রাজগণ আসি তবে করিবে দর্শন।।
ইতিমধ্যে অবিলম্বে যাক নিজ দেশ।
বিদায় করহ শীঘ্র নাগরাজ শেষ।।
যজ্ঞস্থানে নাগরাজ আছে সাত দিন।
সপ্ত দিন হৈল সখা অন্নজল-হীন।।
না জানি না বুঝি নাগ কৈল অবিচার।
সখার উপরে দিল ধরণীর ভার।।
এতেক কহেন যদি দেব জগৎপতি।
লজ্জায় মলিনমুখ শেষ-অধিপতি।।
তবে অনুমতি কৈল ধর্ম্মের নন্দন।
যার যেই ভাগে লৈয়া গেলা দেবগণ।।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
যাহার শ্রবণে হয় পাপের সংহার।।

রাজগণের যজ্ঞ-সভায় প্রবেশ

ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা তবে কৈল ততক্ষণ।
চারিদ্বারে আছয়ে যতেক রাজগণ।।
সভামধ্যে সবাকারে আইসহ লৈয়া।
যত রত্ন ভাণ্ডারেতে সব সমর্পিয়া।।
আজ্ঞামাত্র আইলেন যত রাজগণ।
ধর্ম্মরাজে প্রণমিয়া রহে সর্ব্বজন।।
বসিবারে আজ্ঞা কৈল ধর্ম্মের নন্দন।
যথাযোগ্য স্থানে তবে বসে সর্ব্বজন।।
পৃথিবীর রাজগণ বসিল যখন।
ইন্দ্র-সভা হৈতে শোভা হইল তখন।।
নারদ দেখিয়া সভা হৃদয়ে ভাবিয়া।
কহিলেন ব্যাসদেবে একান্তে বসিয়া।।
যতেক দেখহ বসিয়াছে রাজগণ।
নিজে নিজে যুদ্ধ করি হইবে নিধন।।
অল্পদিনে খণ্ডিবেক পৃথিবীর ভার।
পরস্পর মারি সবে সবে হইবে সংহার।।
নারদের মুখে এত শুনিয়া বচন।
বিস্ময় মানিয়া চিত্তে চিন্তে তপোধন।।
হইবে অদ্ভুত হেন বিচারিল মনে।
দুই জন বিনা না জানিল অন্য জনে।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

শিশুপালের কৃষ্ণনিন্দা

www.bengaliebook.com

মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
সুধারস রাজসূয়-যজ্ঞের কথন।।
যুধিষ্ঠির সমাপন করিলেন যাগ।
তুষ্ট করিলেন দিয়া যার যেই ভাগ।।
সাক্ষাতে লইল পূজা দেব পিতৃ ভূপে।
ব্রাহ্মণে দক্ষিণা দিতে কহিলেন কৃপে।।
ব্রাহ্মণেরে দিতে কৃপাচার্য্য কৃপাবান।
যতেক দক্ষিণা দিল নাহি পরিমাণ।।
যে রাজ্যে হইতে আসে যত দ্বিজগণ।
সে রাজ্যের রাজা এনেছিল যত ধন।।
তাহার দ্বিগুণ করি দক্ষিণা যে দিল।
আনন্দেতে দ্বিজগণ দেশেতে চলিল।।
এক দ্বিজ করি দক্ষিণা যে দিল।
আনন্দেতে দ্বিজগণ দেশেতে চলিল।।
এক দ্বিজ দুই চারি লইয়া রাখাল।
দেশেতে চালায়ে দিল গবী বৎসপাল।।
কেহ অশ্ব গজপৃষ্ঠে কেহ চড়ি রথে।
রত্নের শকট চালাইয়া দিল সাথে।।
দক্ষিণা পাইয়া দেশে গেল দ্বিজগণ।
ধর্ম্মপুত্রে চাহি ভীষ্ম বলেন বচন।।
বহুদূর হইতে আইল রাজগণে।
বৎসর হইল পূর্ণ তোমার ভবনে।।
সবাকারে পূজা কর বিবিধ বিধানে।
যজ্ঞ পূর্ণ হৈল সবে যাউক ভবনে।।
যথাযোগ্য জানি রাজা পূজ ক্রমে ক্রমে।
শ্রেষ্ঠ জন জানি আগে পূজহ প্রথমে।।
এত শুনি যুধিষ্ঠির ভীষ্মের বচন।
ভাল বলি সহদেবে করেন স্মরণ।।
আজ্ঞামাত্র সহদেব তখনি আইল।
অর্ঘ্যপাত্র করে লৈয়ে সম্মুখে দাঁড়াল।।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন কহ পিতামহ।
কাহাকে পূজিব আগে শ্রেষ্ঠ কেবা কহ।।
ভীষ্ম বলে বৃষ্ণিবংশে বিষ্ণু-অবতার।
উদ্দেশে মহেন্দ্র-আদি পূজা করে যাঁর।।
সর্ব্বাগ্রেতে অর্ঘ্য দেহ চরণে তাঁহার।
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্রের আকার।।
ভকতবৎসল তিনি কৃপা-অবতার।
তাঁর অগ্রে অর্ঘ্য পায় হেন নাহি আর।।
তবে অর্ঘ্য দেহ বীর রাজগণ শিরে।
এত শুনি আনন্দিত সহদেব বীরে।।
অর্ঘ্য দিয়া গোবিন্দ-চরণ পূজা করে।
হৃষ্টচিত্ত হৈয়ে কৃষ্ণ লইলেন করে।।
কৃষ্ণে পূজি আনন্দিত পাণ্ডুপুত্রগণ।
সহিতে নারিল দমঘোষের নন্দন।।
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢালি।
ভীষ্ম আদি সবাকারে ক্রোধে পাড়ে গালি।।
রাজসূয়-যজ্ঞ পূর্ণ কৈল কুরুবর।
দেখিয়া কৃষ্ণের পূজা চেদির ঈশ্বর।।
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ বলে বার বার।
ওহে ভীষ্ম এ তোমার কিমত বিচার।।
সভাতে আছেন রাজা রাজার কুমার।
পৃথিবীর যত রাজা দ্বারেতে তোমার।।
এ সব থাকিতে পূজ্য বৃষ্ণি-কূলোদ্ভব।
সহজে বালক বুদ্ধি কি জানে পাণ্ডব।।
রাজসূয়-যজ্ঞ আগে পূজিবেক রাজা।
কোন্ রাজপুত্র কৃষ্ণ তারে কৈলা পূজা।।
কোন্ রূপে পূজাযোগ্য হয় দামোদর।
কহ শুনি ওহে ভীষ্ম সভার ভিতর।।

বড় দেখি পূজা যদি চাহ করিবারে।
দ্রুপদেরে ছাড়ি কেন পূজহ ইহারে। ।
বিশেষ আছেন বসুদেব মহামতি।
পিতা স্থিতে পুত্রে পূজা কহ কোন্ রীতি।।
যদি বা পূজিবে ইথে আচার্য্যের ক্রমে।
দ্রোণে ত্যজি কৃষ্ণে কেন পূজিলে প্রথমে।।
ঋষিশ্রেষ্ঠ পূজিতে চাহ যদি রাজন।
গোপালে পূজহ কেন ত্যজি দ্বৈপায়ন।।
রাজক্রমে পূজিবারে চাহ নরবর।
দুর্য্যোধনে ত্যজি কেন পূজ নারায়ণ।।
প্রিয়শিষ্য শ্রীরামের কর্ণ মহাবীর।
ভুজবলে শাসিল নৃপতি পৃথিবীর।।
অশ্বত্থামা কৃপ শল্য ভীষ্মক নৃপতি।
আমা আদি করি রাজা আছে মহামতি।।
গণিলে কাহার মধ্যে এই গোপালেরে।
কি বুঝিয়া অর্ঘ্য দিলে সভার ভিতরে।।
প্রিয়বন্ধু বলি যদি কৃষ্ণে কৈলে পূজা।
তবে কেন নিমন্ত্রি আনিলে সর্ব্ব রাজা।।
ক্ষত্রিয় মধ্যেতে এই পৃথিবী ভিতরে।
এমন অমান্য কেহ কভু নাহি করে।।
অর্থ-গর্ব্বে ভুজ-গর্ব্বে কৈলে হেন বাসি।
ভয়ে কিম্বা লোভে মোরা কেহ নাহি আসি।।
ধর্ম্মবাঞ্ছা করিয়াছে ধর্ম্মের নন্দন।
ধর্ম্মকার্য্য হেতু মো সবার আগমন।।
নিমন্ত্রিয়া আনি শেষে কর অপমান।
এই হৈতে ধর্ম্ম তব হৈল সমাধান।।
হে গোপাল তব মুখে নাহি দেখি লাজ।
কেমনে লইলে অর্ঘ্য এ সবার মাঝ।।
এ সভায় তব পূজা হৈল বড় শোভা।
নপুংসক জনের হইল যেন বিভা।।
অন্ধ-স্থানে অন্ধ যেন জিজ্ঞাসয়ে পথ।
সভামাঝে তব পূজা হৈল সেই মত।।
দুষ্ট ভীষ্ম, দুষ্ট কৃষ্ণ, দুষ্ট এ রাজন।
দুষ্টের সভায় নাহি রহি কদাচন।।
যেই ছার সভায় সুজনে অপমান।
ক্ষণমাত্র তথায় না রহে জ্ঞানবান।।
এত বলি উঠিয়া চলিল শিশুপাল।
সঙ্গেতে চলিল দুষ্ট কতেক ভূপাল। ।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান। ।

শিশুপালের প্রতি যুধিষ্ঠির ও ভীষ্মের বাক্য

শীঘ্রগতি যুধিষ্ঠির ত্যজি সিংহাসন।
শিশুপাল প্রতি কহে মধুর বচন।।
এ কর্ম্ম তোমার যোগ্য নহে চেদীশ্বর।
যজ্ঞ হৈতে লয়ে যাও সব নৃপবর।।
কি কারণে নিন্দা কর গঙ্গার নন্দনে।
আপনি দেখহ বড় বড় রাজগণে।।
কৃষ্ণের পূজায় কারো নাহি অপমান।
মুনিগণ আদি সবে আনন্দ-বিধান।।
পিতামহ জানেন যে গোবিন্দের তত্ত্ব।
প্রথমে পূজিয়া তাঁরে রাখেন মহত্ত্ব।।
ভীষ্ম বলিছেন, শুন ধর্ম্ম গুণাধার।
মান্যযোগ্য নহে দমঘোষের কুমার।।

কৃষ্ণপূজা করিবারে নিন্দে যেই জন।
সে জনারে মান্য না করিও কদাচন।।
দুষ্টবুদ্ধি শিশুপাল অল্প তার জ্ঞান।
রাজগণ মধ্যে না লিখিবা তার নাম।।
পূজা করে কৃষ্ণপদ ত্রৈলোক্য অবধি।
আমি কিসে গণ্য, যাঁরে পূজা করে বিধি।।
বহু বহু জ্ঞানী বৃদ্ধলোক-মুখে শুনি।
কৃষ্ণের মহিমা নাহি জানে পদ্মযোনি।।
জন্ম হৈতে কৃষ্ণের মহিমা অগোচর।
আমি কি বলিব সব খ্যাত চরাচর।।
পূর্ব্বে সাধুজন সব করিয়াছে পূজা।
পৃথিবীর রাজমধ্যে শ্রেষ্ঠ এই রাজা।।
বিপ্রমধ্যে পূজা পায় জ্ঞানী বৃদ্ধগণ।
ক্ষত্রমধ্যে বলবানে করি যে পূজন।।
বৈশ্যমধ্যে পূজা আগে বহু ধান্য ধনে।
শূদ্রমধ্যে পূজা পায় বয়োধিক জনে।।
যত ক্ষত্রগণ আছে সভার ভিতরে।
কোন্ জন জ্ঞাত নহে দেব দামোদরে।।
কোন্ রূপে কৃষ্ণ ন্যূন এ সভার মাঝ।
কুলে বলে কৃষ্ণ তুল্য আছে কোন্ রাজ।।
দান যজ্ঞ ধর্ম্ম আর কীর্ত্তি সম্পদেতে।
সংসারের যত গুণ আছয়ে কৃষ্ণেতে।।
সংসারের যত কর্ম্ম যে জন করয়।
গোবিন্দেরে সমর্পিলে সর্ব্ব সিদ্ধ হয়।।
প্রকৃতি অব্যক্ত কৃষ্ণ আদি সনাতন।
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে আছে সেই জন।।
আকাশ পৃথিবী তেজ সলিল মরুত।
সংসারে যতেক সব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত।।
অল্পবুদ্ধি শিশুপাল কিছু নাহি জানে।
কৃষ্ণপূজা নিন্দা করে তাহার কারণে।।
এতেক বলেন যদি গঙ্গার নন্দন।
সহদেব বলিতে লাগিল ততক্ষণ।।
অপ্রমেয়-পরাক্রম যেই নারায়ণ।
হেন প্রভু পূজিবারে নিন্দে যেই জন।।
তাহার মস্তকে আমি বাম পদ দিয়া।
এ সভার মধ্যে তেঁই বলিব ডাকিয়া।।
রাজনীতি-বুদ্ধিবলে অধিক কে আছে।
কৃষ্ণ হৈতে এ সবার মধ্যে সবে পাছে।।
এতেক বলিল যদি মাদ্রীর নন্দন।
ঘৃত দিলে প্রজ্জ্বলিত যেন হুতাশন।।
শিশুপাল আদি করি যত নৃপগণ।
ক্রোধভরে গর্জ্জিয়া উঠিল ততক্ষণ।।
যজ্ঞ নাশ কর আর মারহ পাণ্ডব।

বৃষ্ণিবংশ মার আর মারহ মাধব।।
এত বলি রাজগণ মহা কোলাহলে।
প্রলয় সময়ে যেন সমুদ্র উথলে।।
রাজগণ-আড়ম্বর দেখি ধর্ম্মরায়।
ভীষ্মেরে বলেন কহ ইহার উপায়।।
রাজার সমুদ্র এই ক্রোধে উথলিল।
না দেখি কুশল বুঝি অনর্থ ঘটিল।।
ইহার বিধান আজ্ঞা কর মহাশয়।
রাজগণ রক্ষা পায় যজ্ঞ পূর্ণ হয়। ।
ভীষ্ম বলিলেন, রাজা না করিহ ভয়।
প্রথমে কহেছি আমি ইহার উপায়।।
গোবিন্দেরে আরাধনা করে যেই জনে।
তাহার কাহারে ভয় এ তিন ভুবনে।।
এই সব ক্রুদ্ধ যত দেখ রাজগণ।
শৃগালের সম দেখে দেবকী-নন্দন।।
যতক্ষণ সিংহ নিদ্রা হৈতে নাহি উঠে।
গর্জ্জয়ে শৃগালগণ তাহার নিকটে।।
যতক্ষণ গোবিন্দ না করে অবধান।
ততক্ষণ গর্জ্জিবেক এ সব অজ্ঞান। ।
শিশুপালের বুদ্ধিতে গর্জ্জে যত জন।
তাহারা যাইবে শীঘ্র যমের সদন।।
অগ্নি দেখি পতঙ্গ বিক্রম যত করে।
ক্ষণমাত্রে ভস্ম হয় পরশি অগ্নিরে।।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি যাঁহার স্বভাব।
মূঢ় শিশুপাল কিছু না জানে সে ভাব।।
ভীষ্মের বচন শুনি দমঘোষ-সুত।
কটু বাক্যে নিন্দা করি বলিল বহুত।।
বৃদ্ধ হৈলি নাহি লজ্জা কুলাঙ্গার ওরে।
বিভীষিকা প্রাণভয় দেখাও সবারে।।
বৃদ্ধ হৈলে প্রায় লোক মহিচ্ছন্ন হয়।
ধর্ম্মচ্যুত কথা তাই কহ দুরাশয়। ।
কুরুগণ-মধ্যে তোমা দেখি এই মত।
অন্ধ যেন অন্ধ স্থানে জিজ্ঞাসয়ে পথ।।
কৃষ্ণের বড়াই নাহি কর বহুতর।
তাহার মহিমা যত কার আগোচর।।
তার আগে কহি, নাহি জানে যেই জন।
নারী পূতনায় দুষ্ট করিল নিধন।।
কাষ্ঠের শকটখান দিল ফেলাইয়া।
পুরাতন দুই বৃক্ষ ফেলিল ভাঙ্গিয়া।।
বৃষ অশ্ব মারিয়া হইল অহঙ্কার।
ইন্দ্রজাল করি কংসে করিল সংহার। ।
সপ্ত দিন গোবর্দ্ধন ধরিল বলয়।
এ সব তোমার চিত্তে মোর চিত্তে নয়।।
বল্মীকের ছত্র প্রায় লাগে মোর মনে।
বড় বলি কহে যত মূঢ় গোপগণে।।
সাধুজন সঙ্গে তোর নাহিক মিলন।
শুন আমি কহি যে কহিল সাধুজন।।
স্ত্রীলোক গো দ্বিজ আর অন্ন খাই যার।
এত জনে কদাচিৎ না করি প্রহার।।
স্ত্রীলোক পূতনা মারে, বৃষ মারে মাঠে।
কংসেরে মারিল যার অর্দ্ধ অন্ন পেটে।।
মাতুলহন্তা স্ত্রীঘাতী পাপী দুরাচার।
হেন জনে কর স্তুতি আরে কুলাঙ্গার।।
তোর কর্ম্মে পাণ্ডবের বড় হৈল তাপ।
ধর্ম্মচ্যুত হৈলি তুই দুষ্টমতি পাপ।।
আপনারে ধর্ম্মজ্ঞ বলিস্ লোকমাঝ।
ইহার যতেক কর্ম্ম শুন সর্ব্বরাজ।।
কাশীরাজ-কন্যা অম্বা শাল্বে বরেছিল।

এই দুষ্ট গিয়া তারে হরিয়া আনিল। ।
বার্ত্তা জানি পুনঃ তারে করিল বর্জ্জন।
শাল্বরাজা শুনি তারে না কৈল গ্রহণ।।
তবে কন্যা প্রবেশিল অনল ভিতরে।
স্ত্রী বধিয়া মহাপাপী খ্যাত চরাচরে।।
আরে ভীষ্ম তোর ভাই স্বধর্ম্মেতে ছিল।
সুপথে বিচিত্রবীর্য্য জন্ম গোঁয়াইল।।
সে মরিল নিজ ভার্য্যা দিয়া অন্য জনে।
তুমি দুরাচর জন্মইলে পুত্রগণে।।
ব্রহ্মচারী আপনারে বলাইস্ লোকে।
হেন ব্রহ্মচর্য্য করে বহু নপুংসকে।।
কোন রূপে তব শ্রেয় নাহি দেখি আমি।
দান যজ্ঞ ব্রহ ব্যর্থ কর অধোগামী।।
বেদপাঠ ধ্যান ব্রহ যোগযোগ দান।
ইহা সবে নাহি হয় অপত্য সমান।।
সর্ব্বদোষ কুলাঙ্গার আছে তোর স্থান।
অনপত্য বৃদ্ধ তোর কুপথ বিধান।।
পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি হংস-বিবরণ।
তাহার সদৃশ ভীষ্ম তোর আচরণ।।
হংস-যূথ মধ্যে এক বৃদ্ধ হংস থাকে।
ধর্ম্ম কর পুণ্য কর বলে সর্ব্বলোকে।।
অহর্নিশি হংসগণে ধর্ম্মকথা কয়।
ধার্ম্মিক জানিয়া সবে তার বাক্য লয়।।
হংসগণ যায় যদি আহার কারণে।
সবে কিছু কিছু আনে তাহার ভোজনে। ।
আপন আপন ডিম্ব রাখিয়া তথায়।
বিশ্বাস করিয়া সবে চরিয়া বেড়ায়। ।
ক্রমে ক্রমে ডিম্ব সব করিল ভক্ষণ।
দেখি শোকাকুল হৈল সব কংসগণ।।
এক হংস বুদ্ধিমন্ত তাহাতে আছিল।
বৃদ্ধ হংস ডিম্ব খায় প্রকারে জানিল।।
ক্রোধে সব হংস তারে করিল নিধন।
সেই হংস মত ভীষ্ম তব আচরণ।।
বৃদ্ধ হংসে হংস যথা করিল নিধন।
সেরূপে মারিবে তোরে যত রাজগণ।।
আরে ভীষ্ম জ্ঞানহারা হৈলি বৃদ্ধকালে।
যে গোপজাতির নিন্দা করয়ে সকলে।।
বৃদ্ধ হৈয়ে তারে তুই করিস্ স্তবন।
ধিক্ ক্ষত্র ভীষ্ম নাম ধর অকারণ।।
জরাসন্ধ রাজা চিল রাজচক্রবর্ত্তী।
কদাচিত না যুঝিল ইহার সংহতি।।
গোপজাতি বলি ঘৃণা কৈল নরবর।
তার ভয়ে রয়েছিল সমুদ্র-ভিতর।।
দেশের বাহিরে যেন শৃগাল-প্রকৃতি।
কপটে মারিল জরাসন্ধ নৃপবরে।
দ্বিজরূপে গেল দুষ্ট পুরীর ভিতরে। ।
ইহার জাতির আমি না পাই নির্নয়।
কভু ক্ষত্র কভু গোপ কভু দ্বিজ হয়।।
কহ ভীষ্ম এই যদি দেব জগৎপতি।
তবে কেন ক্ষণে ক্ষণে হয় নানাজাতি।।
এই সে আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে মনে।
ধর্ম্মহীন অসম্ভব কথা বল কেনে।।
দুর্দ্দেব হইবে, যার তুমি বুদ্ধিদাতা।
তব বুদ্ধি-দোষে রাজসূয় হৈল বৃথা।।
শিশুপাল ভীষ্মে কটু বলিল অপার।
শুনি ক্রোধে জ্বলিলেন পবন কুমার।।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ দন্ত কটমটি।
সর্ব্বাঙ্গ ঘামিল ক্রোধে ললাটে ভ্রুকুটি।।

রক্তমুখ বিকৃতি অধরে দন্তচাপে।
সিংহাসন হৈতে বীর উঠে এক লাফে।।
যুগান্তের যম যেন সংহারিতে সৃষ্টি।
শিশুপাল উপরে ধাইল ক্রোধদৃষ্টি।।
দুই হস্ত ধরে তার গঙ্গার নন্দন।
কার্ত্তিকে ধরিল যেন দেব ত্রিলোচন।।
বহু বহু মিষ্টভাষে ভীমে নিবারিল।
সমুদ্র-তরঙ্গ যেন কূলে লুকাইল।।
না পারিল ভীম, হস্ত করিতে মোচন।
জলে নিবারিল যেন দীপ্ত হুতাশন।।
দুষ্ট শিশুপাল তবে অল্পজ্ঞান করি।
ক্ষুদ্র মৃগ দেখি যেন হাসয়ে কেশরী।।
ডাকি বলে, আরেরে রহিলি কি কারণ।
হস্ত ছাড় ভীষ্ম কেন কর নিবারণ।।
কৌতুক দেখুক যত নৃপতি সকলে।
পতঙ্গের মত যেন দহিব অনলে।।
ভীমে নিবারিয়া কহে গঙ্গার নন্দন।
এই শিশুপালের শুনহ বিবরণ।।

ভীষ্ম কর্ত্তৃক শিশুপালের জন্ম-বৃত্তান্ত কথন ও শিশুপালের ক্রোধ

চেদিরাজ-গৃহে জন্ম হইল যখন।
চারি গোটা হস্ত আর হৈল ত্রিলোচন।।
জন্মমাত্রে ডাকিলেক গর্দ্ধভের প্রায়।
বিপরীত দেখি কম্প লাগে বাপ মায়।।
জাতমাত্র ত্যজিবারে কৈল তারা মন।
আচম্বিতে শুনে শূন্যে আসুরী- বচন।।
শ্রীমন্ত বলিষ্ঠ এই হইবে নন্দন।
না করিহ ভয়, কর ইহারে পালন।।
বিপরীত দেখি যদি চিন্তা কর মনে।
ইহার কারণ কিছু শুন সাবধানে।।
দুই ভুজ চক্ষু যাবে পরশনে যার।
সেই জন এই শিশু করিবে সংহার।।
চতুর্ভুজ হয়েছিল চেদীর নন্দন।
রাজ্যে রাজ্যে শুনিল যতেক রাজগণ।।
আশ্চর্য্য শুনিয়া সবে যায় দেখিবারে।
দশ বিশ রাজা নিত্য যায় তার পুরে।।
সবাকারে দমঘোষ করয়ে অর্চ্চন।
সবাকার কোলে দেয় আপন নন্দন।।
তবে কত দিনে শুনি হেন বিবরণ।
দেখিতে গেলেন তথা রাম নারায়ণ।।
গোবিন্দের পিতৃষ্বসা ইহার জননী।
তার গৃহে উপস্থিত রাম যদুমণি।।
দিখি পিতৃষ্বসা করে বহু সমাদর।
হৃষ্টচিত্তে ভুঞ্জাইল দুই সহোদর।।
স্নেহেতে বালক লৈয়ে দিল কৃষ্ণকোলে।
দুই হস্ত খসি পড়ে অমনি ভুতলে।।
কপালের নয়ন কপালে লুকাইল।
দেখিয়া ইহার মাতা সশঙ্কা হইল।।
করযোড় করি বলে দেব দামোদরে।
এক বর মাগি বাপু আজ্ঞা কর মোরে।।
তুমি ভয় ভাঙ্গিলে যে দেহ হয় স্থির।।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, মাতা না ভাবিও মনে।
কোন বর আজ্ঞা কর দিব এইক্ষণে।।
মহাদেবী বলে মোরে এই বর দিবা।
এ পুত্রের অপরাধ শত যে ক্ষমিবা।।
বহু অপরাধ এই করিবে তোমার।

মোরে দেখি অপরাধ ক্ষমিবা ইহার।।
কৃষ্ণ বলে, না লঙ্ঘিব বচন তোমার।
শত অপরাধ আমি ক্ষমিব ইহার।।
অবশ্য ক্ষমিব দোষ একশত ইহার।।
অবশ্য ক্ষমিব দোষ একশত বার।
তোমার অগ্রেতে মাতা করি অঙ্গীকার।।
পূর্ব্বে হইয়াছে এই রূপেতে নির্ব্বন্ধ।
মূঢ় শিশুপাল দুই চক্ষু স্থিতে অন্ধ।।
তোমারে ডাকিছে দুষ্ট যুদ্ধের কারণ।
তব কর্ম্ম নহে ইহা কুন্তীর নন্দন।।
শ্রীকৃষ্ণের অংশ কিছু আছয়ে ইহায়।
সে কারণে ইহা সহ যুদ্ধ না যুয়ায়।।
হেন জন কেবা আছে সংসার ভিতরে।
কাহার শকতি মোরে গালি দিতে পারে।।
কু-বচন বলিল যে এই কুলাঙ্গারে।
হীনবীর্য্য হৈলে সেহ নারে সহিবারে।।
বিষ্ণু অংশ লইবারে চাহে নারায়ণ।
তোর যত গালি সহি তাহার কারণ।।
ভীষ্মের এতেক বাক্য শুনি চেদীশ্বর।
হাস্য পরিহাস্য করি বলয়ে উত্তর।।
ভাল হৈল শত্রু মোর নন্দের নন্দন।
তোর এত স্তুতি তারে কিসের কারণ।।
লোকের বর্ণনা যথা করে ভট্টগণ।
এত যদি কর তুমি পরের স্তবন।।
যত স্তুতি কৈলে তুমি নন্দের নন্দনে।
অন্য জনে কৈলে বর পেতে এতক্ষণে।।
বাহ্লীক রাজার যদি করিতে স্তবন।
যত স্তুতি কৈলে তুমি নন্দের নন্দনে।।
অন্য জনে কৈলে তুমি নন্দের নন্দনে।
অন্য জনে কৈলে বর পেতে এতক্ষণে।।
বাহ্লীক রাজার যদি করিতে স্তবন।
মনোমত বর তবে পাইতে এক্ষণ।।
মহাদাতা কর্ণবীর বিখ্যাত সংসারে।
জরাসন্ধ রাজা যারে হারিলা সমরে।।
শ্রবণে কুণ্ডল যার দেবের নির্ম্মাণ।
অভেদ্য কবচ অঙ্গে সূর্য্য-দীপ্তিমান।।
অঙ্গ-রাজ্যেশ্বর সেই দানে অকাতর।
কর্ণে স্তুতি করিলে যে পেতে ভাল বর।।
দ্রোণ দ্রৌণি পিতা পুত্র বিখ্যাত সংসারে।
মুহূর্ত্তেকে ভূমণ্ডল পারে জিনিবারে।।
রাজগণ মধ্যে দুর্য্যোধন মহাবল।
সাগরান্ত পৃথিবী যাহার করতল।।
ভগদত্ত জয়দ্রথ ভীষ্মক দ্রুপদ।
রুক্মী দন্তবক্র মৎস্য কলিঙ্গ কামদ।।
বৃষসেন বিন্দ অনুবিন্দ কৃপাচার্য্য।
এ সবার স্তুতি কৈলে হৈত বড় কার্য্য।।
ধিক্ ধিক্ বুদ্ধি তব কি বলিব আর।
ভূলিঙ্গ পক্ষীর সম চরিত্র তোমার।।
ভূলিঙ্গ বলিয়া পক্ষী হিমাদ্রিতে থাকে।
তাহার সংবাদ শুনিয়াচি লোকমুখে।।
সব পক্ষিগণে সেই উপদেশ কয়।
সাহসিক কর্ম্ম ভাই কভু ভাল নয়।।
সাহসিক কর্ম্মে ভাই দুঃখ হয় পাছে।
মোর কথা নয় ইহা শাস্ত্রে হেন আছে।।
হেনরূপ পক্ষিগণে কহে অনুক্ষণ।
তাহার যে কর্ম্ম তাহা শুন সর্ব্বজন।।
আহার করিয়া সিংহ থাকয়ে শুইয়া।
ভূলিঙ্গ থাকয়ে তার নিকটে বসিয়া।।

কতক্ষণে হাই উঠে সিংহের মুখেতে।
ভক্ষ্য-মাংস লাগি থাকে তাহার দন্তেতে।।
অতি শীঘ্র সেই মাংস কাড়ি লৈয়ে খায়।
নিজকর্ম্ম এইরূপ অন্যেরে শিখায়। ।
সিংহের কৃপাতে রহে ভূলিঙ্গ-জীবন।
ইঙ্গিতে মারিতে পারে যদি করে মন।।
সেইমত রাজগণ ক্ষমিছে তোমারে।
ক্রোধ কৈলে তখনি পাঠাত যমঘরে।।
অসহ্য এই কটুবাক্য শুনি ভীষ্মবীর।
কহেন কম্পিত অঙ্গ হইয়া অস্থির।।
আরে মূর্খ দুরাচার শুন ক্রূরমন।
কৃষ্ণে স্তুতি করি হেন বলিলি বচন।।
চতুর্ব্বেদ চতুর্ম্মুখ সীমা নাহি পায়।
পঞ্চমুখে ভোলানাথ যার গুণ গায়।।
সহস্র বদনে শেষ যারে করে স্তুতি।
চরাচরে আর যত বৈসে মহামতি।।
যাহার জিহ্বাতে নাহি কৃষ্ণ গুণগান।
সংসারেতে পাপতনু ধরে অকারণ।।
ক্ষুদ্র যে মনুষ্য আমি হই অল্পমতি।
আমি কি করিতে পারি কৃষ্ণ-গুণ স্তুতি।।
আরে পাপ বলিলি ক্ষমিছে রাজগণ।
সে কারণে রহিয়াছে তোমার জীবন।।
এ সভার মধ্যে যত দেখি রাজগণ।
তৃণবৎ হেন আমি করি যে গণন।।
এ প্রকার বলিলেন গঙ্গার নন্দন।
ক্রোধেতে নৃপতি সব করিছে গর্জ্জন।।
সাধু রাজগণ শুনি হইল হরষ।
দুষ্ট রাজগণ সব বলয়ে কর্কশ।।
গর্ব্বিত দুর্ম্মতি এই ভীষ্ম পাপাচার।
পশুর মতন এরে করহ সংহার।।
কেহ বলে ইচ্ছামৃত্যু অহঙ্কার ধরে।
বান্ধিয়া অনলে লৈয়ে পোড়াও ইহারে।।
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম, শুন রাজগণ।
মুখেতে গর্জ্জন কর সব অকারণ।।
পদ দিয়া কহি আমি সবাকার শিরে।
যার মৃত্যু ইচ্ছা আছে আইস সমরে। ।
কেবল না ডাকি রণে দৈবকী-নন্দন।
সমরে ডাকুক যার নিকট মরণ।।
গোবিন্দের অংশ আছে শিশুপাল-দেহে।
সেই অংশ শ্রীগোবিন্দ যাবত না লহে।।
তাবৎ পর্য্যন্ত সবে হয়ে থাক স্থির।
পশ্চাতে পাঠাব সব যমের মন্দির।।
ভীষ্মের বচনে ক্রুদ্ধ হয়ে শিশুপাল।
ক্রোধে ডাক দিয়া বলে আরেরে গোপাল।।
তোর সহ বিনাশিব পাণ্ডুর নন্দনে।
তোরে পূজা কৈল কেন ত্যজি রাজগণে।।

শিশুপাল বধ ও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ সমাপন

এত বলি শিশুপাল করিছে গর্জ্জন।
হাসিয়া বলেন তবে কমললোচন॥
সকল নৃপতিগণ শুন দিয়া মন।
যত দোষ করিয়াছে এই দুষ্ট জন॥
যাদবীর গর্ভে জাত এই দুরাচার।
নিরবধি করিয়াছে যাদব অপকার॥
এককালে আমি পুরী দ্বারকা হইতে।
প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গিয়াছিলাম দৈবেতে॥

এই দুষ্ট শুনিলেক আমি নাই ঘরে।
সসৈন্যেতে গেল দুষ্ট দ্বারকা-নগরে॥
উগ্রসেন রাজা ছিল রৈবত পর্ব্বতে।
মাতুলের উপরোধ না ধরিল চিতে॥
লুঠিয়া দ্বারকাপুরী গেল দুরাশয়।
কহ শুনি হেন কর্ম্ম কার প্রাণে সয়॥
তবে কত দিনে পিতা অশ্বমেধ কৈল।
সঙ্কল্প করিয়া যজ্ঞ তুরঙ্গ ছাড়িল॥
যদুগণে নিয়োজিল অশ্বের রক্ষণে।
ঘোড়া হরি লৈয়ে গেল এই ত দুর্জ্জনে॥
ইহার অন্তরে তবে শুন সর্ব্বজনে।
সৌবীরেতে মহোৎসব হৈল কত দিনে॥
বভ্রু নামে যাদবের ভার্য্যা গুণবতী।
তারে বলে হরি নিল এই পাপমতি॥
তদন্তরে শুন সবে এ দুষ্ট কাহিনী।
ভদ্রা নামে কন্যা ছিল যাদবনন্দিনী॥
বসুরাজে বরেছিল সেই ত কন্যায়।
তারে হরি নিল দুষ্ট প্রবন্ধ-মায়ায়॥
মাতুলের কন্যা হয় ভগিনী ইহার।
তারে হরি নিয়া গেল এই দুরাচার॥
ইত্যাদি যতেক দোষ কহিব কতেক।
সাক্ষাতে দেখিলে হয় বিদিত প্রত্যেক॥
করিলাম সে সকল দোষের মার্জ্জন।
কেবল পিতৃস্বসার সত্যের কারণ॥
সাক্ষাতে শুনিলে সবে যে মন্দ বলিল।
সর্ব্বজনে শুনিলে যে এই ভাল হৈল॥
পরোক্ষের কথা যত শুনিলে শ্রবণে।
প্রত্যক্ষের যত কর্ম্ম দেখ বিদ্যমানে॥
বহু সহিলাম আর সহিবারে নারি।
মৃত্যুপথ চাহে আজি এই পাপকারী॥
আর শুন রাজগণ এ দুষ্টের কথা।
লক্ষ্মীরূপা রুক্মিণী ভীষ্মক নৃপসুতা॥
বিবাহ করিতে তারে করিলেক মন।
শূদ্রে যেন চাহে বেদ করিতে পঠন॥
শিশু যেন চন্দ্রমারে ধরিবারে চায়।
হবির্ভাগ চণ্ডালেতে কভু নাহি পায়॥

এতেক বলেন যদি শ্রীমধুসূদন।
শিশুপালে নিন্দা করে যত রাজগণ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি শিশুপাল হাসে।
গোবিন্দেরে নিন্দা করে অশেষ বিশেষে॥
নির্লজ্জ তোমারে আমি কি বলিব আর।
তোমার দুষ্কর্ম্ম যেন বিখ্যাত সংসার॥
ভীষ্মকের কন্যা মোরে করিল বরণ।
বহু দিন হয় নাহি জানে সর্ব্বজন॥
হরিয়া লইলি তারে রাজসভা হৈতে।
পুন সেই কথা কহ নির্লজ্জ মুখেতে॥
কহ কৃষ্ণ দেখিয়াছ শুনেছ ক্ষবণে।
বরপূর্ব্বা কন্যা হরিয়াছে কোন্ জনে॥
তোমা বিনা পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় ভিতরে।
কে করেছে নাম ধরি বলহ আমারে॥
গোকুলে করিলি যত জানে সর্ব্বজনা।
হরিলা কি পরদার যত ব্রজাঙ্গনা॥
কিবা তোর ক্রিয়া কর্ম্ম কি তোর আচার।
সভামধ্যে কহ পুন করি অহঙ্কার॥
শিশুপালের দোষাদি ক্ষমিয়াছি আমি।
দোষ না ক্ষমিয়া মোর কি করিবা তুমি॥
ক্ষম বা করহ ক্রোধ যেই লয় মতি।
তোমার কি শক্তি যে করিবা আমা প্রতি॥

এতেক বলিল যদি চেদীর ঈশ্বর।
শুনি সুদর্শনে আজ্ঞা দিলেন শ্রীধর॥
সুদর্শন মহাচক্র অগ্নি যেন জ্বলে।
শিশুপাল শির কাটি ফেলে ভূমিতলে॥
বজ্রাঘাতে চূর্ণ যেন হৈল গিরিবর।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল সব ক্ষিতীশ্বর॥
শিশুপাল-অঙ্গতেজ হইয়া বাহির।
আকাশে উঠিল যেন দ্বিতীয় মিহির॥
একদৃষ্টে দেখিছেন সব রাজগণে।
পুন আসি প্রণমিল কৃষ্ণের চরণে॥
কৃষ্ণের চরণে লিপ্ত হৈল আচম্বিত।
তাহা দেখি সভাজন হইল বিস্মিত॥
বিনা মেঘে বরিষয় গগনেতে জল।
কম্পিত নির্ঘাত শব্দে বৈল চলাচল॥
আর যত রাজগণ গর্জ্জিবারে ছিল।
ভয়েতে আকুল হৈয়া সবে লুকাইল॥
অধর কামড়ে কেহ ঠারাঠারি করে।
কোন কোন রাজা স্তুতি করে গোবিন্দেরে॥

সহোদরগণে বলিলেন যুধিষ্ঠির।
সৎকার কর শিশুপালের শরীর॥
শিশুপালপুত্রে করি চেদীর ঈশ্বর।
ধর্ম্মরাজে নিবেদিল যত নৃপবর॥
সম্পূর্ণ হইল যজ্ঞ সিদ্ধ হৈল কাজ।
লক্ষ রাজা উপরে হৈলে মহারাজ॥
তোমার মহিমা যত কহেছি বিশেষ।
আজ্ঞা কৈলে যাই সবে নিজ নিজ দেশ॥
রাজগণ বচন শুনিয়া ধর্ম্মরায়।
কহিলেন ভ্রাতৃগণে পূজহ সবায়।
যথাযোগ্য মান্য করি ভূমিপতিগণে।
অগ্রসরি কত পথ যাও জনে জনে॥
রাজার আজ্ঞায় নানাবিধ রত্ন দিয়া।
পাঠাইল রাজগণে সন্তোষ করিয়া॥

যজ্ঞান্তে দুর্য্যোধনের স্বগৃহে গমন

রাজগণ নিজরাজ্যে করিল গমন।
ধর্ম্মরাজে কহিলেন দেব নারায়ণ।।
আজ্ঞা কর দ্বারকায় যাই মহাশয়।
তব যজ্ঞ পূর্ণ হৈল, মম ভাগ্যোদয়।।
অপ্রমাদে রাজ্য কর, পাল প্রজাগণ।
সুহৃদ কুটুম্ব লোক করহ পালন।।
এত বলি ধর্ম্ম সহ দেব নারায়ণ।
কুন্তীস্থানে গিয়া করিলেন নিবেদন।।
আজ্ঞা কর, যাই আমি দ্বারকা-ভুবনে।
হইল সাম্রাজ্য-লাভ তব পুত্রগণে। ।
কুন্তী বলিলেন, তাত এ নহে অদ্ভুত।
যাহারে কিঞ্চিৎ দয়া করহ অচ্যুত। ।
এত বলি কৃষ্ণশিরে করেন চুম্বন।
প্রণাম করেন হরি ধরিয়া চরণ।।
দ্রৌপদী সুভদ্রা সহ করি সম্ভাষণ।
একে একে সম্ভাষেণ ভাই পঞ্চজন।।
শুভক্ষণে রথে চড়ি যান দ্বারাবতী।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে দুঃখী ধর্ম্ম-নরপতি।।
হেনমতে নিজদেশে গেল সর্ব্বজন।
ইন্দ্রপ্রস্থে রহিল শকুনি দুর্য্যোধন।।
বাঞ্ছা বড় ধর্ম্মরাজ-সভা দেখিবারে।
কত দিন বঞ্চে তথা কুরু নৃপবরে।।

www.bengaliebook.com

শকুনি সহিত সভা নিত্য নিত্য দেখে।
দিব্য মনোহর সভা অনুপম লোকে।।
নানারত্ন বিরচিত যেন দেবপুরী।
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন কুরু-অধিকারী।।
অমূল্য রতনে বিমণ্ডিত গৃহগণ।
এক গৃহ তুল্য নহে হস্তিনা-ভুবন।।
দেখি দুর্য্যোধনা রাজা অন্তরে চিন্তিত।
এক দিন দেখে তথা দৈবের লিখিত।।
মাতুল সহিত বিহরয়ে নরবর।
স্ফটিকের বেদী দেখে যেন সরোবর।।
জল জানি নরপতি গুটায় বসন।
পশ্চাতে জানিয়া বেদী লজ্জিত রাজন।।
তথা হৈতে কতদূরে গেল নরবর।
লজ্জায় মলিন মুখ কাপেঁ থর থর।।
স্ফটিক-মণ্ডিত বাপী ভ্রমে না জানিল।
স-বসন দুর্য্যোধন বাপীতে পড়িল।।
দেখিয়া হাসিল সবে যত সভাজন।
ভীম পার্থ আর দুই মাদ্রীর নন্দন।।
দেখিয়া দিলেন আজ্ঞা রাজা ভ্রাতৃগণে।
ধরিয়া তুলিল বাপী হৈতে দুর্য্যোধনে।।
সোদক বসন ত্যজি পরাইল বাস।
নিবৃত্ত করিল যত লোকজন হাস।।
অভিমানে কাপে দুর্য্যোধন-কলেবর।
বাহির হইব তব চিন্তিল অন্তর।।
ক্রোধেতে চলিল তবে গান্ধারী-কুমার।
ভ্রম হৈল দেখিবারে, না পায় দুয়ার।।
স্থানে স্থানে প্রাচীরেতে স্ফটিক-মণ্ডন।
দ্বার বোধে সেই দিকে চলে দুর্য্যোধন।।
ললাটে প্রাচীর বাজি পড়িল ভূতলে।
দেখিয়া হাসিল পুনঃ সভার সকলে।।
তাহা দেখি শীঘ্রগতি ধর্ম্মের কুমার।
নকুলে পাঠায়ে দিল দেখাইতে দ্বার।।
নকুল ধরিয়া হস্ত করিল বাহির।
অভিমানে দুর্য্যোধন কম্পিত শরীর।।
ক্ষণমাত্র তথায় না বিলম্ব করিল।
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা মাগি রথে আরোহিল।।
মাতুল সহিত তবে চলিল হস্তিনা।
ঘনশ্বাস হেঁটমাথা হইয়া বিমনা।।
যত যত শকুনি বলয়ে দুর্য্যোধনে।
উত্তর না পেয়ে জিজ্ঞাসিল ততক্ষণে।।
সঘনে নিশ্বাস কেন মলিন বদন।
অত্যন্ত চিন্তিত চিত্ত কিসের কারণ।।
দুর্য্যোধন বলে, মামা করহ শ্রবণ।
হৃদয় দহিছে মম এই অপমান।।
পাণ্ডবের বশ হৈল পৃথিবী-মণ্ডলে।
এক লক্ষ নরপতি রহে ছত্রতলে।।
ইন্দ্রের বৈভব জিনি কুন্তীর কুমার।
কুবেরের কোষ জিনি পূর্ণিত ভাণ্ডার।।
এ সব দেখিয়া মোর শুকাইল কায়।
সরোবর-জল যেন নিদাঘে শুকায়।।
আর দেখ আশ্চর্য্য মাতুল মহাশয়।
কীর্ত্তিশ্রেষ্ঠ করিলেক কুন্তীর তনয়।।
শিশুপালে বিনাশ করিল নারায়ণ।
কেহ এক ভাষা না কহিল রাজগণ।।
দ্বন্দ্ব করিবারে সবে আছিল সংহতি।
সে মরিলে লুকাইল সব নরপতি।।
পাণ্ডবের তেজে ছন্ন হৈল রাজগণে।
ক্ষত্র হৈয়ে সহে হেন কাহার পরাণে।।

আর অপরূপ তুমি দেখিলেক চোখে।
কত রত্ন লৈয়ে দ্বারে রাজগণ থাকে।।
বৈশ্য যেন কর লৈয়ে থাকে দাণ্ডাইয়া।
পশিতে না দেয় দ্বারে রাখে আগুলিয়া।।
এ সব দেখিয়া মম চিত্ত নহে স্থির।
অভিমানে শীর্ণ হৈল আমার শরীর।।
ভাই হইয়া ক্ষম মম নহিল সে রূপে।
দহিছে মাতুল অঙ্গ আমার এ তাপে।।
নিশ্চয় করিয়া আমি কহি যে তোমারে।
কিবা জলে পশি কিবা অনল ভিতরে।।
অথবা মরিব আমি খাইয়া গরল।
সহিতে না পারি, অঙ্গদহে চিন্তানল।।
বৈরীর সম্পদ যদি হীনলোকে দেখে।
সেহ সহিবারে নারে সদা পোড়ে শোকে।।
আমি হেন লোক হৈয়ে সহিব কেমনে।
এরূপ শত্রুর বৃদ্ধি দেখিয়া নয়নে।।
বলাধিক যুধিষ্ঠির আমি হীনবল।
সাগরান্ত ধরা তার অধীন সকল।।
কি কহিব মাতুল সকল দৈববশ।
কি কহিব রূপ গুণ সৌভাগ্য পৌরুষ।।
বনে জন্ম হৈল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
হস্তিনা আইল যেন বনবাসী জন।।
পিতৃহীন দুঃখিত বঞ্চিত মম ঘরে।
কতেক উপায় করিলাম মারিবারে।।
কিছু না হইল তার আমার মায়ায়।
দিনে দিনে বৃদ্ধি যেন পদ্মবন প্রায়।।
দেখহ মাতুল হেন দৈবের কারণ।
এত হীন হৈল ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ।।
পৃথার নন্দন হাসে আমাকে দেখিয়া।
কিমতে রাখিব তনু এ তাপ সহিয়া।।
এই সব কথা তুমি কহিও জনকে।
না যাইব গৃহে আমি, পশিব পাবকে।।
এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
শকুনি বলিল, ক্রোধ কর নিবারণ।।
যুধিষ্ঠিরে কদাচিত না হিংসিবে মনে।
তব প্রীতি সদা বাঞ্ছে ধর্ম্মের নন্দনে।।
যে কিছু বিভাগ দিলে করি বিবেচন।
তাহাতে সন্তুষ্ট হৈল ধর্ম্মের নন্দন।।
উপায় কতেক তুমি করিলে মারিতে।
তারা ধর্ম্ম হৈতে মুক্ত হইল তাহাতে।।
জতুগৃহে মুক্ত হৈয়ে পাঞ্চালেতে গেল।
সভামধ্যে লক্ষ্য বিন্ধি দ্রৌপদী পাইল।।
সহায় দ্রুপদ হৈল ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
রাজ-চক্রবর্ত্তী হৈল রাজা যুধিষ্ঠির।।
সসাগরা পৃথিবী খাটিল ছত্রতলে।
যতেক করিল সব নিজ ভুজবলে।।
ইথে কেন তাপ তুমি করহ হৃদয়।
তব অংশ হৈতে তারা কিছু নাহি লয়।।
অক্ষয় যুগল তূণ গাণ্ডীব ধনুক।
এ সব পাইল তৃপ্ত করিয়া পাবক।।
অগ্নি হৈতে ময়েরে করিল পরিত্রাণ।
সে দিলেক দিব্য সভা করিয়া নির্ম্মাণ।।
নিজ পরাক্রমেতে করিল ক্রতুরাজ।
তুমি কেন তাপ তাহে কর হৃদিমাঝ।।
তুমিহ করহ যজ্ঞ নিজ ভুজ জোরে।
তুমি কিসে অসমর্থ কহ দেখি মোরে।।
কহিলে যে, কেহ নাহি আমার সহায়।
তোমা অনুগত যত, কহি শুন রায়।।

শত ভাই তোমার প্রচণ্ড মহারথা।
শত পুত্র প্রতাপের কি কহিব কথা।।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা মহাবীর।
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত প্রতাপে মিহির।।
জয়দ্রথ বাহ্লীক ও আমরা থাকিতে।
তোমারে বধিতে কেবা আছে পৃথিবীতে।।
তুমিও পৃথিবী শাসি সঞ্চহ রতন।
কোন কর্ম্মে হীন তুমি, চিন্ত সে কারণ।।
দুর্য্যোধন বলে, আগে জিনিব পাণ্ডব।
পাণ্ডব জিনিলে মম বশ হৈবে সব।।
শকুনি বলিল, ভাল বিচারিলা মনে।
সংগ্রামে কে জিনিবেক পাণ্ডু-পুত্রগণে।।
পুত্র সহ দ্রুপদ সহায় নারায়ণ।
ইন্দ্র নারে জিনিবারে পাণ্ডুর নন্দন।।
জিনিবারে এক বিদ্যা আছে মম স্থান।
জিনিবারে চাহ যদি, লহ সেই জ্ঞান।।
দুর্য্যোধন বলে, কহ মাতুল সুমতি।
হেন বিদ্যা আছে যদি, দেহ শীঘ্রগতি।।
বিনা অস্ত্র প্রহারি পাণ্ডবদিগে জিনি।
কহ শীঘ্র মাতুল আনন্দ হৌক শুনি।।
শকুনি বলিল, এই শুন দুর্য্যোধন।
পাশায় নিপুণ নহে ধর্ম্মের নন্দন।।
তথাপিহ ইচ্ছা বড় পাশা খেলিবারে।
মোর সহ খেলি জিনে নাহিক সংসারে।।
ক্ষত্রনীতি আছে হেন যদ্যপি আহবয়।
কিবা দ্যূতে কিবা যুদ্ধে বিমুখ না হয়।।
কদাচিৎ যুধিষ্ঠির বিমুখ না হৈবে।
খেলিলে তোমার জয় অবশ্য হইবে।।
পিতারে এ সব কথা কহ গিয়া রেগে।
মম শক্তি নহিবে কহিতে তাঁর আগে।।
এইরূপ বিচার করিয়া দুই জনে।
হস্তিনা নগরে প্রবেশিল কতক্ষণে।।
ধৃতরাষ্ট্র-চরণে করিল নমস্কার।
আশিস্ করিয়া জিজ্ঞাসিল সমাচার।।
নিঃশব্দেতে রহিল নৃপতি দুর্য্যোধন।
কহিতে লাগিল তবে সুবল-নন্দন।।
জ্যেষ্ঠ পুত্র তব রায় সর্ব্বগুণবান।
হেন পুত্রে কেন তব নাহি অবধান।।
দিনে দিনে ক্ষীণ হয়, জীর্ণ শীর্ণ অঙ্গ।
রক্তহীন দেখি যে শরীর-বর্ণ পিঙ্গ।।
কি কারণে নাহি বুঝি হেন মনস্তাপ।
সঘনে নিশ্বাস, যেন দণ্ডাহত সাপ।।
ধৃতরাষ্ট্র বলে, কহ শুনি দুর্য্যোধন।
অঙ্গ তব হীনবল কিসের কারণ।।
শকুনি বলিল যত, শুনিনু শ্রবণে।
কি দুঃখ তোমার, নাহি লয় মোর মনে।।
কে আছে তোমার শত্রু, কার এত বল।
কোন সুখে হীন তুমি হইলে দুর্ব্বল।।
ধনে জনে সম্পদেতে কে আঁটে তোমায়।
কোনজন আছে হেন বীর বসুধায়।।
দিব্য ভক্ষ্য, দিব্য বস্ত্র, দিব্য আভরণ।
মনোহর গৃহ সব মণ্ডিত রতন।।
কি তব অসাধ্য, অনুশোচ কি কারণ।
এত শুনি কহিতে লাগিল দুর্য্যোধন।।
যে সকল ভুঞ্জি আমি ভোগের কারণ।
এত শুনি কহিতে লাগিল দুর্য্যোধন।।
সে সকল ভুঞ্জি আমি ভোগের কারণ।
অতি হীন জনের তা ভোগের বিধান।।

এই মনস্তাপ পিতা কর অবধান।
মৃত্যু নাহি, জিয়ে আছি, কঠিন পরাণ।।
শত্রুর সম্পদ পিতা দেখিয়া নয়নে।
নাহি হয় দেহ পুষ্ট, না তৃপ্তি ভোজনে।।
পাণ্ডবের লক্ষ্মী যেন দীপ্ত দিনকর।
সেই তাপে দহিতেছে মম কলেবর।।
পাণ্ডব-সম্পদ তুল্য নাহি দেখি শুনি।
কহিতে না পারি পিতঃ তাহার কাহিনী।।
অষ্টাশী সহস্র দ্বিজ নিত্য ভুঞ্জে গৃহে।
সুবর্ণের পাত্রে ভুঞ্জে, সুর মন মোহে।।
পৃথিবীর রাজগণ নানারত্ন লৈয়ে।
বৈশ্যগণ প্রায় থাকে দ্বারে দাণ্ডাইয়ে।।
এত রাজা রাজসূয় করিল যখন।
না জানি যে কত দ্বিজ করয়ে ভোজন। ।
মুহূর্ত্তেকে পিতা এক লক্ষ দ্বিজ ভুজে।
এক লক্ষ পূর্ণ হৈলে এক শঙ্খ বাজে।।
হেনমতে মুহুমুর্হু বাজে শঙ্খগণ।
অহর্নিশি শঙ্খ বাজে, না যায় গণন।।
শঙ্খ-শব্দ শুনি মম চমকিত মন।
ধনের কতেক পিতা করিব বর্ণন।।
সে সব দেখিয়া চমৎকার লাগে মনে।
ইহার উপায় পিতা করহ আপনে।।
পাণ্ডবেরে জিনি, হেন যে থাকে উপায়।
বিনা দ্বন্দ্বে পারি, যদি আজ্ঞা কর রায়।।
পাশাক্রীড়া জানে ভাল মাতুল শকুনি।
পাশায় পাণ্ডব-লক্ষ্মী সব লৈব জিনি।।
এতেক শুনিয়া কহে অন্ধ নৃপবর।
বিদুরে জিজ্ঞাসি আমি কহিব উত্তর।।
বুদ্ধিদাতা বিদুর সে মন্ত্রী-চূড়ামণি।
মম অনুগত বড়, কহে হিতবাণী।।
তাঁরে না জিজ্ঞাসি আমি কহিবারে নারি।
করিবারে যদি হয়, তাঁর বাক্যে পারি।।
দুর্য্যোধন বলে, পিতা বিদুরে না কবে।
বিদুর শুনিলে সে এখনি নিবারিবে। ।
তাঁর বাক্য শুনি তুমি করিবে অন্যথা।
আমার মরণ ইথে হইবে সর্ব্বথা।।
আমি মরি, বঞ্চ সুখে বিদুর সহিত।
পুত্র-বাক্যে অন্ধ রাজা হইল দুঃখিত।।
দুর্য্যোধন-মন বুঝি আশ্বাস করিল।
খেল পাশা, বলি তারে অন্ধ আজ্ঞা দিল।।
বহু স্তম্ভে বহু রত্নে কর এক ঘর।
চারি গোটা দ্বার তার কর পরিসর।।
নির্ম্মাণ করিয়া গৃহ কহিবে আমারে।
এত বলি শান্ত রাজা করিল পুত্রেরে।।
মহাবিচক্ষণ হয় বিদুর সুমতি।
জানিয়া অন্ধের স্থানে গেল শীঘ্রগতি।।
বিদুর বলিল, রাজা কি কর বিচার।
শুনি আজ্ঞা তব রহিতে নারিনু আর। ।
পুত্রে পুত্রে ভেদ না করিহ কদাচন।
সর্ব্বনাশ করে দ্যূতে, জানে সর্ব্বজন।।
দৈবে যাহা করে, তাহা কে খণ্ডিতে পারে।
ধৃতরাষ্ট্র বলে, কিছু না বল আমারে।।
ভীষ্ম আর আমি থাকি ন্যায় বিচারিব।
কদাচিত পুত্রে পুত্রে দ্বন্দ্ব না করাব।।
পশ্চাৎ হইবে যেই আছয়ে নিয়ত।
দৈব বলবান যে না করে হেন মত।।
এখনি ত্বরিত তুমি ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া।
হেথাকারে যুধিষ্ঠিরে আনহ ডাকিয়া।।

ধর্ম্মরাজে না কহিবে এই বিবরণ।
এত শুনি ক্ষত্তা হৈল বিষণ্ণ- বদন।।
বিদুর কহিল, রাজা না কহিলা ভাল।
জানিলাম আজি হৈতে সর্ব্বনাশ হৈল।।
এত বলি বিদুর হইল ক্ষুন্নমতি।
ভীষ্ম-স্থানে জানাইতে গেল শীঘ্রগতি।।
সভাপর্ব্ব সুধারস, পাশা অনুবন্ধ।
কাশীরাম দাস কহে, পাঁচালি প্রবন্ধ।।

দ্যূত-ক্রীড়ার মন্ত্র

জন্মেজয় বলে, কহ শুনি মুনিবর।
কি হেতু হইল পাশা অনর্থের ঘর।।
পিতামহ পিতামহী দুঃখ যাহে পাইল।
কেবা খেলা নিবর্ত্তিল কেবা প্রবর্ত্তিল।।
কোন্ কোন্ জন ছিল সভার ভিতর।
যেই পাশা হৈতে হৈল ভারত- সমর।।
মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের তনয়।
ক্ষত্তাবাক্য শুনি অন্ধ চিন্তিত হৃদয়।।
দৃঢ় করি জানিল এ কর্ম্ম ভাল নয়।
একান্তে ডাকিয়া রাজা দুর্য্যোধনে কয়।।
হে পুত্র কদাচ তুমি না খেলিহ পাশা।
এ কর্ম্মেতে বিদুর না করিল ভরসা।।
সুবুদ্ধি বিদুর মত অহিত না ইচ্ছে।
তাঁর বাক্য না শুনিলে দুঃখ পাবে পিছে।।
দেবে যেন বৃহস্পতি দেবরাজ হিত।
এইরূপ ক্ষত্তা মম, জানিও নিশ্চিত।।
গুরুর অধিক পুত্র! ক্ষত্তার মন্ত্রণা।
বিচক্ষণ ক্ষত্তা কুরু-বংশেতে গণনা।।
সুরকুলে বৃহস্পতি, কুরুকুলে ক্ষত্তা।
বৃষ্ণিকুলে উদ্ভব, সুবুদ্ধি জ্ঞানদাতা।।
বিদুর কহিল, পাশা অনর্থের ঘর।
দ্যূত হৈতে ভেদাভেদ আছে সুগোচর।।
ভ্রাতৃভেদ হৈলে যে হৈবে সর্ব্বনাশ।
বিদুরের বাক্য শুনি হৈল মম ত্রাস।।
মাতা পিতা যদি তুমি মান দুর্য্যোধন।
না খেলাও দ্যূত, তুমি শুনহ বচন।।
পরম পণ্ডিত তুমি না বুঝহ কেনে।
কি কারণে হিংসা কর পাণ্ডব নন্দনে।।
কুরুকুলে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরে গণি।
হস্তিনা-নগর কুরুকুল-রাজধানী।।
যুধিষ্ঠির বর্ত্তমানে পাইলে হস্তিনা।
তুমি যাহা দিলে, তাহা নিল পঞ্চজনা।।
ইন্দ্রের সমান পুত্র! তোমার বৈভব।
নরজন্ম লভি কার এমত সম্ভব।।
ইথে অনুশোচ পুত্র কিসের কারণ।
কি হেতু উদ্বেগ কর, কহ দুর্য্যোধন।।
দুর্য্যোধন বলে, পিতা সমর্থ হইয়া।
অহঙ্কার নাহি যার শত্রুকে দেখিয়া।।
কাপুরুষ মধ্যে গণ্য হয় হেন জন।
বিশেষ ক্ষত্রিয় জাতি, জানহ আপন।।
মোরে যে বলিলে, লক্ষ্মী গণি সাধারণ।
এই মত লক্ষ্মী পিতা ভুঞ্জে বহুজন।।
কুন্তী-পুত্র-লক্ষ্মী যেন দীপ্ত হুতাশন।
দেখি মোর ধন্য প্রাণ আছে এতক্ষণ।।
পৃথিবী ব্যাপিল পিতা পাণ্ডবের যশে।
যতেক নৃপতি পিতা হৈল তার বশে।।

যদু ভোজ অন্ধক কুক্কুর লোক অঙ্গ।
কারস্কর বৃষ্ণি, এই সপ্ত বংশ সঙ্গ।।
যুধিষ্ঠির-বচনে সদাই কৃষ্ণ খাটে।
সমস্ত ভূপতি কর দেয় করপুটে।।
আর করিলেক কত কপট পাণ্ডব।
মম স্থানে ধন রত্ন রাখিলেক সব।।
পূর্ব্বে নাহি শুনি পিতা যে রত্নের নাম।
সে সকল দেখিলাম যুধিষ্ঠির-ধাম।।
নানাবর্ণ-রত্ন সব, না যায় কথন।
সিন্ধুমধ্যে গিরিমধ্যে জন্মে যত ধন।।
ধরামধ্যে বৃক্ষমধ্যে জীবের অঙ্গেতে।
সর্ব্বরত্ন আছে পিতা তার ভাণ্ডারেতে।।
লোমজ পট্টজ চীর বিবিধ বসন।
গজদন্ত-বিরচিত দিব্য সিংহাসন।।
হস্তী অশ্ব উট গাধা মেষ আর অজা।
নানাবর্ণে আনি দিল নানাদেশী রাজা।।
শ্যামলা তরুণী দিব্যরূপা দীর্ঘকেশী।
সহস্র সহস্র দাসী নানাবর্ণে ভূষি।।
দেখিতে দেখিতে মম ভ্রম হৈল মন।
অপমান কৈল যত, শুনহ কারণ।।
মায়া-সভা মধ্যে কিছু না পাই দেখিতে।
স্ফটিকের বেদী সব হেন লয় চিতে।।
জল জানি তুলিলাম পিন্ধন- বসন।
দেখিয়া হাসিল লোক যত সভাজন।।
তথা হৈতে কতদূরে দেখি জলাশয়।
স্ফটিক বলিয়া তায় মনোভ্রম হয়।।
পড়িলাম মহাশব্দে সবস্ত্র তাহাতে।
চতুর্দ্দিকে লোকগণ লাগিল হাসিতে।।
ভীম ধনঞ্জয় আর যত সভাজন।
দ্রৌপদীর সহিত যতেক নারীগণ।।
সর্ব্বজন আমারে করিল উপহাস।
যুধিষ্ঠির পরিবারে দিল অন্য বাস।।
বলিল কিঙ্করগণে বস্ত্র আনিবারে।
পরাইল বাপী হৈতে তুলিয়া আমারে।।
কার প্রাণে সহে পিতা এত অপমান।
আরে যে করিল পিতা কর অবধান।।
স্থানে স্থানে ফটিকের নির্ম্মিত প্রাচীর।
দ্বার হেন বুঝিলাম আসিতে বাহির।।
মস্তকে লাগিল ঘাত, পড়িনু ভূতলে।
মাদ্রী-পুত্র দুই আসি ত্বরিত তুলিলে।।
মম দুঃখে দুঃখিত হইল দুইজন।
হাতে ধরি দেখাইল দুয়ার তখন।।
এত অপমান পিতা সহে কার প্রাণে।
ক্ষত্র কি সহিতে পারে, সহে হীন জনে।।
এই হেতু হৈল পিতা মোর অভিমান।
কিবা তার লক্ষ্মী লই, কিবা যাক্ প্রাণ।।
ধৃতরাষ্ট্র বলে, পুত্র হিংসা বড় পাপ।
হিংস্রক জনের পুত্র জন্মে বড় তাপ।।
অহিংসক পাণ্ডবের না করিবে হিংসা।
শান্ত হয়ে থাক পুত্র! পাইবে প্রশংসা।।
সেই মত যজ্ঞ করিবারে যদি মন।
কহ পুত্র নিমন্ত্রণ করি রাজগণ।।
আমার গৌরব করে সব নৃপবর।
ততোধিক রত্ন দিকে আমার বিস্তর।।
ইহা না করিয়া যাহা করহ বিচার।
অসৎ মার্গেতে গেলে দূষিবে সংসার।।
পরদ্রব্য দেখি হিংসা না কের যে জন।
স্বধর্ম্মেতে সদা বঞ্চে সন্তোষিত মন।।

স্বকর্ম্মে উদ্যোগ করে পর-উপকারী।
সদাকাল সুখে বঞ্চে, কি দুঃখ তাহারি।।
পর নহে নিজ ভাই পাণ্ডুর নন্দন।
দ্বেষভাব তার নাহি করিহ কখন।।
পাণ্ডবের যশ যত নিজ করি জানি।
যথোচিত ভোগ কর অতি প্রীত মানি।।
তোমারেও করে স্নেহ ধর্ম্মের নন্দন।
দ্বেষভাব তারে না করিও কদাচন।।
দুর্য্যোধন বলে, পিতা প্রজ্ঞাবান্ নহি।
বহু শুনিয়াছি বলি শাস্ত্রকথা কহি।।
সে জন কি জানে পিতা শাস্ত্রের বিবাদ।
চাটু যেন নাহি জানে পিষ্টকের স্বাদ।।
রাজা হয়ে এক আজ্ঞঅ নহিল যাহার।
তারে রাজা নাহি বলি শাস্ত্র-অনুসার।।
রাজা হৈয়ে সন্তোষ না রাখিবে কদাচন।
ধনে জনে শান্তি না রাখিবে কখন।।
শত্রুকে বিশ্বাস আর নাহি কদাচন।
নমুচি-দানবে যথা সহস্রলোচন।।
এক পিতা হৈতে হৈল দোঁহার উৎপত্তি।
বহুকাল প্রীতে ছিল নমুচি সংহতি। ।
সময়ে তাহারে ইন্দ্র করিল সংহার।
নিষ্কণ্টকে ভোগ করে অদিতি-কুমার।।
শত্রু অল্প যদি, তবু নাশে সে কারণ।
মূলস্থ বল্মীক যেন গ্রাসে তরুগণ।।
জ্ঞাতিমধ্যে যেই জন ধনে বলবান।
ক্ষত্রমধ্যে সেই শত্রু, গণি যে প্রধান।।
আপনি জানিয়া কেন করহ বঞ্চন।
নিশ্চয় জানিনু চাহ আমার নিধন।।
পুনঃ ধৃতরাষ্ট্র বহু মধুর বচনে।
নিবারিতে না পারিয়া পুত্র দুর্য্যোধনে।।
দৈবগতি জানিয়া বিদুরে ডাকাইল।
যুধিষ্ঠিরে আন গিয়া বলি আজ্ঞা দিল।।
বিদুর বলিল, রাজা শ্রেয়ঃ নহে কথা।
কুলনাশ হৈবে জানি মনে পাই ব্যথা।।
অন্ধ বলে, আমারে যে না বলিহ আর।
দৈববশ দেখি এই সকল সংসার।।
নারিল বিদুর আজ্ঞা করিতে হেলন।
রথে চড়ি ইন্দ্রপ্রস্থে করিল গমন।।
ধর্ম্মরাজ বিদুরে করিয়া দরশন।
যথাবিধি পূজা করিলেন পঞ্চজন।।
জিজ্ঞাসা করেন, কহ ভদ্র সমাচার।
কি কারণে অন্যচিত্ত দেখি যে তোমার।।
বিদুর বলেন, রাজা চল হস্তিনায়।
বিলম্ব না কর ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায়।।
আর যে বলিব, তাহা শুনহ সুমতি।
তব সভা তুল্য সভা করিয়াছে তথি।।
ভ্রাতৃগণ সহ মম সভা দেখ আসি।
দ্যূত-আদি ক্রীড়া কর সভামধ্যে বসি।।
সভায় বসিলে মম তৃপ্ত হয় মন।
এই হেতু আমারে পাঠাইল, রাজন।।
যুধিষ্ঠির বলে, দ্যূত অনর্থের ঘর।
দ্যূত-ক্রীড়া ইচ্ছে যত জ্ঞানভ্রষ্ট নর।।
যে হৌক সে হৌক, আমি অধীন তোমার।
কি কাজ করিব, মোরে কহ সমাচার।।
বিদুর বলেন, দ্যূত অনর্থের মূল।
দ্যূতেতে অনর্থ জন্মে, ভ্রষ্ট হয় কুল।।
করিলাম অন্ধ নৃপে অনেক বারণ।
আমারে পাঠাল তবু না শুনি বচন।।

বুঝিয়া করহ রাজা যাহে শ্রেয়ঃ হয়।
যাহ বা না যাহ তথা, যেবা চিত্তে লয়।।
ধর্ম্ম বলিলেন, আজ্ঞা দেন কুরুপতি।
গুরু-আজ্ঞা ভঙ্গ কৈলে নরকে বসতি।।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম তাত জানহ যেমন।
দ্যূতে কিম্বা যুদ্ধে যদি করে আবাহন।।
বিশেষে আমার সত্য প্রতিজ্ঞা- বচ ন।
দ্যূত কিম্বা যুদ্ধে আমি না ফিরি কখন।।
এত বলি যুধিষ্ঠির সহ ভ্রাতৃগণ।
দ্রৌপদীরে কহিয়া গেলেন ততক্ষণ।।
দৈবপাশে বান্ধি যেন লোকে লৈয়ে যায়।
ক্ষত্তাসহ পঞ্চ ভাই যায় হস্তিনায়।।
ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ সোমদত্ত।
গান্ধারী সহিত অন্তঃপুর-নারী যত।।
একে একে সবাকারে করি সম্ভাষণ।
রজনী বঞ্চেন তথা সুখে পঞ্চজন।।

যুধিষ্ঠিরের সহিত শকুনির প্রথমবার দ্যূতক্রীড়া ও শকুনির জয়লাভ

রজনি প্রভাতে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
সুখে দিব্য সভামধ্যে করিল গমন।।
একে একে সম্ভাষ করিয়া সর্ব্বজনে।
বসিলেন অপূর্ব্ব কনক সিংহাসনে।।
হেনকালে শকুনি আনিল পাশা-সারি।
যুধিষ্ঠিরে বলে তবে প্রবঞ্চনা করি।।
পুরুষের মনোরম দূতক্রীড়া জানি।
দ্যূতক্রীড়া কর আজি ধর্ম্ম-নৃপমণি।।
যুধিষ্ঠির বলে, পাশা অনর্থের ঘর।
ক্ষত্র-পরাক্রম ইথে না হয় গোচর। ।
কপট এ কর্ম্ম, ইথে কপট বাখান।
অনীতি কর্ম্মেতে মম নাহি লয় মন। ।
শকুনি বলিল, পাশা সুবুদ্ধির কর্ম্ম।
দ্যূত কিম্বা যুদ্ধ এই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।।
যুদ্ধেতে অজাতি জাতি নাহিক বিচার।
হীনজাতি যবনাদি করয়ে প্রহার।।
পাশার সমান সেহ বুদ্ধির সমর।
ক্ষত্রধর্ম্ম আছে হেন, বলে মুনিবর।।
যুধিষ্ঠির বলে, পাশা অনর্থের মূল।
অধর্ম্ম করিয়া মোরে না জিনি মাতুল।।
অন্য নাহি মনে মম দ্বিজ সেবা বিনা।
এ কর্ম্ম মাতুল আমি না করি কামনা।।
শকুনি বলিল, তুমি যাও নিজ স্থানে।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে ক্রীড়া, পণ্ডিত সে জানে।।
যদি দ্যূতক্রীড়া ইচ্ছা নাহিক তোমার।
নিবর্ত্তিয়া গৃহে তবে যাহ আপনার।।
যুধিষ্ঠির বলে, যবে ডাকিলা আমারে।
সত্য মম না টলিবে পাশার সমরে।।
সত্য আমি খেলিব পাশার আবাহনে।
তব সহ পণ কিন্তু করে কোন্ জনে।।
মেরুতুল্য আমার যে আছে বহু ধন।
চারি সমুদ্রের মধ্যে যতেক রতন।।
দুর্য্যোধন বলে, মম মাতুল খেলিবে।
সর্ব্বরত্ন দিব আমি যতেক হারিবে।।
এইরূপে দুইজনে পাশা আরম্ভিল।
দেখিবারে সর্ব্বজন সভাতে বসিল।।
ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ মহামতি।
চিত্তে অসন্তোষ অতি বিদুর প্রভৃতি।।

ধর্ম্ম বলিলেন, পণ হইল আমার।
ইন্দ্রপ্রস্থে যত মম রত্নের ভাণ্ডার।।
ঈদৃশ তোমার ধন কোথা দুর্য্যোধন।
হারিলে, কোথা হইতে দিবে এই পণ।।
দুর্য্যোধন বলে, মম আছয়ে অনেক।
অবশ্য অর্পিব আমি জিনিবে যতেক।।
নির্ণয় করিয়া সারি ফেলিল শকুনি।
কটাক্ষে সকল রত্ন লইলেক জিনি।।
ক্রোধে যুধিষ্ঠির পুনঃ করিলেন পণ।
কোটি কোটি মহাবল যত অশ্বগণ।।
শকুনি হাসিয়া ফেলি জিনিলাম কয়।
কি পণ করিবা আর কহ মহাশয়।।
যুধিষ্ঠির বলে, মোর রথ অগণন।
নানারত্নে বিভূষিত, মেঘের গর্জ্জন।।
শকুনি হাসিয়া বলে ডাকি ততক্ষণ।
এবে দেখ জিনিলাম, কর অন্য পণ।।
ধর্ম্ম বলিলেন, হস্তীবৃন্দ যে আমার।
ঈষাদন্ত মহাকায় বলে অনিবার।।
সব হস্তী করি পণ, পুনঃ খেলি পাশা।
জিনিলাম শকুনি বলিয়া কহে ভাষা।।
যুধিষ্ঠির বলে, তবে আছে দাসীগণ।
সহস্র সহস্র, নানারত্নে বিভূষণ।।
সবার সৌজন্য বড় ব্রাহ্মণ-সেবাতে।
করিলাম তাহা পণ এবার পাশাতে।।
শকুনি ফেলিয়া পাশা বলয়ে হাসিয়া।
অন্য পণ কর, হের নিলাম জিনিয়া।।
ধর্ম্ম বলে, গন্ধর্ব্বাশ্ব আছে অগণন।
তিলেক না হয় শ্রম ভ্রমিলে ভুবন।।
চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব তুরঙ্গ আনি দিল।
এবার দ্যুতেতে সেই অশ্ব পণ হৈল।।
হাসিয়া বলয়ে তবে সুবল-কুমার।
অশ্বগণ জিনিলাম, কর পণ আর।।
যুধিষ্ঠির বলে, যে আছয়ে যোদ্ধাগণ।
মহারথী-মধ্যে করি সে সব গণন।।
এবার দ্যুতেতে আমি করিলাম পণ।
হাসিয়া জিনিনু বলে গান্ধার-নন্দন।।
এই মত প্রবর্ত্তিল কপট দেবন।
একে একে হারিলেন ধর্ম্ম সর্ব্বধন।।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উক্তি

দেখিয়া ব্যাকুল হৈল বিদুরের মন।
ধৃতরাষ্ট্রে ডাকি তবে বলিছে বচন।।
আমি যত বলি, তব মনে নাহি লয়।
মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায়।।
ওহে অন্ধরায় তুমি হইলা কি স্তব্ধ।
জন্মকালে এই পুত্র কৈল খর-শব্দ।।
তখনি বলিনু আমি সকল বিস্তার।
কুরুকুল-ক্ষয় হেতু হইল কুমার।।
না শুনিলা মম বাক্য করিয়া হেলন।
সেই সব রাজা ব্যক্ত হতেছে এখন।।
সংহার-রুপেতে এই আছে তব ঘরে।
স্নেহেতে ভুলিয়া নাহি পাও দেখিবারে।।
দেব-গুরু-নীতি রাজা কহি সে তোমারে।
মধুহেতু মধুলোভী উঠে বৃক্ষোপরে।।
নাহিক পতন-ভয় মধুর কারণ।
সেইরূপ মত্ত হইয়াছে দুর্য্যোধন।।

মহারথিগণ সহ করয়ে বৈরিতা।
পশ্চাৎ জানিবে, এবে নাহি শুন কথা।।
এইরূপে কংস ভোজ হইল উৎপত্তি।
সপ্তবংশ পিতার নাশিল দুষ্টমতি।।
উগ্রসেন আদি সবে করি এ প্রকার।
গোবিন্দের হাতে তবে হইল সংহার।।
সপ্তবংশ সুখে বৈসে গোবিন্দ সংহতি।
মম বাক্য শুন রাজা, পাবে বড় প্রীতি।।
শীঘ্রগতি পার্থে আজ্ঞা করহ রাজন।
দুর্য্যোধনে রাখ গিয়া করিয়া বন্ধন।।
নির্ভয়ে পরম-সুখে থাকহ নৃপতি।
কাক-হস্তে ময়ুরের না কর দুর্গতি।।
শিবা-হস্তে সিংহের না কর অপমান।
শোক-সিন্ধু মধ্যে রাজা না কর প্রয়াণ।।
যে পক্ষী প্রসব করে অমূল্য রতন।
মাংসলোভে তারে নাহি খায় বিজ্ঞজন।।
সুবর্ণের বৃক্ষ রাজা রোপিয়া যতনে।
বৃক্ষ রক্ষা কৈলে, পুষ্প পায় অনুদিনে।।
যে হইল, এখন নিবর্ত্ত নরপতি।
পুত্রগণে কেন কর যমের অতিথি।।
এ পঞ্চ জনের সহ কে করিবে রণ।
কহ শুনি রাজা তব আছে কোন্ জন।।
দিকপাল সহ যদি আইসে বজ্রপাণি।
পাণ্ডবে জিনিতে নারে, তোমা কিসে গণি।।
হে ভীষ্ম, হে দ্রোণ, কৃপ নাহি শুন কেনে।
সবে মেলি রঙ্গ দেখ, বুঝিলাম মনে।।
অগাধ সমুদ্রে নৌকা না ডুবাহ হেলে।
সবে মিলি যম-গৃহে যাইতে বসিলে।।
অক্রোধ অজাত-শত্রু ধর্ম্মের তনয়।
যে ক্ষণে করিবে ক্রোধ ভীম ধনঞ্জয়।।
যমজ যুগল যবে করিবেক ক্রোধ।
কে আছে সহায় তব করিতে বিরোধ।।
হে অন্ধ, পাশাতে যত লইবে বেসাত।
বুঝিলা কি তাহাতে তোমার নাহি হাত।।
কপট করিয়া তাহে কোন্ প্রয়োজন।
আজ্ঞামাত্র দিবে সব ধর্ম্মের নন্দন।।
এই শকুনিরে আমি ভালমতে জানি।
কপট কুবুদ্ধি খলগণ-চূড়ামণি।।
কোথায় পর্ব্বতপুর ইহার নিবাস।
কে আনিল হেথায় করিতে সর্ব্বনাশ।।
বিদায় করহ, ঘরে যাক আপনার।
উঠ গো শকুনি পাশা করি পরিহার।।
সভাতে এতেক যদি বিদুর বলিল।
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল।।
দুর্য্যোধন বলে, আমি তোমা না জিজ্ঞাসি।
কার হৈয়ে কহ ভাষা সভামাঝে বসি।।
জিহবাতে হৃদয়-তত্ত্ব মনুষ্যের জানি।
সদাকাল চাহ তুমি ধৃতরাষ্ট্র-হানি।।
পাণ্ডু-পুত্র প্রিয় তব সর্ব্বলোকে জানে।
নিকটে না রাখি কভু শত্রু-হিত জনে।।
উঠিয়া যথায় ইচ্ছা যাহ আপনার।
হেথায় রহিতে যোগ্য না হয় তোমার।।
কুজনরে যদি রাখে করিয়া যতন।
তথাপি অসৎ-পথে করিবে গমন।।
সভামধ্যে যতেক কহিলা তুমি ভাষা।
অন্য হৈলে নাহি থাকে জীবনের আশা।।
যতেক তোমারে আমি করি পূজা মান।
তত অনাদর মোরে কর অল্পজ্ঞান।।

www.bengaliebook.com

সভামধ্যে কহ কথা যেন স্বয়ং প্রভু।
এ হেন হেয় উক্তি না কহে কেহ কভু।।
বিদুর বলেন, আমি না কহি তোমারে।
ধৃতরাষ্ট্র-দুঃখ দেখি হৃদয় বিদরে।।
তোরে কি কহিব, ধৃতরাষ্ট্র নাহি শুনে।
হতায়ু জনেতে কভু হিত নাহি মানে।।
আমারে কি হেতু তুমি জিজ্ঞাসিলে কথা।
জিজ্ঞাসহ নিজ তুল্য লোক পাও যথা।।
এত বলি নীরব হৈল ক্ষত্তা মহাশয়।
পুনঃ আরম্ভিল পাশা সুবল- তনয়।।

ভ্রাতৃবর্গ ও দ্রৌপদীকে পণ করণ ও যুধিষ্ঠিরের পরাজয়

শকুনি বলিল চাহি ধর্ম্মের নন্দন।
সর্ব্বস্ব হারিলে আর কি করিবে পণ।।
যুধিষ্ঠির বলে, মম অসংখ্য রতন।
চারি সিন্ধু মধ্যে আছে মোর যত ধন।।
অযুত নিযুত কোটি খর্ব্ব মহাখর্ব্ব।
পদ্ম শঙ্খ করি অন্ত আছে যত সর্ব্ব।।
সকল করিনু পণ এবার সারিতে।
জিনি লইলাম, বলে গান্ধারের সুতে।।
যুধিষ্ঠির বলেন, যে আছে পশুগণ।
গাভী উষ্ট্র খর আর মেষ অগণন।।
সব করিলাম পণ এবার দ্যূতেতে।
জিনিলাম, বলি বলে সুবলের সুতে।।
যুধিষ্ঠির বলিলেন, পণ করি আমি।
আমার শাসিত আছে যত রাজ্যভূমি।।
ব্রাহ্মণের ভূমি গৃহ ছাড়িয়া রতন।
এবার দেবনে আমি করিলাম পণ।।
শকুনি বলিল, আমি জিনিনু সকল।
আর কি আছয়ে পণ কর মহাবল।।
ধর্ম্ম দেখিলেন, ধন কিছু নাহি আর।
কুমারগণের অঙ্গে যত অলঙ্কার।।
সকল করিলা পণ, জিনিল শকুনি।
দেখিয়া চিন্তিত বড় ধর্ম্ম-নৃপমণি।।
শকুনি বলিল, কহ কি আর বিচার।
বিচারি করেন পণ ধর্ম্মের কুমার।।
ক্ষিতি মধ্যে সুবিখ্যাত নকুল সুধীর।
কামদেব জিনি রূপ সুন্দর শরীর।।
সিংহগ্রীব পদ্মপত্র যুগল নয়ন।
এবার সারিতে নকুলেরে করি পণ।।
কপটে শকুনি বলে, বলি সারোদ্ধার।
তব প্রিয় ভাই এই পাণ্ডুর কুমার।।
কেমনে ইহারে পণ করিবা দেবনে।
এত বলি ফেলি পাশা লইলেক জিনে।।
ধর্ম্ম বলে, সহদেব ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত।
আমার পরম প্রিয় জগতে বিদিত।।
এবার সারিতে সহদেবে করি পণ।
জিনিলাম বলি বলে গান্ধার-নন্দন।।
কপট চাতুরী বাক্যে বলিল শকুনি।
আর কি আছয়ে পণ কর নৃপমণি।।
বৈমাত্রেয় দুই ভাই হারিলা সারিতে।
ভীমার্জ্জুন হারিবে না, লয় মম চিতে।।
ধর্ম্মরাজ বলে, তব দেখি দুষ্প্রকৃতি।
ভ্রাতৃভেদ ভাষা কেন কেহ মন্দমতি।।
আমি আর পঞ্চ ভাই একই পরাণ।
কি বুঝিয়া হেন বাক্য কহিলা অজ্ঞান।।

ভীত হৈয়ে শকুনি বলিছে সবিনয়।
সহজে পাশায় মত্ত সুজনেও হয়।।
মত্ত হৈলে অবক্তব্য বাক্য আসে মুখে।
তুমি শ্রেষ্ঠ গরিষ্ঠ, ক্ষমহ দোষ মোকে।।
পুনঃ যুধিষ্ঠির করিলেন এ উত্তর।
তিন লোকে খ্যাত যে আমার সহোদর।।
হেলে তরি পরসৈন্য সাগরের প্রায়।
যেই দুই বীর কর্ণধারের কৃপায়।।
হেলায় জিনিল দেবরাজে ভুজবলে।
অগণিত গুণ যার খ্যাত ক্ষিতিতলে। ।
এ কর্ম্মেতে পণযোগ্য নহে হেন নিধি।
তথাপিহ করি পণ অক্ষক্রীড়া বিধি। ।
শকুনি ফেলিয়া পাশা জিনিলাম বলে।
ধনঞ্জয়ে জিনি হৃষ্ট হয় কুরুদলে। ।
ধর্ম্ম বলিলেন, পণ করি এইবার।
বলেতে মনুষ্য-লোকে সম নাহি যার। ।
ইন্দ্র যেন দৈত্য দলি পালে সুরগণে।
সেই মত পালে ভীম পাণ্ডুর নন্দনে।।
পাশায় এ পণযোগ্য নহে হেন ধন।
তথাপিহ করি পণ দৈব নির্ব্বন্ধন। ।
জিনিলাম বলি, তবে বলিল শকুনি।
আর কি আছয়ে পণ কর নৃপমণি।।
এত শুনি বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
এত আছি মাত্র এবে, মোরে করি পণ। ।
জিনিয়া শকুনি বলে কপট আচার।
পাপকর্ম্ম করিলা হে কুন্তীর কুমার।।
দ্রুপদ-কুমারী পণ করহ এবার।
জিনিয়া করহ রাজা আপন উদ্ধার।।
এ সকল থাকিতে আপনা নাহি হারি।
আপনি থাকিলে হয় বহু ধন নারী।।
রাজা বলে, মামা না সম্ভবে এই কথা।
কি মতে করিব পণ দ্রুপদ-দুহিতা।।
রূপেতে লক্ষ্মীর সম যাহার বর্ণনা।
অসংখ্য যাহার গুণ না হয় গণনা।।
মম সৈন্যসিন্ধু সম না হয় বর্ণন।
প্রত্যক্ষ সবার শুভচেষ্টা অনুক্ষণ।।
দ্বিজ ক্ষত্র দাস দাসী যত পশুগণ।
সবারে জননী-রূপে করয়ে পালন।।
হেন স্ত্রী করিব পণ, নাহি লয় মতি।
কপট করিয়া বলে শকুনি দুর্ম্মতি। ।
লক্ষ্মী-অবতার রাজা তোমার গৃহিণী।
তাঁর ভাগ্যে কদাচিৎ পড়ে পাশা জানি।।
হারিলা আপনা রাজা করহ উদ্ধার।
আপনা হইতে বড় নাহি কেহ আর।।
বিপদে পড়িলে বুদ্ধি হারায় পণ্ডিত।
শকুনির বচন যে মানিলাম হিত।।
এতেক শুনিয়া কহিলেন যুধিষ্ঠির।
পাশা ফেল আরবার সেই পণ স্থির।।
এতেক শুনিয়া দুষ্ট পাশা ফেলাইল।
হাসিয়া শকুনি বলে জিনিল জিনিল।।
শুনি কর্ণ দুর্য্যোধর হাসে খল খল।
মহা আনন্দিত কুরু-সোদর সকল।।
বিপরীত কর্ম্ম দেখি ভাবে সভাজন।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ হৈল সজল নয়ন।।
শির ধরি বিদুর বসিলা অধোমুখে।
জ্ঞানহত লোক যেন হয় মহাশোকে।।
হৃষ্ট হয়ে ধৃতরাষ্ট্র ডাকিয়া বলিল।
কে জিনিল, কে জিনিল বলি জিজ্ঞাসিল।।

বহুকালে প্রকাশিল কুটিল আচার।
না পারিল লুকাইতে ধৃতরাষ্ট্র আর।।
এইমতে সর্ব্বস্ব হারেন ধর্ম্মরায়।
সভাপর্ব্বে সুধারস কাশীদাস গায়।।

পঞ্চ পাণ্ডবকে সভাস্থ করণ

হাসিয়া বলিল তবে সূর্য্যের নন্দন।
দেখহ ইহারে হৈল দৈবের ঘটন।।
আমা সবা মধ্যেতে তোমারে দিল লাজ।
উপহাস কৈল পেয়ে আপন সমাজ।।
এই ভীমার্জ্জুন দেখ মাদ্রীর নন্দন।
পুনঃ পুনঃ তোমা দেখি হাসে সর্ব্বজন।।
বাতুল দেখিয়া যথা হাসে সভাজনে।
সেই মত কৈল তোমা আপন ভবনে।।
সেই অধর্ম্মের ফলে দেখ নৃপমণি।
দাস করি বান্ধিয়া দিলেক দৈবে আনি।।
দাস হৈল যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃ সমুদায়।
সমযোগ্য নহে দাস বসিতে সভায়।।
দুর্য্যোধন বলে, সখা উত্তম কহিলে।
আজ্ঞা দিল, যুধিষ্ঠিরে লহ সভাতলে।।
দাস হৈল, দাস-স্থানে থাক্ পঞ্চ জন।
সবাকার কাড়ি লহ বস্ত্র আভরণ।।
বুঝিয়া আপনি সখা করহ বিধান।
পঞ্চ জনে নিযুক্ত করহ স্থানে স্থান।।
যে কর্ম্মে যে যোগ্য, তারে কর সমর্পণ।
এতেক শুনিয়া বলে দুষ্ট বৈকর্ত্তন।।
দৈব হৈতে বহুজন ভৃত্য-কর্ম্ম করে।
বিনা কর্ম্মে কেবা আছে সংসার ভিতরে।।
নিজবৃত্তি মত কর্ম্ম করয়ে আজন্ম।
রাজা রাজকর্ম্ম করে, ভৃত্য ভৃত্যকর্ম্ম।।
ভৃত্য হৈল পঞ্চ জন করুক স্বকাজ।
যে কর্ম্মে যে যোগ্য তারে দেহ মহারাজ।।
অনুভব আমার যে কর অবধান।
পঞ্জ জনে নিয়োজিত কর স্থানে স্থান।।
সুকোমল অঙ্গ রাজা ধর্ম্মের তনয়।
অন্য কর্ম্মে ইহার ক্ষমতা নাহি হয়।।
তাম্বূলের সেবাতে করহ নিয়োজন।
পান লৈয়ে সন্নিধানে রবে অনুক্ষণ।।
হৃষ্টপুষ্ট বৃকোদর হয় বলবান।
সে কারণে মম মনে লয় এই জ্ঞান।।
বৃকোদরে সমর্পণ কর চতুর্দ্দোল।
অনায়াসে ভার সবে, নহেক দুর্ব্বল।।
স্কন্ধে করি তোমা লৈবে সহ ভ্রাতৃগণ।
স্বচ্ছন্দে যাইবে, যথা করিবা গমন।।
অর্জ্জুনেরে এই সেবা দেহ মহাশয়।
আমি অনুমানি যদি তব মনে লয়।।
বস্ত্র-অলঙ্কার যদি সমর্প অর্জ্জুনে।
লয়ে তব পুরোভাগে রবে অনুক্ষণে।।
তব হিত-প্রিয় দুই মাদ্রীর তনয়।
এ দোঁহারে দুই সেবা দেহ মহাশয়।।
দুইভিতে তোমার থাকিবে দুই জন।
চামর লইয়া সদা করিবে ব্যজন।।
এ পঞ্চ সেবায় পাঁচে কর নিয়োজন।
আসিয়া করুক কৃষ্ণা গৃহে দাসীপণ।।
এতেক বলিল যদি কর্ণ দুরাচার।
হাসিয়া বলয়ে তবে গান্ধারী-কুমার।।

দুর্য্যোধন বলে, সখা বলিলা উত্তম।
যে বিধান করিলা সে মম মনোরম।।
ইঙ্গিত করিয়া জানাইল ভ্রাতৃগণে।
ভৃত্যস্থলে লইয়া বসাও সর্ব্বজনে।।
আজ্ঞামাত্র ততক্ষণে যত ভ্রাতৃগণ।
উঠ উঠ বলি কহে কর্কশ বচন।।
কোন্ লাজে রাজা সনে আছহ বসিয়া।
আপনার যোগ্য স্থানে সবে বৈস গিয়া।।
দুঃশাসন উঠাইল ধর্ম্ম-করে ধরি।
চল চল বলি ডাকে পৃষ্ঠে ঢেকা মারি।।
ক্রোধেতে ধর্ম্মের পুত্র কাঁপে কলেবর।
চক্ষু রক্তবর্ণ, লোহ বহে ঝরঝর।।
বিপরীত মানহীন দেখি যুধিষ্ঠির।
ক্রোধে থর থর কম্পমান ভীমবীর।।
ভৈরব-গর্জ্জনে গর্জ্জে দন্ত কড়মড়ি।
যেমন প্রলয়-কালে হয় মড়মড়ি।।
যুগান্তের যম যেন সংহারিতে সৃষ্টি।
অরুণ আকার চক্ষু, চাহে এক দৃষ্টি।।
নাকে ঝড় বহে যেন প্রলয় সমান।
মহাবীর ভীমসেন কর্ণ পানে চান।।
দেখিয়া কৌরবগণ পায় বড় শঙ্কা।
হাতে গদা করি ভীম উঠে রণরঙ্কা।।
মাথায় ফিরায় গদা চক্রের আকার।
চরণের ভরে ক্ষিতি হয় ত বিদার।।
ক্রোধমুখ করি দুঃশাসন পানে ধায়।
অনুমতি লইবারে ধর্ম্ম পানে চায়।।
হেঁটমাথা যুধিষ্ঠির দেখিয়া ভীমেরে।
বুঝিয়া অর্জ্জুন গিয়া ধরিলেন তাঁরে।।
অর্জ্জুন বলেন, ভাই না কর অনীতি।
কি হেতু হেলন কর ধর্ম্ম-নরপতি।।
দিকপাল সহ যদি আইসে দেবরাজ।
আরযত বীর বৈসে ত্রৈলোক্যের মাঝ।।
ধর্ম্মেরে করিবে হেয় আমরা থাকিতে।
মুহূর্ত্তেকে পাঠাইব যমের ঘরেতে।।
কোন্ ছার এরা সব, তৃণ হেন গণি।
এখনি দহিতে পারি, কারে নাহি মানি।।
বিনা ধর্ম্ম-আজ্ঞায় নাহিক ভাই শক্তি।
কোন্ কাজ ভদ্র যাহে ধর্ম্মেতে অভক্তি।।
অস্বীকার ধর্ম্মের এ কর্ম্মে অভিপ্রায়।
সে কারণে এ কর্ম্ম করিতে না যুরায়।।
অর্জ্জুনের বচনে, হইল শান্তক্রোধ।
ফেলিলেন গদা ভীম মানি উপরোধ।।
আভরণ পরিধান যতেক আছিল।
পঞ্চ ভাই আপনা আপনি সব দিল।।
সভাত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট ধূল্যাসনে।
অধোমুখে বসিলেন ভাই পঞ্চজনে।।
হেনকালে দুষ্ট কর্ণ কহিল বচন।
দ্রৌপদী আনিতে দূত করহ প্রেরণ।।
শুনি দুর্য্যোধন তবে বিদুরে ডাকিল।
হাস্য উপহাসে তবে কহিতে লাগিল।।
তবে ধৃতরাষ্ট্র রাজা বুঝিয়া বিচার।
সভা হৈতে গৃহে তবে গেল আপনার।।

দ্রৌপদীকে আনিতে প্রতিকামীর গমন

তবে রাজা দুর্য্যোধন আনন্দিত মতি।
দম্ভ করিয়া কহিল বিদুরের প্রতি।।

বিষাদিত কেন বসিয়াছ অধোমুখে।
হেন বুঝি দুঃখী বড় পাণ্ডবের দুঃখে।।
উঠ উঠ যাহ শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে চলি।
আপনি আইস হেথা লইয়া পাঞ্চালী।।
অন্তঃপুরে আছয়ে যতেক দাসীগণ।
তা সবার সহিত করুক দাসীপণ।।
এত শুনি বিদুর কম্পিত কলেবর।
ক্রোধমুখে দুর্য্যোধনে করিল উত্তর।।
মন্দমতি ছন্নমতি না বুঝিস্ কিছু।
করালি ব্যাঘ্রেরে ক্রোধ হৈয়ে মৃগশিশু।।
বিষ সম্বরিয়া বসিয়াছে বিষধর।
অঙ্গুলি না পূর তার মুখের ভিতর।।
কেমনে এ দুষ্ট ভাষা মুখেতে আনিলি।
কৃষ্ণা তব দাসী হৈবে, কুলে দিলি কালি।।
দ্রৌপদীতে তোমার কিসের অধিকার।
সবাই না বুঝ কেন করিয়া বিচার।।
আপনা হারিল পূর্ব্বে ধর্ম্মের কুমার।
আপনার উপরে কিসের অধিকার।।
অন্যের উপরে তার প্রভুপণ কিসে।।
আর তার চারি স্বামী আছয়ে বিশেষে।
মোর কথা যদি তোর নাহি লয় মনে।
জিজ্ঞাসিয়া দেখ যত বৃদ্ধ মন্ত্রিগণে।।
এই বৃদ্ধ অন্ধরাজ হৃষ্ট হইয়াছে।
লোভেতে হইল ছন্ন, নাহি দেখে পাছে।।
নিকটে আইল মৃত্যু, কে করে বারণ।
ফুল ধরি যেন বাঁশগাছের মরণ।।
দ্যূতেতে পরম ধর্ম্ম, আপন কল্যাণ।
কদাচিৎ তথাপি না করে মতিমান।।
শুখাইলে খণ্ডে অস্ত্রাঘাতের বেদন।
বাক্যাঘাত নাহি খণ্ডে যাবত জীবন।।
পাশাতে জিনিয়া বড় আনন্দ-হৃদয়।
চিত্তে ভাব পাণ্ডবের হৈল অসময়।।
শ্রীমন্ত জনের হয় অসময় কিসে।
কি তার সহায় নাই এই মহাদেশে।।
কোথা হয় শ্রীরহিত শ্রীমন্ত সুজন।
জলেতে পাষাণ নাহি ভাসে কদাচন।।
লাউ নাহি ডুবে কভু জলের ভিতর।
কখন দুর্গতি নহে বিষ্ণুভক্ত নর।।
পুনঃ পুনঃ আমি কহিলাম হিতবাণী।
না শুনিয়া মৃত্যুকাল ডাকিলে আপনি।।
নিশ্চয় হইল দেখি তিনকুল ধ্বংস।
শান্তনু বাহলীক অন্ধ নৃপতির বংশ।।
মাত্র মিত্র ইষ্ট পুত্র সহিত মজিবে।
আমার এ সব কথা পশ্চাৎ ফলিবে।।
এইরূপ বিদুর কহিল বহুতর।
শুনি দুর্য্যোধন তারে নিন্দিল বিস্তর।।
প্রতিকামী ছিল তাঁর সম্মুখে দাণ্ডাইয়া।
তারে আজ্ঞা দিল রাজা নিকটে ডাকিয়া।।
যাহ তুমি, দ্রৌপদীকে আন এইক্ষণে।
পাণ্ডবের ভয় তুমি না করিহ মনে।।
বিদুরের বোলে কিছু না করিহ ভয়।
সর্ব্বকাল বিদুরের ভয়ার্ত্ত হৃদয়।।
আর কুস্বভাব আছে বিদুর-চরিত।
ধৃতরাষ্ট্র-কুৎসা কহে পাণ্ডবের হিত।।
আদেশ পাইয়া তবে চলে প্রতিকামী।
ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশে করিল শীঘ্রগামী।।
যথায় পুরীর মধ্যে দ্রৌপদী সুন্দরী।
দ্রৌপদীর আগে কহে করযোড় করি।।

অবধান মহাদেবী শুনহ বিধান।
রাজা যুধিষ্ঠির হৈল দ্যূত হতজ্ঞান।।
সর্ব্বস্ব হারিল দ্যূতে, তোমা আদি করি।
তোমা নিতে আজ্ঞা দিল কুরু-অধিকারী।।
ধৃতরাষ্ট্র-গৃহে চল, কর যথাকর্ম্ম।
শুনিয়া দ্রৌপদীর ভাঙ্গিল নিজ মর্ম্ম।।

দ্রৌপদীর প্রশ্ন

দ্রৌপদী বলেন, হেন কভু নাহি শুনি।
রাজপুত্র হারিয়াছে আপন গৃহিণী।।
যুধিষ্ঠির ধীর বুদ্ধি, কভু মত্ত নয়।
এ কর্ম্ম দ্যূতেতে, হেন মনে নাহি লয়।।
প্রতিকামী বলে, দেবী মিথ্যা কভু নয়।
গ্রহবশে খেলিলেন ধর্ম্মের তনয়।।
একে একে সর্ব্বস্ব হারিয়া নরবর।
আপনারে হারিলেন সহ সহোদর।।
পশ্চাতে তোমারে হারিলেন নৃপমণি।
এত শুনি বলিলেন দ্রুপদ-নন্দিনী।।
যাহ প্রতিকামী গিয়া জিজ্ঞাস রাজারে।
প্রথমে আপনা কিবা হারিলা আমারে।।
হারিয়া থাকেন যদি প্রথমে আপনা।
তবে গিয়া জিজ্ঞাসহ সভাসদ্ জনা।।
তবে যদি সভাতলে সবে যেতে কয়।
আপন ইচ্ছায় তবে যাইব তথায়।।
এত শুনি প্রতিকামী চলিল সত্বরে।
সভায় জিজ্ঞাসে গিয়া ধর্ম্ম-নৃপবরে।।
পাঠাইল দ্রৌপদী আমারে জিজ্ঞাসিতে।
কোন্ পণ প্রথমে করিলা রাজা দ্যূতে।।
প্রথমে আপনা কি হারিলা যাজ্ঞসেনী।
শুনি মুগ্ধ হইলেন ধর্ম্ম-নৃপমণি।।
রহিল নীরবে বসে, নাহি সবে বাণী।
মনে বুঝি কিছু না বলিল প্রতিকামী।।
প্রতিকামী প্রতি ক্রোধে বলে কুরুবরে।
যাহ প্রতিকামী কিবা জিজ্ঞাস উহারে।।
সভামধ্যে লইয়া আইস দ্রৌপদীরে।
আসিয়া করুক ন্যায় সভার ভিতরে।।
আসি জিজ্ঞাসুক সেই, যেই লয় মনে।
করুক আসিয়া ন্যায় লয়ে সভাজনে।।
এত শুনি প্রতিকামী হইল দুঃখিত।
পুনঃ দ্রৌপদীর স্থানে চলিল ত্বরিত।।
করযোড়ে প্রতিকামী বলে সবিষাদ।
অবধান মহাদেবি হইল প্রমাদ।।
অস্ত হৈল কুরুকুল, বুঝিলাম মনে।
সভাতে তোমারে লৈতে বলিলা যখনে।।
দ্রৌপদী বলিল, শুন সঞ্জয়-নন্দন।
ধর্ম্মরাজ কি বলেন, কিবা দুর্য্যোধন।।
প্রতিকামী বলে, রাজা কিছু না বলিল।
সভাতে লইতে দুর্য্যোধন আজ্ঞা দিল।।
দ্রৌপদী কহিল, তুমি বলিলা প্রমাণ।
বংশ-নাশ-হেতু বিধি করিল বিধান।।
যাহ প্রতিকামী গিয়া জিজ্ঞাস রাজায়।
নিশ্চয় কি তার মন লইতে সভায়।।
এত শুনি প্রতিকামী চলিল সত্বর।
রাজারে কহিল যত কৃষ্ণার উত্তর।।
তবে যুধিষ্ঠির রাজা ভাবিয়া অন্তরে।
দুর্য্যোধন-যত্ন দেখি কৃষ্ণা অনিবারে।।

বিচারিয়া কহিলেন, কহ দ্রৌপদীরে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম কে খণ্ডিতে পারে।।

সত্য বিনা মম চিত্তে অন্য নাহি ভয়।
ধর্ম্ম রক্ষা করুক সে আসি এ সভায়।।
প্রতিকামী প্রতি তবে দুর্য্যোধন বলে।
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন অগ্নি হেন জ্বলে।।
ভাল তোরে পাঠানু আনিতে দ্রৌপদীরে।
পুনঃ পুনঃ আইসহ দ্রৌপদী-বচনে।।
যাহ শীঘ্র দ্রৌপদীরে আনহ এস্থানে।
এত শুনি প্রতিকামী ভীত হৈল মনে।।
পুনরপি ইন্দ্রপ্রস্থে চলিল সত্বরে।
কতেক দূরেতে গিয়া ভাবিল অন্তরে।।
কি ক্ষণে আইনু আজি রাজার নিকটে।
সে কারণে পড়িলাম এমন সঙ্কটে।।
পাছে ক্রোধ করে কৃষ্ণা দেখিলে এবার।
পাণ্ডব করিলে ক্রোধ নাহিক নিস্তার।।
কদাচিৎ কৃষ্ণা যদি এবার না আইসে।
দুর্য্যোধন মহাক্রোধ করিবে বিশেষে।।
বিচারিয়া বাহুড়িল সঞ্জয়-নন্দন।
করযোড়ে বলে দুর্য্যোধনের সদন।।
তব আজ্ঞাবশে যাই কৃষ্ণ আনিবারে।
না আইলে কি করিব, আজ্ঞা কর মোরে।।

দুঃশাসনের দ্রৌপদী- সমীপে গমন ও তাঁহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক সভায় আনয়ন

শুনি দুঃশাসনে ডাকি বলে দুর্য্যোধন।
পাণ্ডবেরে ভয় করে সঞ্জয়-নন্দন।।
এ কর্ম্মের যোগ্য নহে এই অল্পমতি।
তুমি গিয়া দ্রৌপদীরে আন শীঘ্রগতি।।
সভামধ্যে কেশে ধরি আনহ তাহারে।
নিস্তেজ হয়েছে শত্রু, কি আর বিচারে।।
আজ্ঞামাত্র দুঃশাসন চলিল ত্বরিত।
দ্রৌপদীর অন্তঃপুরে হৈল উপনীত।।
দ্রৌপদী চাহিয়া ডাকি বলে দুঃশাসন।
চলহ দ্রৌপদী, আজ্ঞা করিল রাজন।।
পাশায় তোমার স্বামী হারিল তোমারে।
দুর্য্যোধনে ভজ এবে ত্যজি যুধিষ্ঠিরে।।
দুঃশাসন দুষ্টবুদ্ধি দেখি গুণবতী।
সক্রোধ-বদন আর বিকৃত-আকৃতি।।
ভয়েতে দেবীর অঙ্গ কাঁপে থরথর।
শীঘ্রগতি উঠি গেল ঘরের ভিতর।।
স্ত্রীগণের মধ্যে দেবী ভয়ে লুকাইল।
দেখি দুঃশাসন ক্রোধে পাছু গোড়াইল।।
গৃহদ্বারে কুন্তীদেবী ভুজ প্রসারিয়া।
সবিনয়ে বলে দুঃশাসনেরে চাহিয়া।।
কহ দুঃশাসন এই কেমন বিহিত।
দ্রৌপদী ধরিতে চাহ, না বুঝি চরিত।।
কুলবধূ লৈয়া যাবে সভার মধ্যেতে।
কুলের কলঙ্ক-ভয় নাহিক তোমাতে।।
শুনি দুঃশাসনে ক্রোধে উঠিল গর্জ্জিয়া।
দুই হাতে কুন্তীরে সে ফেলিল ঠেলিয়া।।
অচেতন হয়ে দেবী পড়িল ভূতলে।
দুঃশাসন ধরিলেক দ্রৌপদীর চুলে।।

যেই কেশ রাজসূয়-যজ্ঞের সময়।
মন্ত্রজলে সিঞ্চিলেন ব্যাস মহাশয়।।
বাহিরিল কৃষ্ণার সেই কেশেতে ধরি।
দেখিয়া কান্দয়ে যত অন্তঃপুর-নারী।।
কেশে ধরি লয়ে যায় পবনের বেগে।
চলিতে চরণ ভূমে লাগে কি না লাগে।।
নাগিনী বিকলা যথা গরুড়ের মুখে।
ছট্‌ফট্ করে দেবী, ছাড় ছাড় ডাকে।।
আরে মন্দমতি কেন না দেখ নয়নে।
রজঃস্বলা আছি আর একই বসনে।।
দুঃশাসন বলে, তুমি ছাড় হেন আশ।
রজঃস্বলা হও কিম্বা হও একবাস।।
পূর্ব্ব-অহঙ্কার এবে না করিহ মনে।
সভাতে লইতে আজ্ঞা করিল রাজনে।।
কৃষ্ণা বলে, গুরুজন আছেন সভাতে।
কি মতে দাণ্ডাব আমি তাঁদের অগ্রেতে।।
না লহ সভাতে মোরে কর পরিহার।
আরে মন্দমতি কেশ ছাড়হ আমার।।
কেন হেন জ্ঞানহারা হৈলি রে অবোধ।
সর্ব্বনাশ হবে, হৈলে পাণ্ডবের ক্রোধ।।
ইন্দ্র সভা হৈলে তবু রক্ষা না পাইবি।
ক্ষণমাত্রে যম-গৃহে সবংশেতে যাবি।।
ধর্ম্মে বদ্ধ হয়েছেন ধর্ম্ম-নরপতি।
ভ্রাতৃ-উপরোধ বশ চারি মহামতি।।
এই হেতু এতক্ষণ তোমার জীবন।
এখন যে রক্ষা পাও হৈলে নিবারণ।।
কৃষ্ণার বচন শুনি দুঃশাসন হাসে।
পুনঃ আকর্ষিয়া দুষ্ট টান দিল কেশে।।
ঝাঁকারি সবলে তাঁরে নিল সভাস্থল।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে কৃষ্ণা হইয়া বিকল।।
অধীর হইয়া চাহে ভূমি ধরিবারে।
না লও সভাতে মোরে, বলয়ে কাতরে।।
বড় বড় জন দেখি আছেন সভায়।
হেন এক জন নাহি, এক কথা কয়।।
কেহ তার দুর্বুদ্ধি না করে নিবারণ।
চিত্র-পুত্তলিকা মত আছেন সভাজন।।
এই ভীস্ম দ্রোণ দেখ আছেন সভাতে।
ধার্ম্মিক এই দুই বড় খ্যাত পৃথিবীতে।।
স্বধর্ম্ম ছাড়িল এরা, হেন লয় মনে।
মম এত দুঃখ কেন না দেখে নয়নে।।
বাহ্লীক বিদুর ভূরিশ্রবা সোমদত্ত।
ধর্ম্মশীল জানি সবে অতুল মহত্ত্ব।।
কুরুকুল সত্যভ্রষ্ট হইল নিশ্চয়।
এক জন কেহ এক ভাষা নাহি কয়।।
এত বলি কান্দে দেবী সজল নয়নে।
কাতর হইয়া চাহে স্বামীগণ পানে।।
দ্রৌপদী-কাতর-দৃষ্টি দেখিয়া পাণ্ডব।
ঘৃত পেলে যেই মত জ্বলে জলোদ্ভব।।
রাজ্য দেশ ধন জন সকল হারিল।
তিলমাত্র তাহাতে তাপিত না হইল।।
দ্রৌপদী-কাতর-,মুখ দেখিয়া নয়নে।
কুম্ভকার-শাল যেন পোড়য়ে আগুণে।।
দুঃশাসনে টানে ঘন কেশেতে আকর্ষি।
পরিহাস করি কেহ বেল, আন দাসী।।
সাধু দুঃশাসন, বলে রাধেয় শকুনি।
সজল নয়নে কান্দে দ্রুপদ-নন্দিনী।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।।

সভাজন প্রতি বিকর্ণের উত্তর

দ্রৌপদী যতেক কহে, কেহ নাহি শুনে।
ভীষ্মবীর প্রত্যুত্তর দেন কতক্ষণে।।
কহিতে না পারি আমি ইহার বিধান।
ধর্ম্ম সূক্ষ্ম বিচারিয়া কহিতে প্রমাণ।।
অন্য দ্রব্যে অন্যের নাহিক অধিকার।
দ্রব্য মধ্যে গণ্য হয় ভার্য্যা কিবা আর।।
আপনা হারিল আগে ধর্ম্মের নন্দন।
পশ্চাৎ হারিলা কৃষ্ণা, জানে সর্ব্বজন।।
দ্রুপদ নন্দিনী পঞ্চ পাণ্ডবের নারী।
একা যুধিষ্ঠির তাহে নহে অধিকারী।।
রাজ্যদেশ ধন জন সব যদি যায়।
যুধিষ্ঠির-মুখে নাহি মিথ্যা বাহিরায়।।
হারিল বলিয়া মুখে বলিয়াছে বাণী।
কি কহি ইহার বিধি, কিছু নাহি জানি।।
এত বলি নিঃশব্দে রহেন ভীষ্ম ধীর।
যুধিষ্ঠিরে চাহি বলে বৃকোদর বীর।।
ওহে মহারাজ! কভু দেখেছ নয়নে।
আপন ভার্য্যাকে হারে, বল কোন্ জন।।
কপটী জুয়ারী যদি হয় কোন জন।
তা সবার থাকিলে ইতর নারীগণ।।
সে সব নারীরে তারা নাহি করে পণ।
তুমি মহারাজ কর্ম্ম করিলা যেমন।।
রাজ্য দেশ ধন জন হারিলা যতেক।
ইহাতে তোমারে ক্রোধ না করি তিলেক।।
আমা সহ সকল তোমার অধিকার।
এই সে হৃদয়ে তাপ সম্বরিতে নারি।।
পাশায় করিলা পণ কৃষ্ণা হেন নারী।
তব কৃত কর্ম্ম রাজা দেখহ নয়নে।।
দ্রৌপদীরে পরিহাস করে হীনজনে।।
এই হেতু তোমারে জন্মিল বড় ক্রোধ।
ক্ষুদ্র লোক কহে ভাষা, নাহি কিছু বোধ।।
ধনঞ্জয় বলে, ভাই কি কথা কহিলে।
নৃপে হেন ভাষা নাহি কহ কোন কালে।।
আজি কেন কটূত্তর বলিলে রাজায়।
তব মুখে হেন বাক্য কভু না বেরয়।।
পরম পণ্ডিত তুমি ধর্ম্মজ্ঞ যে গণি।
শত্রুর কপটে ছন্ন হৈলে হেন জানি।।
সদাই শত্রুর ভাই এই যে কামনা।
ভাই ভাই বিচ্ছেদ হউক পঞ্চ জনা।।
শত্রুর কামনা পূর্ণ কর কি কারণ।
জ্যেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ মহারাজে না কর নিন্দন।।
রাজারে বলিলে হেন কি দোষ দেখিয়া।
দ্যূত আরম্ভিল শত্রু কপটে ডাকিয়া।।
আপন ইচ্ছায় রাজা না খেলেন দ্যূত।
ডাকিলে না খেলিলে হবেন ধর্ম্মচ্যুত।।
ভীম বলে, ধনঞ্জয় না বলিহ আর।
হীনজন প্রভুত্ব না পারি সহিবার।।
হরি বিনা অন্য চিত্ত নাহিক আমার।
দুই ভুজ কাটিয়া ফেলিব আপনার।।
ক্ষুদ্রের প্রভুত্ব দেখিতেছি যে নয়নে।
তবে ভুজ রাখি আর কোন্ প্রয়োজনে।।
যাহ সহদেব শীঘ্র অগ্নি আন গিয়া।
অগ্নি-মধ্যে দুই ভুজ ফেলিব কাটিয়া।।
এইরূপে পঞ্চ ভাই তাপিত অন্তর।

দুঃখের অনলে দহে সর্ব্ব কলেবর।।
বিকর্ণ নামেতে ধৃতরাষ্ট্রের তনয়।
পাণ্ডবের দুঃখ দেখি দুঃখিত হৃদয়।।
বিশেষে কৃষ্ণার ক্লেশ নারিল সহিতে।
সভাজন চাহি বীর লাগিল কহিতে।।
সভামধ্যে আছে বড় বড় রাজগণে।
দ্রৌপদীর প্রত্যুত্তর নাহি দাও কেনে।।
পুনঃ পুনঃ দ্রৌপদী যে কহিছে সভায়।
সভাসদ লোকে হেন বুঝিতে যুয়ায়।।
সভায় থাকিয়া যদি বিচার না করে।
সহস্র- বৎসর পচে নরক-ভিতরে।।
এই ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র বিদুর সুমতি।
কুরুকুলে হর্ত্তা কর্ত্তা এই তিন কৃতী।।
এ তিন জনেরে নারি করিতে হেলন।
তোমরা উত্তর নাহি দাও কি কারণ।।
এই দ্রোণাচার্য্য কৃপ শ্রেষ্ঠ দ্বিজকুলে।
ক্ষত্রকুলে আচার্য্য যে খ্যাত ভূমণ্ডলে।।
তোমরা সকলে ভয় করহ কাহারে।
উত্তর না দাও কেন দ্রৌপদীর তরে। ।
আর যে আছয়ে বহু বহু রাজগণ।
বুঝিয়া উত্তর নাহি দাও কি কারণ। ।
পুনঃ পুনঃ দ্রৌপদী কহিল বার বার।
যার যেই চিত্তে আসে, করহ বিচার। ।
এই মতে পুনঃপুনঃ বিকর্ণ কহিল।
একজন সভাস্থলে উত্তর না দিল।।
কাহার মুখেতে নাহি পাইয়া উত্তর।
ক্রোধভরে বিকর্ণ কচালে করে কর।।
নিশ্বাস ছাড়িয়া পুনঃ কহে সভাজনে।
উত্তর না দেহ সবে কিসের কারণে।।
তোমরা যে কেহ কিছু না দিলা উত্তর।
আমি কিছু কহি শুন সব নরবর।।
চারি ধর্ম্ম নৃপতির হয়েছে বিধান।
মৃগয়া দেবন দান প্রজার পালন।।
এই যে নৃপতি ধর্ম্ম দেবনে পশিল।
ইচ্ছাসুখে নহে, সবে কপটে ডাকিল। ।
যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীরে নাহি কর পণ।
কপটেতে কহিলেন সুবল নন্দন।।
আগে নরপতি আপনাকে হারিয়েছে।
কৃষ্ণার উপর কিবা প্রভুপণ আছে।।
বিশেষে সমান কৃষ্ণা এ পঞ্চ জনার।
একা ধর্ম্ম-নৃপতির নাহি অধিকার। ।
সে কারণে দ্রৌপদী পাশায় নাহি জিত।
তোমরা কি বল, আমি কহি সে উচিত।।
বিকর্ণ-বচন শুনি যত সভাজন।
সাধু সাধু বলি সবে বলয়ে বচন।।
বিকর্ণ-বচন শুনি কর্ণে ক্রোধ হৈল।
দুর্য্যোধনে চাহি তবে কহিতে লাগিল।।
অনেক বিচার বুদ্ধি দেখি যে ইহায়।
অগ্নি কাষ্ঠে জন্মিয়া সংহার করে তায়।।
সেই মত অগ্নিরূপে এই তব কুলে।
হেন অপরূপ কহিলেক সভাস্থলে।।
এ সভায় যত লোক কিছু নাহি জানে।
কেহ না কহিল, এ কহিল সে কারণে।।
সবে জানে, কৃষ্ণা জিতা হইয়াছে পণে।
বুঝিয়া উত্তর নাহি দেয় কোন জনে। ।
বালক হইয়া সভা মধ্যেতে আইল।
বৃদ্ধের সমান নীতি-বচন কহিল।।
কি জানহ ধর্ম্ম তুমি, কি জান বিচার।

কৃষ্ণা জিতা নহে যে, সে কেমন প্রকার।।
যুধিষ্ঠির যখন সর্ব্বস্ব কৈল পণ।
জিনিল পাশায় তাহা সুবল-নন্দন।।
সর্ব্বস্বের বাহির কি দ্রৌপদী সুন্দরী।
বিশেষ কহিল যবে গান্ধারাধিকারী।।
দ্রৌপদীর পণ কর বলিয়া বলিল।
শুনিয়া পাণ্ডব কেন নিবৃত্ত না হৈল।।
আর যে কহিলা কৃষ্ণা একবস্ত্রা হয়।
সভামধ্যে ইহারে আনিতে না যুয়ায়।।
বহু ভর্ত্তা যার, তার কিবা ভয় লাজ।
তাহার কিসের লজ্জা আসিতে সমাজ।।
যতেক সংসার এই বিধাতা সৃজিল।
ভার্য্যার একই স্বামী নিয়ম করিল।।
দুই স্বামী হৈলে বলি তারে দ্বিচারিণী।
পঞ্চ স্বামী হৈলে পরে বেশ্যামধ্যে গণি।।
সভায় আসিবে বেশ্যা লাজ তার কিসে।
এমত বিচার মম মনেতে আইসে।।
দুর্য্যোধন বলে, এই শিশু অল্পমতি।
কি জানে বিচার-তত্ত্ব ধর্ম্ম-সূক্ষ্ম-গতি।।
তবে আজ্ঞা করিল নৃপতি দুঃশাসন।
পাণ্ডবগণের আন বস্ত্র আভরণ।।
দ্রৌপদীর বস্ত্র আর যত অলঙ্কার।
ঝটিতে আনিয়া দেহ অগ্রেতে আমার।।
এত শুনি ততক্ষণে পঞ্চ সহোদর।
বস্ত্র অলঙ্কার ফেলি দিলেন সত্বর।।
একবস্ত্র পরিহিতা দ্রৌপদী সুন্দরী।
দুঃশাসন টানিতেছে বসনেতে ধরি।।
ছাড় ছাড় বলি কৃষ্ণা ঘন ডাক ছাড়ে।
সভামধ্যে ধরি তর অঙ্গ-বস্ত্র কাড়ে।।
সঙ্কটে পড়িয়া দেবী না দেখি উপায়।
আকুল হইয়া কৃষ্ণা স্মরে যদুরায়।।
ঝরঝর ঝরে অশ্রুজল দুনয়নে।
কাতরেতে কৃষ্ণা ডাকে দেব নারায়ণে।।

দুঃশাসন কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও দ্রৌপদী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি

ওহে প্রভু কৃপাসিন্ধু, অনাথ-জনের বন্ধু,
অখিলের বিপদ-ভঞ্জন।
এ সব সভার মাঝ, ইথে নিবারিতে লাজ,
তোমা বিনা নাহি অন্য জন।।
যে প্রভু পালিতে সৃষ্ট, সংহার করিতে দুষ্ট,
পুনঃ পুনঃ হও অবতার।
তাঁহার চরণ-ছায়া, স্মরিয়া সঁপিনু কায়া,
অনাথের কর প্রতিকার।।
বিষ-অগ্নি খরক্রোধ, ভুজঙ্গ দন্তীর পদে,
যেই প্রভু রাখিলা প্রহ্লাদে।

তাঁহার চরণ-যুগে, দ্রৌপদী শরণ মাগে,
রক্ষা কর বিষম প্রমাদে।।
যাঁহার উজ্জ্বল চক্র, কাটিয়া মস্তক নক্র,
নিস্তার করিল গজরাজ।
বল করে দুরাশয়ে, শরণ নিলাম ভয়ে,
তাঁহার চরণ-পদ্ম মাঝ।।
যেই প্রভু ঈষদক্ষে, কৃপায় সংসার রক্ষে,
নাচয়ে যে ফণাধর-মুণ্ডে।
তাঁহার চরণ রঙ্গ, স্মরিয়া সঁপিনু অঙ্গ,
রাখ প্রভু দুষ্ট কুরুদণ্ডে।।
যে পবু কপটে ছলি, পাতালে লইল বলি,
নির্ভয় করিলা শচীপতি।
তাঁহার ত্রিপাদ-পদ্ম, ত্রিপথগামিনী সদ্ম,
তাহা বিনা নাহি মোর গতি।।
পরশি যে পদধূলা, অনেক কালের শিলা,
দিব্যরূপ অহল্যা পাইল।
জলনিধি করি বন্ধ, বিনাশিলে দশস্কন্ধ,
দ্রৌপদী শরণ তাঁর নিল।।
যে প্রভু পর্ব্বত ধরি, গোকুলে গোপের নারী,
রক্ষা কৈল ইন্দ্রের বিবাদে।
বেদশাস্ত্র লোকে খ্যাত, পতি-পুত্রগণ-নাথ,
পাণ্ডুবধূ রাখহ প্রমাদে।।
যাঁহার সৃজন সৃষ্টি, সংসারে যাঁহার দৃষ্টি,
মোর দুঃখ কেন নাহি দেখ।
বলিষ্ঠ দুর্জ্জন জনে, স্মরণ করিলে শুনে,
এ সঙ্কটে কেন নাহি রাখ।।
নৃসিংহ বামন হরি, বিষ্ণু সুদর্শন-ধারী,
মুকুন্দ মুরারি মধুহারী।
নারায়ণ বিষ্ণু রাম, ইত্যাদি যতেক নাম,

ঘন ডাকে দ্রুপদ-কুমারী।।
দ্রৌপদী আকুল জানি, অস্থির সে চক্রপাণি,
যাঁর নাম আপদভঞ্জন।
ধর্ম্মরূপে জগৎপতি, রাখিতে এলেন সতী,
সত্যধর্ম্ম করিতে পালন।।
আকাশ-মার্গেতে রয়ে, বিবিধ বসন লৈয়ে,
দ্রৌপদীরে সঘনে যোগায়।
যত দুঃশাসন কাড়ে, ততেক বসন বাড়ে,
আচ্ছাদন করি সর্ব্ব-গায়।।
লোহিত পিঙ্গল পীত, নীল শ্বেত বিরচিত,
নানা-চিত্র-বিচিত্র বসনে।
বিবিধ বর্ণের শাড়ী, দুঃশাসন ফেলে কাড়ি,
পুঞ্জ পুঞ্জ হৈল স্থানে স্থানে।।
পর্ব্বত-প্রমাণ বাস, দেখি লোকে লাগে ত্রাস,
চমৎকার হইল সভাতে।
কভু নাহি দেখি শুনি, সভাজন বল বাণী,
ধন্য ধন্য দ্রুপদ-দুহিতে।।
ধন্য গর্গ মহামুনি, নিস্তার করিতে প্রাণী,
বাছিয়া থুইল কৃষ্ণ-নাম।
যে নাম লইলে তুণ্ডে, বিবিধ দুর্গতি খণ্ডে,
হেলে লভে স্ববাঞ্ছিত কাম।।
নরেতে যে নাম ধরি, ভবসিন্ধু যায় তরি,
খণ্ডে মৃত্যুপতি দণ্ড দায়।
ক্ষণেক যে নাম ধরি, ভবসিন্ধু যায় তরি,
খণ্ডে মৃত্যুপতি দণ্ড দায়।
ক্ষণেক যে নাম জপি, অশেষ পাপের পাপী,
সকল ধর্ম্মের ফল পায়।।
ভারত-অমৃত-কথা, ব্যাস বিরচিত গাথা,
অবহেলে যেই জন শুনে।

www.bengaliebook.com

দুস্তর সংসারে তরি, যায় সেই স্বর্গপুরী,
কাশীরাম দাস বিরচনে।।

দুঃশাসনের রক্তপাণে ভীমের প্রতিজ্ঞা

অদ্ভুত দেখিয়া সভাজন হৈল স্তব্ধ।
সাধু সাধু দ্রৌপদী, চৌদিকে হৈল শব্দ।।
পূর্ব্বে কভু নাহি শুনি না দেখি নয়নে।
দুর্য্যোধনে বহু নিন্দা করে সভাজনে।।
ভ্রাতৃগণ মধ্যে বসি ছিল বৃকোদর।
মহানাদে গর্জ্জিত উঠে সভার ভিতর।।
অধরোষ্ঠ কম্পয়ে, কম্পয়ে কর পদ।
ঘূর্ণিত নয়ন-যুগ যেন কোকনদ।।
সভাশব্দ নিবারিয়া কহে সর্ব্বজনে।
মোর বাক্য শুন যত আছ রাজগণে।।
সত্য করি কহি আমি সবার অগ্রেতে।
যাহা করি, তাহা যদি না পারি করিতে।।
পিতৃ পিতামহ গতি না পান কখনে।
এই কুরু কুলাধম দুষ্ট দুঃশাসনে।।
রণমধ্যে ধরি বক্ষ করিব বিদার।
করিব শোণিত পান করি অঙ্গীকার।।
শুনিয়া সভার লোক হইল কম্পিত।
প্রশংসিল সভাজন বুঝিয়া বিহিত।।
তবে দুঃশাসন বড় হইল লজ্জিত।
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্ত্র দেখি হইল বিস্মিত।।
পরিশ্রান্ত হৈয়া শেষে বসে ভূমিতলে।
মলিন বদন হৈল যত কুরুবলে।।
যত সাধুগণ সবে করয়ে রোদন।
ধিক্ ধৃতরাষ্ট্র! নিন্দা করে সর্ব্বজন।।
আপনিও অন্ধ, অন্ধ পুত্র জন্মাইল।
কুরুবংশে এমন কখন না হইল।।
তবে ত বিদুর নিবারিয়া সর্ব্বজনে।
সভাজনে চাহিয়া বলেন ততক্ষণে।।
এ সভার মধ্যে আছে যত রাজগণ।
বুঝি এক বাক্য নাহি বল কি কারণ।।
ভয়ার্ত্ত হইয়া যদি আসে সভামাঝে।
সভাজনে চাহিয়ে তাহার ন্যায় বুঝে।।
সভাতে থাকিয়া যেই বিচার না করে।
সে অধর্ম্মী-জন যায় নরক ভিতরে।।

বিদুর কর্ত্তৃক বিরোচন ও সুধম্বা ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ কথন

বিদুর কহেন, শুন পূর্বব বিবরণ।
প্রহ্লাদ দৈত্যের পুত্র নাম বিরোচন।।
অঙ্গিরা-ঋষির পুত্র সুধম্বা নামেতে।
দুই জনে কোন্দল হইল আচম্বিতে।।
বিরোচন বলে, নাহি রাজার সমান।
সুধম্বা বলেন, দ্বিজ সবার প্রধান।।
এই হেতু কোন্দল করিল দুই জন।
ক্রুদ্ধ হৈয়ে পণ করিলেন ততক্ষণ।।
যে জন হারিবে, তার লইব পরাণ।
চল সাধুজন স্থানে, জিজ্ঞাসি বিধান।।
বিরোচন বলে, জিজ্ঞাসিব কার স্থানে।
দ্বিজ বলে, চল তব বাপের সদনে।।

দুই জনে এই যুক্তি করিয়া তখন।
শীঘ্রগতি চলি গেল যথায় রাজন।।
সুধন্বা বলিল, শুন দৈত্যের প্রধান।
মোর সহ দ্বন্দ্ব কৈল তোমার সন্তান।।
পণ কৈল যে হারিবে, লইবে পরাণ।
সত্য করি কহ তুমি ইহার বিধান।।
দ্বিজপুত্রে রাজপুত্রে শ্রেষ্ঠ কোন্ জন।
শুনিয়া বিস্ময় মানে প্রহ্লাদের মন।।
চিত্ত কৈল, সত্য কৈলে হারিবে কুমার।
কেমনে কহিব মিথ্যা নরক দুর্ব্বার।।
এত চিন্তি জিজ্ঞাসিল কশ্যপের স্থান।
কহ মুনিবর মোরে ইহার বিধান।।
অসুর সুরের ধর্ম্ম তোমার গোচর।
কেমনে হইবে শ্রেয়ঃ বলহ উত্তর।।
কশ্যপ বলেন, যেই বিষণ্ণ হইয়া।
মহাতাপে সভামধ্যে পড়য়ে আসিয়া।।
সভামধ্যে থাকে যেই সাধু মহাজন।
ন্যায় করি তার তাপ করে নিবারণ।।
সভায় থাকিয়া যেই না করে বিচার।
নরক হইতে তার নহিক নিস্তার।।
যে পক্ষে অন্যায় করে, হয় সেই গতি।
ইহলোকে মহাদুঃখ পায় নিতি নিতি।।
হৃদয়ের শেল তার কদাচ না টুটে।
অর্থশোক পুত্রশোক অবিলম্বে ঘটে।।
অধর্ম্মীর পক্ষ হৈয়ে কহে যেই জন।
তার দুই পাদ পাপ সে করে গ্রহণ।।
অধর্ম্মী জানিয়া যেই নিন্দা নাহি করে।
এক পাদ পাপ তার শরীরেতে ধরে।।
সাক্ষী হৈয়ে যেই জন পক্ষ হৈয়ে কয়।
শতেক পুরুষ সহ নরকে পড়য়।।
কশ্যপের স্থানে শুনি এতেক বিধান।
পুত্রমুখ চাহি বলে দৈত্যের প্রধান।।
তারে শ্রেষ্ঠ বলি, যারে করি যে বন্দন।
তেঁই তোমা হতে শ্রেষ্ঠ সুধন্বা ব্রাহ্মণ।।
আমার হইতে শ্রেষ্ঠ অঙ্গিরারে গণি।
তব মাতা হৈতে শ্রেষ্ঠা ইহার জননী।।
পুত্রে এত বলিয়া সুধন্বা প্রতি কয়।
তোমার অধীন আজি বিরোচন হয়।।
মারহ রাখহ তুমি, যেই তব মন।
যাহা ইচ্ছা কর, নাহি করি নিবারণ।।
এত শুনি হৃষ্ট হৈয়ে বলে তপোধন।
দ্বিগুণ লভুক আয়ু তোমার নন্দন।।
কখনই তাপ নাই সত্যবাদী জনে।
সে কারণে তব পুত্র বাড়ুক কল্যাণে।।
এত বলি সুধন্বা আপন গৃহে গেল।
সভাজন চাহি ক্ষত্তা এতেক বলিল।।
তথাপি উত্তর নাহি দিল কোন জন।
দুঃশাসনে বলে তবে সূর্য্যের নন্দন।।
আনহ ধরিয়া দাসী কার মুখ চাহ।
সভামধ্যে আনি পরে গৃহে লৈয়ে যাহ।।
শুনিয়া দ্রৌপদী দেবী কাঁপে থরথরে।
স্বামিগণ পানে চাহে কান্দি উচ্চৈঃস্বরে।।
অধোমুখে রয়েছেন ভাই পঞ্চ জনে।
দ্রৌপদী যতেক ডাকে শুনিয়া না শুনে।।
স্বামিগণ অধোমুখে দেখি যাজ্ঞসেনী।
সভাজনে চাহি বলে শিরে কর হানি।।
পূর্ব্বেতে উত্তম কর্ম্ম আমার না ছিল।
এই হেতু বিধাতা আমারে দুঃখ দিল।।

পূর্ব্বে পিতৃগৃহে মম স্বয়ম্বর-কালে।
আমারে দেখিয়াছিল নৃপতি সকলে।।
আর কভু আমারে না দেখে অন্য জনে।
আজি পুনঃ সভাজন দেখিল নয়নে।।
চন্দ্র সূর্য্যা নিরখিলে যারা ক্রোধ করে।
আমার এ দুর্গতি সে সবার গোচরে।।
যত গুরুজনে আমি করি নমস্কার।
একবাক্য বল সবে করিয়া বিচার।।
দ্রুপদ-নন্দিনী আমি পাণ্ডব-গৃহিণী।
সখা মম যাদবেন্দ্র গদা-চক্রপাণি।।
কুরুকুলে শ্রেষ্ঠ সবর্ণা মহিষী।
কহিতেছে সবে মোরে হইবারে দাসী।।
আজ্ঞা কর আমারে যে ইহার বিধানে।
আর ক্লেশ নাহি সহে আমার পরাণে।।
শুনিয়া উত্তর দেন গঙ্গার নন্দন।
পুনঃ পুনঃ কল্যাণী জিজ্ঞাস কি কারণ।।
দ্রোণ আদি বৃদ্ধ যত আছেন সভায়।
কাহার জীবন নাহি, সবে মৃতপ্রায়।।
মৃতজনে জিজ্ঞাসিলে কি পাবে উত্তর।
ধর্ম্ম বিনা সখা নাহি, ধর্ম্মাশ্রয় কর।।
বহু কষ্টযুত নহে ধার্ম্মিক যে জন।
ধর্ম্মবলে করে সব শত্রুর নিধন।।
দাসীযোগ্যা অযোগ্যা যে পুছিলা বিধান।
কহি আমি, শুন দেবি! মোর অনুমান।।
তুমি দাসী হৈবে, যুধিষ্ঠিরের স্বীকার।
যুধিষ্ঠিরে জিজ্ঞাসহ ইহার বিচার।।
জিতা কি অজিতা তুমি, কহিবা আপনে।
নির্ণয় করিতে ইহা নারে অন্য জনে।।
সভাপর্ব্বে সুধারস পাশার নির্ণয়।
ব্যাস-বিরচিত গীত কাশীদাস কয়।।

দ্রৌপদীর অপমানে ভীমের ক্রোধ

সভামধ্যে যাজ্ঞসেনী করেন ক্রন্দন।
কেশে ধরি দুঃশাসন টানে ঘনে ঘন।।
হাসিয়া দ্রৌপদী প্রতি বলে দুর্য্যোধন।
কেন অকারণে কৃষ্ণা করহ রোদন।।
তোর স্বামী যুধিষ্ঠির হারিলেক তোরে।
পুনঃ পুনঃ কিবা আর জিজ্ঞাস সবারে।।
অনুমানে বুঝি, তোর এই মনে লয়।
একা যুধিষ্ঠির তোর অধিকারী নয়।।
জানাউক চারি স্বামী সম্মুখে সবার।
তোমাপর ধর্ম্মের নাহিক অধিকার।।
মিথ্যাবাদী যুধিষ্ঠির, কহুক চারিজন।
এইক্ষণে হয় তবে তোমার মোচন।।
নতুবা কহুক নিজে ধর্ম্মের কুমার।
কৃষ্ণার উপরে মোর নাহি অধিকার।।
এত যদি বলিল নৃপতি দুর্য্যোধন।
ভাল ভাল বলিয়া কহিল সভাজন।।
শুনিবারে রাজগণ আছে কুতূহলে।
কি বলে ধর্ম্মের পুত্র, ভীম কিবা বলে।।
কিবা বলে ধনঞ্জয়, মাদ্রীর নন্দন।
পঞ্চজন-মুখ সবে করে নিরীক্ষণ।।
নিঃশব্দে নৃপতিগণ একৃদষ্টে চায়।
কহিতে লাগিল ভীম চাহিয়া সভায়।।
চন্দনে লেপিত ভুজ তুলি সভামাঝে।
কহিতে লাগিল যেন কেশরী গরজে।।

এই রাজা যুধিষ্ঠির পাণ্ডরের প্রতি।
পাণ্ডবগণের নাহি ইহা বিনা গতি।।
ইনি যদি নহিবেন পাণ্ডব-ঈশ্বর।
এতক্ষণ কভু বাঁচে কৌরব পামর।।
ওরে দুষ্টগণ, তব হেন লয় মতি।
এতেক সহিতে পারে কাহার শকতি।।
যুধিষ্ঠির মহারাজ হারিলা আপনা।
ঈশ্বর হইল দাস, দাসী কি গণনা।।
যুধিষ্ঠিরে জিত হৈয়ে জিনিলা সবারে।
কাহার শকতি ইহা খণ্ডিবারে পারে।।
আর কহি শুন দুষ্ট কৌরব সকল।
আমি জীতে তো সবার নাহিক মঙ্গল।।
যেইক্ষণে ধর্ম্মরাজে বসালি ভূতলে।
যেইক্ষণে ধরিলি দ্রুপদ-সুতা-চুলে।।
সেইক্ষণে আয়ুঃশেষ তোমা সবাকার।
কুটি কুটি করি সবে করিব সংহার।।
হের দেখ যমদণ্ড মোর দুই ভুজে।
শচীপতি না জীয়ে পড়িলে ইথি মাঝে।।
পর্ব্বত করি যে চূর্ণ, তোমা গণি কিসে।
নির্ম্মূল করিতে পারি চক্ষুর নিমিষে।।
ধর্ম্মপাশে বদ্ধ এই ধর্ম্মের নন্দন।
তেঁই মূঢ়মতিগণ জীয়ে এতক্ষণ।।
আর তাহে পুনঃ পুনঃ অর্জ্জুন নিবারে।
এখনি দেখাই যদি রাজা আজ্ঞা করে।।
সিংহ যেন ক্ষুদ্র মৃগে করয়ে সংহার।
বিনাশিব ধৃতরাষ্ট্রের শতেক কুমার।।
কহিত কহিতে ভীম ক্রোধে কম্পকায়।
নয়নে সঘনে অগ্নিকণা বাহিরায়।।
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরাদি মৃদু বলে বাণী।
সকল সম্ভবে তোমা, ক্ষম বীরমণি।।
ভারতের পুণ্যকথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, ভবসিন্ধু তরি।।

দুর্য্যোধনের ঊরুভঙ্গে ভীমের প্রতিজ্ঞা

বৃকোদর বীর সবে নিঃশব্দ হইল।
কৃষ্ণা প্রতি কর্ণবীর কহিতে লাগিল।।
তিন জন ধনের উপর প্রভু নহে।
সেবক রমণী শিষ্য, শাস্ত্রে হেন কহে।।
দাস হৈল যুধিষ্ঠির, তুই ভার্য্যা তার।
দাস-ভার্য্যা দাসী হয়, বিদিত সংসার।।
দাসী হৈলি, দাসী-কর্ম্ম কর যথোচিত।
প্রবেশহ ধৃতরাষ্ট্র-গৃহেতে ত্বরিত।।
তোর প্রভু হৈল ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ।
তোর অধিকারী নহে পাণ্ডুর নন্দন।।
যারে তোর ইচ্ছা হয়, ভজহ তাহারে।
পাণ্ডবেরা আর তোরা নিবারিতে নারে।।
বৃকোদর শুনিল কর্ণের কটূত্তর।
নিশ্বাস ছাড়িয়া যে কচালে করে কর।।
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন রক্ত কুমুদিনী।
কর্ণ পানে চাহি যেন গর্জ্জে কাদম্বিনী।।
আরে মূঢ়! যে উত্তর করিলি মুখেতে।
ইহার উচিত ফল আছে মোর হাতে।।
ধর্ম্ম পাশে বদ্ধ এই ধর্ম্ম-অধিকারী।
সে কারণে তোরে কিছু বলিবারে নারি।।
যুধিষ্ঠির প্রতি বলে কৌরব-প্রধান।
তুমি কেন নাহি কহ ইহার বিধান।।

চারি ভাই তব বাক্যে সদা অবস্থিত।
আপনি বলহ, কৃষ্ণা জিত কি অজিত।।
যুধিষ্ঠির অধোমুখে শুনি সে বচন।
নয়নে বসন দিয়া ঢাকেন বদন।।
যুধিষ্ঠিরে অধোমুখ দেখি দুর্য্যোধন।
কর্ণভিতে চাহে বড় প্রফুল্ল বদন।।
ভীম ভীতে আড় আঁখি চাহে কৃষ্ণা পানে।
আপনার ঊরু হৈতে তুলিল বসনে।।
গজ-শুণ্ড-সদৃশ উলট রম্ভাতরু।
সকল লক্ষণ-যুত বজ্রবৎ ঊরু।।
মদগর্ব্বে দুর্য্যোধন কৃষ্ণারে দেখায়।
দেখি বৃকোদর বীর ক্রোধে কম্পকায়।।
ভীম বলে, যত আছ শুন সভাজনে।
এই কুরু দুষ্টকর্ম্ম দেখিলা নয়নে।।
যেই ঊরু দেখাইল সভার ভিতর।
ভারত-কুলের পশু নির্লজ্জ পামর।।
বজ্রসম নিদারুণ করি গদাঘাত।
রণমধ্যে ঊরু ভাঙ্গি করিব নিপাত।।
করিলাম এ প্রতিজ্ঞা, না করিব যবে।
পিতৃ পিতামহ গতি নাহি পান তবে।।
ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনি কম্পিত আকার।
সভাতে বিদুর তবে কহে আরবার।।
আমি দেখি কুরুকুল রক্ষা নাহি আর।
ভীম-ক্রোধ-সিন্ধু হৈতে নাহিক নিস্তার।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে, সদা শুনে পুণ্যবান।।

ধৃতরাষ্ট্র নিকটে দ্রৌপদীর বরলাভ

কান্দে যাজ্ঞসেনী, তিতিল অবনী,
নয়নের নীর-ধারে।
চতুর্দ্দিকে যত, কৌরব উন্মত্ত,
নানা উপহাস করে।।
এহেন সময়, অন্ধের আলয়,
নানা অমঙ্গল দেখি।
মহাঘোর ধ্বনি, বায়স শকুনি,
ডাকয়ে পেচক পাখী।।
গৃহে অগ্নি হয়, শুনি শিবাচয়,
একত্র করিয়া ডাকে।
ভাঙ্গে রথধ্বজ, পড়ি মরে গজ,
হাহাকার রব লোকে।।
অকস্মাৎ ঘর, দহে বৈশ্বানর,
নগর পূরিল ধূমে।

বহে তপ্ত বাত, সঘনে নির্ঘাত,
প্রলয় যেনহ ভূমে।।
বিহনে বারিদ, বরিষে শোণিত,
সদা ক্ষিতি কম্পমান।
দেউল প্রাচীর, যতেক মন্দির,
ভাঙ্গি পড়ে স্থানে স্থান।।
দেখি বিপরীত, চিত্ত উচাটিত,
ধর্ম্মভীত বৃদ্ধজন।
ভীষ্ম দ্রোণ ক্ষত্তা, সুবল দুহিতা,
অন্ধে কৈল নিবেদন।।
শুন কুরুরায়, অন্তকাল প্রায়,
নিকট হইল দেখি।
অতি অকুশল, অলক্ষ্মী কেবল,
তোমার গৃহেতে দেখি।।
তোমার নন্দন, দুষ্ট আচরণ,
দুর্য্যোধন বহু কৈল।
দ্রুপদ-দুহিতা, সতী পতিব্রতা,
সভামাঝে আনাইল।।
যতেক করিল, দ্রৌপদী সহিল,
সবাকার উপরোধ।
শীঘ্র কর রায়, ইহার উপায়,
যাবত না হয় ক্রোধ।।
শুনি অন্ধ বীর, হইল অস্থির,
আনাইল যাজ্ঞসেনী।
মধুর সম্ভাষে, বহু প্রীতি ভাষে,
কহে অন্ধ নৃপমণি।।
বধূগণ-মধ্যে, তোমা গণি আদ্যে,
শ্রেষ্ঠা সুশীলা সুব্রতা।
তোমার চরিত্র, পরম পবিত্র,

ত্রিজগতে হৈল খ্যাতা।।
দেখ বধূ মোকে, কর্ম্মের বিপাকে,
দুষ্ট পুত্রগণ পাইল।
লোকে অপকীর্ত্তি, জগতে দুর্ব্বৃত্তি,
সব পুত্র হৈতে হৈল।।
দিল বহু দুঃখ, দেখি মম মুখ,
ক্ষমহ দ্রুপদ-সুতা।
তুমি না ক্ষমিলে, আমি দুঃখ পেলে,
পশ্চাতে পাইবে ব্যথা।।
দূর কর রোষ, হইয়া সন্তোষ,
মাগ বর মম স্থান।
মাগ মাগ বর, ক্ষম কটূত্তর,
হৈয়ে প্রসন্ন- বদন।।
শুনিয়া সুন্দরী, করযোড় করি,
বর মাগিল তখন।
পাণ্ডবের পতি, ধর্ম্ম-নরপতি,
দাসত্ব কর মোচন।।
ধর্ম্ম মহারাজ, খণ্ডে যেন লাজ,
দাস বলি ক্ষিতি-তলে।
আমার নন্দনে, যেন শিশুগণে,
দাসসুত নাহি বলে।।
তথাস্তু বলিয়া, সানন্দ হইয়া,
পুনঃ বলে মাগ বর।
নহে এক বর, তব যোগ্যতর,
তুমি মাগ অন্য বর।।
দ্রৌপদী বলিল, কৃপা যদি হৈল,
মাগি যে তোমার পায়।
সশস্ত্র-বাহন, আর চারি জন,
মুক্ত করহ সবায়।।

দিনু এই বর, মাগহ অপর,
যেই লয় মনে তব।
তুমি কুলাশ্রয়, মম ভাগ্যোদয়,
যে বর মাগিবে দিব।।
মাগহ তৃতীয়, যেই তব প্রিয়,
দিতে না করিব আন।
করি কৃতাঞ্জলি, বলেন পাঞ্চালী,
কর রাজা অবধান।।
দুই বর পাই, আর নাহি চাই,
লোভ না জন্মাও মোরে।
জ্ঞানী-জন-স্থান, শুনেছি বিধান,
তাহা করি যে তোমারে।।
বৈশ্য মাগিবেক, সবে বর এক,
ক্ষত্র লৈবে দুই বর।
দ্বিজের কুমার, লবে শতবার,
শাস্ত্রে কহে মুনিবর।।
যেই মম কাজ, দিলা মহারাজ,
আর কি লইব বর।
শুনি অন্ধরাজ, পেয়ে বড় লাজ,
প্রশংসিল বহুতর।।
করি যোড়পাণি, বলে যাজ্ঞসেনী,
শুন আমার বচন।
মুক্ত হই তবে, পুণ্য থাকে যবে,
পুনঃ অর্জ্জিবেক ধন।।
দ্রৌপদী- বচন, শুনিয়া রাজন,
প্রশংসি প্রমাণ কৈল।
পাণ্ডুর নন্দন, দাসত্ব মোচন,
শুনি সবে তুষ্ট হৈল।।
ভারত-কবিতা, মহাপুণ্য কথা,

প্রচার হৈল সংসারে।
কাশীদাস কয়, নাহিক সংশয়,
শ্রবণে বিপদ্ তরে।।

www.bengaliebook.com

কর্ণবাক্যে ভীমের ক্রোধ

দাস্যে মুক্ত হইলেন পঞ্চ সহোদর।
হাসি কর্ণবীর বলে সভার ভিতর।।
নাহি দেখি, নাহি শুনি লোকের বদনে।
স্ত্রী হইতে স্বামী মুক্ত হয়েছে কখনে।।
ভার্য্যা হৈতে যেই তরে পুরুষ হইয়া।
লোকে বলে তাহারে কাপুরুষ বলিয়া।।
মহা-সিন্ধু-মধ্যেতে তরণী ডুবেছিল।
এ মহাবিপদ হৈতে কৃষ্ণা উদ্ধারিল।।
ভীম বলে, শাস্ত্র জ্ঞাত নহিস দুর্ম্মতি।
শুন কহি যাহা কহিলেন প্রজাপতি।।
সংসারের মধ্যে ভার্য্যা শ্রেষ্ঠ সখা গণি।
সর্ব্বসুখে হীন নর বিহীন রমণী।।
বিবাহ-মাত্রেতে লোক গৃহস্থ বলায়।
নানা ধর্ম্ম উপার্জ্জয়ে ভার্য্যার সহায়।।
দান যজ্ঞ ব্রত করে সহায় যাহার।
পুত্র জন্মাইয়া করে বংশের উদ্ধার।।
পতিত কুপিত হয় কর্ম্ম-অনুসারে।
জ্ঞাতিগণ ছাড়ে, ভার্য্যা ছাড়িবারে নারে।।
ইহকালে ভার্য্যা হৈতে বঞ্চে বহু সুখে।
মরণে সহায় হৈয়ে তারে পরলোকে।।
পরলোকে তারে ভার্য্যা, কহে হেন নীত।
এ লোকে তারিতে কেন নহে সমুচিত।।
ওরে মূঢ় সূতপুত্র! তুই হীন জন।
তেঁই হীনের অন্নদান কৈলি গ্রহণ।।
তোমা বিনা নির্লজ্জ কে আছয়ে সংসারে।
কপটে জিনিয়া হীন বলিবারে পারে।।
দৈবে এই কথা তোরে কহিতে যুয়ায়।
ভার্য্যার ঈদৃশ যাহা কহিলি সভায়।।
সংসারে নাহিক হীন আমার সমান।
তোরে না মারিয়া এতক্ষণ ধরি প্রাণ।।
শুনিয়া বলেন পার্থ বিনয় বচন।
হীন বস বাক্যব্যয়ে নাহি প্রয়োজন।।
হীনের বচন কভু শুনি না শুনিবে।
হীন-জন-বচনেতে উত্তর না দিবে।।
হীন জন সূত-পুত্র এই দুরাচার।
ইহা সহ সমদ্বন্দ্ব না শোভে তোমার।।
ভীম বলে, ধনঞ্জয় আছয়ে কি লোকে।
পুত্রবতী ভার্য্যার এ দশা চক্ষে দেখে।।
ঈদৃশ বচন যদি কহে হীন জন।
দেহ ভূজভার তবে বহে অকারণ।।
ধর্ম্মে যদি মুক্ত হইলেন ধর্ম্মরাজ।
শত্রুগণ সংহারিতে কেন করি ব্যাজ।।
আজি সব শত্রুগণে করিব সংহার।
একত্রে আছয়ে যত শত্রু যে আমার।।
যে কিছু করিল, চক্ষে দেখিলা সে সব।
ইহা হৈতে আর কি আছয়ে পরাভব।।
বাক্-চাতুরীতে ভাই নাহি প্রয়োজন।
উঠ ভাই, সব শত্রু করিব নিধন।।
পৃথিবীর ভার আজি করিব নির্ম্মূল।
নিপাত করিব আজি কৌরবের কুল।।
কহিতে কহিতে ক্রোধে কম্পে ভীম-অঙ্গ।
জ্বলন্ত অনল যেন নয়ন-তরঙ্গ।।
নয়ন-তরঙ্গ হৈতে অগ্নি বাহিরায়।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি যুগান্তের যম প্রায়।।
ভীমের আজ্ঞাতে উঠিলেন তিনজন।
ধনঞ্জয় আর দুই মাদ্রীর নন্দন।।

www.bengaliebook.com

সম্মুখে দেখিল ভীম লোহার মুদগর।
তুলিয়া লইতে যায় বীর বৃকোদর।।
বুঝিয়া বিষম দ্বন্দ্ব ধর্ম্মের নন্দন।
দুই হস্ত তুলি ভীমে করেন বারণ।।
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা ভীম লঙ্ঘিতে না পারে।
ক্রোধ নিবারিল তবে চারি সহোদরে। ।
মহাভারতের কথা অমৃত- সমান।
কাশী কহে, শুনিলে জন্ময়ে দিব্যজ্ঞান।।

পাণ্ডবগণের ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন

তবে ধর্ম্ম-নরপতি জ্যেষ্ঠতাত-আগে।
সবিনয়ে মিষ্টভাষে কহে করযুগে।।
আজ্ঞা কর তাত, কিবা করি মোরা সব।
তোমার শাসনে সদা বঞ্চয়ে পাণ্ডব। ।
শুনিয়া কৌরব-পতি অন্তরে লজ্জিত।
শান্ত কৈল যুধিষ্ঠিরে কহি বহু প্রীত।।
সাধুজন-শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত।
তোমারে বুঝাব কিবা, জান সর্ব্ব নীত।।
সাধুজন-কর্ম্ম, কভু দ্বন্দ্বে না প্রবেশে।
নিজ-গুণ নাহি ধরে, পর-গুণ ঘোষে। ।
গুণাগুণ কহে যেই, সে হয় মধ্যম।
সদা আত্মগুণ কহে, সেই সে অধম।।
বংশের তিলক তুমি কুরুকুল-নাথ।
দুর্য্যোধন যত দোষ, ক্ষমা কর তাত।।
আমা আর গান্ধারীর দেখিয়া বদন।
সব ক্ষম, যত দুঃখ দিল দুষ্টগণ।।
কুরুকুল-শ্রেষ্ঠ তুমি, পরম ভাজন।
বালকের যত দোষ কর সম্বষণ।।
যে দ্যূত করিল পূর্ব্বে কেহ নাহি করে।
পুত্র-বলাবল মিত্রামিত্র বুঝিবারে।।
ভাল মতে তোমারে জানিনু এত দিনে।
কি ভার কৌরবকূলে তোমার পালনে।।
ভীমার্জ্জুন-রক্ষা আর ক্ষত্তার মন্ত্রণা।
দ্রৌপদী সতীর গুণ না হয় বর্ণনা। ।
আমার ভারত বংশ করিল উজ্জ্বল।
যার কীর্ত্তি ঘুষিবেক ত্রৈলোক্য-মণ্ডল।।
যাহ তাত নিজ রাজ্য, কর অধিকার।
পালহ আপন দেশ প্রজা পরিবার।।
এত বলি পঞ্চ জনে করিল মেলানি।
প্রণমিয়া গেলেন সহিত যাজ্ঞসেনী। ।
সভাপর্ব্ব সুধা-রস ব্যাস-বিরচিত।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, পরলোকে হিত।।

যুধিষ্ঠিরাদির মুক্তি হেতু দুর্য্যোধনের বিষাদ

শুনি জন্মেজয় জিজ্ঞাসেন মুনিবরে।
কহ শুনি, কি প্রসঙ্গে হৈল তদন্তরে।।
কেন বনে চলিলেন পিতামহগণ।
শুনিবারে ইচ্ছা বড়, কহ তপোধন।।
মুনি বলে, পঞ্চ ভাই ইন্দ্রপ্রস্থে গেলে।
করযোড়ে দুঃশাসন দুর্য্যোধনে বলে।।
যতেক করিলা সব বৃদ্ধ বিনাশিল।
যে সব জিনিলা, তারে পুনঃ তাহা দিল।।
দুর্য্যোধন দুঃশাসন রাধেয় শকুনি।
অতি শীঘ্র গেল যথা অন্ধ নৃপমণি। ।

দুর্য্যোধন বলে, তাত অনর্থ করিলা।
বন্দী করি কষ্টে সিংহ তাহা ছাড়ি দিলা।।
বৃহস্পতি ইন্দ্রকে যে কহিলেন নীত।
তোমা কি কহিব তাহা, তোমার বিদিত।।
যে মতে পারিবে, শত্রু করিবে নিধন।
বুদ্ধে যুদ্ধে শত্রুকে না ক্ষমি কদাচন।।
পাণ্ডব হইতে জিনিলাম যত ধন।
বাহুড়িয়া দেহ তারে কিসের কারণ।।
সেই ধনে বশ করিব রাজারে।
রাজা সখা হইলে মারিব পাণ্ডবেরে।।
স্নেহ করি পুনঃ সব দিলা তুমি তারে।
তথাপি কি পাণ্ডুপুত্র ক্ষমিবে আমারে।।
ক্রোধে সর্পবৎ হয় পাণ্ডু-পুত্রগণ।
যত করিলাম, না ক্ষমিবে কদাচন।।
সকল ক্ষমিবে তাত তোমার পীরিতে।
দ্রৌপদীর কষ্ট না ক্ষমিবে কদাচিতে।।
সৈন্য সাজাবারে তারা গেল নিজ দেশ।
যুদ্ধ হেতু আসিবেক করি সমাবেশ।।
সশস্ত্র থাকিলে রথে পাণ্ডু-পুত্রগণ।
জিনিতে না হৈবে শক্ত এ তিন- ভবন।।
আর শুন তাত যবে মুক্ত হৈয়ে যায়।
মুহুর্মুহুঃ পার্থবীর গাণ্ডীব দেখায়।।
দক্ষিণ বামেতে দুই তূণ ঘন দেখে।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে হস্ত দিয়া নাকে।।
সিংহ সম গর্জ্জনেতে যায় বৃকোদর।
ঘন গদা লোফয়ে, কচালে করে কর।।
স্নেহেতে ভুলিয়া তাত করিলা কি কাজ।
মোর ক্লেশ-হেতু স্বয়ং হৈলা মহারাজ।।
শুনিয়া অস্থির-চিত্ত হৈল কুরুরায়।
অন্ধ বলে, কি হইবে কি করি উপায়।।
দুর্য্যোধন বলে, তাত আছয়ে উপায়।
পুনঃ পাশা প্রবর্ত্তিত করহ নির্ণয়।।
যে হারিবে, দ্বাদশ বৎসর যাবে বন।
বৎসরেক অজ্ঞাত রহিবে এই পণ।।
অজ্ঞাত-বাসেতে কভু যদি জ্ঞাত হয়।
পুনরপি বনবাস অজ্ঞাত নিশ্চয়।।
এয়োদশ বৎসর পাণ্ডব গেলে বন।
পৃথিবীর যত রাজা করিব আপন।।
অজ্ঞাত হইতে যদি হইবেক পার।
হীনবল হৈবে, তবে করিব সংহার।।
ইহা বিনা উপায় নাহিক মহাশয়।
আজ্ঞা কর আনিবারে পাণ্ডব- তনয়।।
শুনি অন্ধ আজ্ঞা দিল প্রতিকামী প্রতি।
যাহ শ্রীঘ্র, ফিরি আন ধর্ম্ম-নরপতি।।
পথে কিম্বা ইন্দ্রপ্রস্থে যথায় ভেটিবে।
মম আজ্ঞা বলি পুনঃ আনহ পাণ্ডবে।।
ইহা শুনি আইল যতেক মন্ত্রিগণ।
বিদুর বিকর্ণ শুনি আইল তখন।।
গান্ধারী শুনিয়া তথা আইলা শীঘ্রগতি।
সবিনয়ে বলে সতী, অন্ধরাজ প্রতি।।
শুনি রাজা পূনর্ব্বার পাণ্ডবে ডাকিলে।
বৃদ্ধকালে কি বুদ্ধি তোমারে দৈব দিলে।।
সাক্ষাতে দেখিলে যত পাণ্ডব-দুর্গতি।
পুনঃ পাশা খেলা হেতু দিলে অনুমতি।।
দ্রৌপদীর প্রতি এত করে অত্যাচার।
ক্ষমা করে দুষ্টে সতী, না করে সংহার।।
নাহি বুঝ দুষ্ট দুর্য্যোধনের প্রকৃতি।
ইহার কথায় রাজা হৈলে ছন্নমতি।।

এত শুনি ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ সোমদত্ত।
বাহ্লীক বিদুর মন্ত্রী বিকর্ণাদি যত।।
একে একে পুনঃ পুনঃ সবাই কহিল।
পুত্রবশ হৈয়ে রাজা শুনি না শুনিল।।
কারো বাক্য না শুনিল কুরু-অধিকারী।
কহিতে লাগিল তবে গান্ধারী সুন্দরী।।
উপস্থিত হয় যবে অন্তিম সময়।
ঔষধ না খায় রোগী কাশীদাস কয়।।
সময় হইলে মন্দ দুষ্টবুদ্ধি জন।
কাশী কহে, হিত বাক্য না করে শ্রবণ।।

পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়া ও যুধিষ্ঠিরের পরাজয়

গান্ধারী কহিছে, রাজা কর অবধান।
শিশুর বচনে কেন হও হতজ্ঞান।।
যখন জন্মিল এই দুষ্ট দুর্য্যোধন।
বিপরীত শব্দেতে কম্পিত সর্ব্বজন।।
বিদুর কহিল, এরে করহ সংহার।
ইহা মারি রাখ রাজ বংশ আপনার।।
পাপিষ্ঠের স্নেহে না শুনিলা ক্ষত্তাবাণী।
সেই কাল উপস্থিত হৈল নৃপমণি।।
সর্ব্বনাশ হেতু রাজা উদ্ভব ইহার।
পুত্ররূপে আছে সব করিতে সংহার।।
ইহার বচন না শুনিহ কদাচন।
নিবৃত্ত হইল অগ্নি, না জ্বাল এখন।।
বৃদ্ধ হৈয়ে তুমি কেন হও অন্য মতি।
আপনি জানহ তুমি দুষ্টের প্রকৃতি।।
এখন ত্যজহ কুলাঙ্গার-দুর্য্যোধন।
ইহা ত্যজি নিজ বংশ রাখহ রাজন।।
মম বাক্য নাহি শুনি পুত্র-বশ হবে।
আপনি আপন বংশ সকল মজাবে।।
ধনে বংশে বৃদ্ধি হইয়াছ হে রাজন্।
সর্ব্বনাশ কর প্রভু কিসের কারণ।।
সম্প্রতি সুখের হেতু কর হেন কাজ।
পশ্চাতে কি হৈবে, নাহি ভাব মহারাজ।।
অধর্ম্মে অর্জ্জিত লক্ষ্মী সমূলেতে যায়।
মহা দুঃখ পায় দুষ্টের আশ্রয়।।
চরণে ধরিয়া প্রভু কহি যে তোমারে।
পুনঃ আজ্ঞা না হয় আনিতে পাণ্ডবেরে।।
ধৃতরাষ্ট্র বলে, শুন সুবল-নন্দিনী।
আমার বুঝাহ কিবা, সব আমি জানি।।
কুরু-অন্তকাল জানি হইল নিশ্চয়।
আমার শক্তিতে দ্যূত নিবৃত্ত না হয়।।
যে হউক সে হউক পাছে, দৈবের লিখন।
আসিয়া খেলুক পুনঃ পাণ্ডুর নন্দন।।
শুনিয়া স্বামীর এত নিষ্ঠুর বচন।
গৃহে গেল গান্ধারী যে মলিন- বদন।।
আজ্ঞা পেয়ে প্রতিকামী গেল ততক্ষণে।
পথেতে ভেটিল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দনে।।
যুধিষ্ঠিরে প্রতিকামী কহে যোড়হাতে।
জ্যেষ্ঠতাত আজ্ঞা তব বাহুড়ি যাইতে।।
পুনঃ পাশা খেলাইতে বলে কুরুবীর।
শুনিয়া বিস্মিত হইলেন যুধিষ্ঠির।।
ধর্ম্ম বলে, দৈববশ শুন ভ্রাতৃগণ।
মম শক্তি নাহি লঙ্ঘি অন্ধের বচন।।
বিশেষে আমার ধর্ম্ম জান ভ্রাতৃগণ।
আহ্বানিলে দ্যূতে যুদ্ধে না ফিরি কখন।।

চল সর্ব্ব-ভ্রাতৃগণ, যাইব নিশ্চয়।
বংশ-ক্ষয়-কাল বিধি করিল নির্ণয়।।
এত বলি ভ্রাতৃগণে লইয়া সংহতি।
পুনঃ আসি সভাস্থলে বসে নরপতি।।
শকুনি বলিল, শুন ধর্ম্মের নন্দন।
অন্ধরাজ আজ্ঞা করে, খেল করি পণ।।
যে হারিবে দ্বাদশ বৎসর বনে যাবে।
অজ্ঞাত বৎসর এক গুপ্তবেশে রবে।।
অজ্ঞাত-বৎসর-মধ্যে ব্যক্ত যদি হয়।
পুনরপি বনবাস অজ্ঞাত উভয়।।
ত্রয়োদশ বৎসর হইবে যদি পাব।
পুনরপি লইবেক রাজ্য যে যাহার।।
এই ত নিয়ম করি দ্যূত আরম্ভিল।
যতেক সুহৃদগণ বারণ করিল।।
যুধিষ্ঠির বলেন, বারণ কি কারণ।
সম্মত না হৈবে কেন আমা হেন জন।।
একে ত আহ্বান, আর গুরুর আদেশ।
ধার্ম্মিক না ছাড়ে ধর্ম্ম যদি পায় ক্লেশ।।
এত বলি যুধিষ্ঠির দ্যূত আরম্ভিল।
দৈবের নির্ব্বন্ধ দেখ, শকুনি জিতিল।।
আসন্ন বিপদকালে বুদ্ধি সুনির্ম্মল।
কাশী কহে, হয়ে পড়ে বিষম সকল।।
হারিলেন ধর্ম্মপুত্র কপট পাশায়।
সভাপর্ব্ব সুধারস কাশীদাস গায়।।

কৌরব-বধে পাণ্ডবের প্রতিজ্ঞা

বিলম্ব না করিলেন ধর্ম্ম-নরপতি।
ততক্ষণে করিলেন অরণ্যেতে গতি।।
বসন ভূষণ আদি সকল ত্যজিয়া।
মুনিবেশ ধরিলেন বাকল পরিয়া।।
হেনকালে দুঃশাসন উপহাসচ্ছলে।
সভামধ্যে দ্রুপদ-কন্যার প্রতি বলে।।
মূর্খ রাজা যজ্ঞসেন কি কর্ম্ম করিল।
দ্রৌপদী এমন কন্যা ক্লীবে সমর্পিল।।
শুন ওহে যাজ্ঞসেনি! মোর বাক্য ধর।
কোথা দুঃখ পাবে গিয়া কানন-ভিতর।।
এই কুরু-জন মধ্যে যারে মন লয়।
তাহারে ভজিয়া সুখে থাকহ আলয়।।
এইরূপে পুনঃ পুনঃ বলিল অপার।
গর্জ্জিয়া নেউটি কহে পবন-কুমার।।
রে দুষ্ট! নিকট মৃত্যু জানিলি আপন।
সেই হেতু বলিস এ হেন কুবচন।।
এ সব বচন আমি করাব স্মরণ।
রণমধ্যে আমি তোরে পাইব যখন।।
নখেতে শরীর তোর করিব বিদার।
নির্ম্মূল করিব সখা যতেক তোমার।।
শত সহোদর সহ লোটাইব ক্ষিতি।
ইহা না করিলে যেন না পাই সদগতি।।
এতেক কহিয়া তবে যায় বৃকোদর।
সিংহাসন হইতে উঠিল কুরুবর।।
যেইরূপে চলি যায় পবন-নন্দন।
সেইরূপে হাসি চলে দুষ্ট দুর্য্যোধন।।
নেউটিয়া বৃকোদর পাছু পানে চায়।
উপহাস জানিয়া ক্রোধেতে কম্পে কায়।।
রে দুষ্ট! উচিত ফল পাইবি ইহার।
সে কালে এ সব কথা স্মরাব তোমার।।

পদ দিয়া এইরূপে তোমার মস্তকে।
চলিয়া যাবার কালে স্মরাব তোমাকে।।
তোরে সংহারিব তোর যত বন্ধু সখা।
শত ভাই তোমার মারিব আমি একা।।
কর্ণের মারিবে পার্থ, গর্ব্ব কর যার।
সহদেব শকুনিরে করিবে সংহার।।
এত বলি বৃকোদর নিঃশব্দেতে রয়।
সভামধ্যে ডাকিয়া বলেন ধনঞ্জয়।।
যতেক প্রতিজ্ঞা কর সব অকারণ।
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে যদি নহে রণ।।
এয়োদশ বৎসরান্তে যদি পাই রণ।
তবে ত তোমার আজ্ঞা করিব পালন।।
কর্ণেরে মারিব যেন পতঙ্গের মত।
তোর যত সহায় সকলে হৈবে হত।।
হিমাদ্রি টলিবে, সূর্য্য ত্যজিবে কিরণ।
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হবে লঙ্ঘন।।
শুন সব রাজগণ, আছ সভাস্থলে।
আজি হৈতে ত্রয়োদশ বৎসরান্ত-কালে।।
কৌতুক দেখিবা সবে যুদ্ধ হয় যদি।
কৌরবের শোণিতে পূরাব নদ-নদী।।
কদাচিত দিব্যজ্ঞান জন্মে দুর্য্যোধনে।
বিনত হইয়া পড়ে ধর্ম্মের চরণে।।
তবে ত প্রতিজ্ঞা যত সকলি বিফল।
আনন্দে বঞ্চিবে তবে কৌরব সকল।।
তবে সহদেব কহে চাহিয়া শকুনি।
রে দুষ্ট গান্ধার-পুত্র শুন এক বাণী।।
কপটেতে পাশা তুই করিলি রচন।
পাশা নহে, প্রহারিলি তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ।।
মম তীক্ষ্ণ-অস্ত্রাঘাত যুদ্ধেতে দেখিবে।
সবান্ধবে মম হাতে সংহার হইবে।।
ভীমের আদেশ মম, নহিবে লঙঘন।
অবশ আমার হাতে তোমার নিধন।।
সহসা নকুল উঠি বলে সভাস্থলে।
এবে মন দিয়া শুন নৃপতি সকলে।।
ধর্ম্মপুত্র-আজ্ঞা আর কৃষ্ণার সম্মতি।
নিঃশেষ করিব কুরু-সৈন্য-সেনাপতি।।
এত বলি চলিলেন পাণ্ডু পুত্রগণ।
ধৃতরাষ্ট্র-স্থানে যান বিদায় কারণ।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
শুনিলে নিষ্পাপ হয়, জন্মে দিব্যজ্ঞান।।

পাণ্ডবদিগের বনবাস গমনোদযোগ

বিনয় করিয়া কহিছেন ধর্ম্মরায়।
ধৃতরাষ্ট্র আদি যত ছিলেন সভায়।।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুর সঞ্জয়।
সোমদত্ত ভূরিশ্রবা পৃষত- তনয়।।
একে একে সবারে বলেন ধর্ম্মরায়।
আজ্ঞা কর, বনে যাই, মাগি যে বিদায়।।
লজ্জায় মলিন সবে, মাথা না তুলিল।
মনে মনে সর্ব্বজন কল্যাণ করিল।।
বিদুর কহেন তবে সজল- নয়ন।
খণ্ডাইতে কেবা পারে দৈব-নির্ব্বন্ধন।।
কিছুদিন কষ্ট ভোগ করহ কাননে।
কুন্তীকে রাখিয়া যাও আমার ভবনে।।
একে বৃদ্ধা আর তাহে রাজার কুমারী।
যোগ্য নহে কুন্তী এবে হৈবে বনচারী।।

ধর্ম্ম-বলিলেন, তুমি জনক-সমান।
তব আজ্ঞা কুরুকুলে কে করিবে আন।।
বিশেষে পাণ্ডব-গুরু, জানে সর্ব্বজন।
মম শক্তি নাই, তাহা করিব হেলন।।
থাকুক জননী তাত তোমার আলয়।
আর কি করিব, আজ্ঞা কর মহাশয়।।
বিদুর বলেন, তুমি সর্ব্ব-ধর্ম্ম-জ্ঞাতা।
অধর্ম্মে হইল জিত, না পাইও ব্যথা।।
আমি কি করিব তাত তোমার গোচর।
তুলনা নাহিক দিতে পঞ্চ সহোদর।।
পরম সঙ্কটে যেন ধর্ম্মচ্যুত নহে।
এই উপদেশ মম যেন মনে রহে।।
কুশলে আসিও সত্য করিয়া পালন।
পুনঃ তোমা দেখি যেন জুড়ায় নয়ন।।
এত বলি বিদুর হইল শোকাকুল।
বনে যেতে পঞ্চ ভাই হলেন আকুল।।
জটা-বল্ক পঞ্চ ভাই করেন ভূষণ।
তবে ত দ্রৌপদী দেবী দেখি স্বামিগণ।।
ত্যজিলা ভূষণ বস্ত্র পিন্ধন সকল।
লম্বিত কোমল কেশ পিন্ধন বাকল।।
রাজ্য ত্যজি অরণ্যেতে যান ধর্ম্মরায়।
শুনি হস্তিনার লোকে স্ত্রী-পুরুষে ধায়।।
পাণ্ডবের বেশ দেখি কান্দে সর্ব্বজন।
বাল বৃদ্ধ যুবা কান্দে, যত নারীগণ।।
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কান্দে দ্বিজগণ।
আমা সবাকারে কেবা করিবে পালন।।
নগর পূরিল যে রোদন-কোলাহলে।
হস্তিনা কর্দ্দম হৈল নয়নের জলে।।
পঞ্চ পুত্র বনে যায়, বধূ গুণবতী।
বার্ত্তা শুনি কুন্তী দেবী আসে শীঘ্রগতি।।
দূর হৈতে দেখি কুন্তী তনয় সকলে।
মূর্চ্ছিত হইয়া দেবী পড়িল ভূতলে।।
মুকুলিত কেশভার, গলিত বসন।
শিরে করাঘাত করি করেন রোদন।।
বধূর দেখিয়া বেশ হইল বাতুলী।
দাণ্ডাইয়া চাহে যেন চিত্রের পুত্তলী।।
ক্ষণেক রহিয়া কহে গদগদ ভাষে।
সভাপর্ব্ব সুধারস গায় কাশীদাসে।।

দ্রৌপদীর বেশ দেখিয়া কুন্তীর বিলাপ

মনে হয় দুখ, পূর্ণচন্দ্র মুখ,
কি হেতু মলিন দেখি।
অম্লান অম্বর, দিল যে কিন্নর,
বাকল তাহা উপেক্ষি।।
মাণিক মঞ্জরী, হার শতেশ্বরী,
তোমার হৃদয়ে সাজে।
ছিল অনুরাগ, তাহা কৈলে ত্যাগ,
দিল যে রাক্ষসরাজে।।

যুগল কঙ্কণ, অমূল্য রতন,
করেতে সাজিতেছিল।
কাড়ি নিল কেবা, নাহি দেখি শোভা,
যক্ষপতি যাহা দিল।।
অতুল অঙ্গুরী, দিলা যে শ্রীহরি,
অনেক যতন করি।
তেঁই নাহি সাজে, দিলা কেন দ্বিজে,
কি বলিবে মধুহারী।।
মঞ্জরী সুন্দর, দিলা যাহা কর,
উত্তর কুরুর পতি।
তেঁই নাহি শুনি, সে ললিত ধ্বনি,
কি করিলা গুণবতী।।
যাক্ পাছে সর্ব্ব, কোন্ ছার দ্রব্য,
তোমার আপদ লৈয়া।
বিরস বদন, সজল নয়ন,
দেখিয়া বিদরে হিয়া।।
হরে মোর ক্ষুধা, তোমার সে সুধা,
বচনে কেবল মধু।
তুলি অধোমুখ, খণ্ড মোর দুঃখ,
কহ শুনি প্রাণবধূ।।
হেন লয় চিতে, স্বামিগণ প্রীতে,
কৈলা বধূ হেন বেশ।
দুঃশাসন দোষে, কৌরব বিনাশে,
মুক্ত কৈলা প্রায় কেশ।।
ধন্য তব ক্ষমা, ক্ষিতি নহে সমা,
দগ্ধ না করিলা ক্রোধে।
ধর্ম্ম সেবী সব, সকলি সম্ভব,
তেঁই কৈলা উপরোধে।।
না করহ মান, না ভাবহ আন,

ধাতা নারে খণ্ডিবারে।
পাল সত্য ধর্ম্ম, কর সাধুকর্ম্ম,
ধর্ম্ম রাখে ধার্ম্মিকেরে।।
তুমি সত্য জিতা, সতী পতিব্রতা,
আমি কি করাব শিক্ষা।
সহ স্বামিগণ, যাইতেছে বন,
আমি মাগি এক ভিক্ষা।।
কনিষ্ঠ নন্দন, আমার জীবন,
তুমি জান ভালমতে।
সহজে বালক, বনে মহাদুঃখ,
সদা দেখিবা স্নেহেতে।।
সুকুমার দেহ, প্রাণাধিক স্নেহ,
আপনি করিবা তুমি।
কুন্তী ইহা বলি, যেমন বাতুলী,
মূর্চ্ছিতা পড়িলা ভূমি।।
বিচিত্র স্ঙ্গীত, শ্রবণে অমৃত,
পাণ্ডবের বনবাস।
কাশীদাস কহে, পূর্ব্বপাপ দহে,
পুরাণে কহিল ব্যাস।।

যুধিষ্ঠিরাদির বন গমন ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন

শাশুড়ীর দুঃখ দেখি দ্রৌপদী কাতর।
সচেতন করি কহে, যুড়ি দুই কর।।
উঠ উঠ মহাদেবি, না বাড়াও শোক।
কর্ম্ম করি, শোচনা না করে জ্ঞানী লোক।।
আজ্ঞা কর, বনে যাব সহ স্বামিগণ।
যে আজ্ঞা করিবে তুমি, করিব পালন।।
এত বলি স্বামী সহ চলে বনবাস।
তপ্ত অশ্রুজল বহে, মুক্ত কেশপাশ।।
পাছু গোড়াইয়া যায় ভোজের নন্দিনী।
পুত্রগণ দেখি দেবী বুকে হানে পাণি।।
হেঁটমুখে দাণ্ডাইল পঞ্চ সহোদর।
চতুর্দ্দিকে হাসে যত কৌরব বর্ব্বর।।
রোদন করয়ে যত সুহৃদ সুজন।
পঞ্চ ভাই বিবর্জ্জিত বস্ত্র- আভরণ।।
দেখিয়া পড়িল শোকসাগর অগাধে।
অশ্রুজলে ভাসে মাতা কহে গদগদে।।

নিষ্পাপ নির্দ্দোষ সদাচার যে উদার।
তার হেন দেখি বিধি! এ কোন্ বিচার।।
ইহা সবাকার কিছু না দেখি অধর্ম্ম।
হেন বুঝি এই পাপ মম গর্ভে জন্ম।।
অভাগিনী পাপী আমি আজন্ম দুঃখিনী।
মম দোষে এত দুঃখ, মনে অনুমানি।।
তেজে বীর্য্যে বুদ্ধে ধর্ম্মে কেহ নহে ন্যূন।
ত্রিজগৎ-বিখ্যাত যে মম পুত্রগণ।।
হীন বীর্য্যবন্ত বৈরী বেড়ি চারিপাশে।
রাজ্য ধন লইয়া পাঠায় বনবাসে।।
পূর্ব্বে যদি জানিতাম এ সব বারতা।
শতশৃঙ্গ হইতে কি আসিতাম হেথা।।
বড় ভাগ্যবান পাণ্ডু স্বর্গবাসে গেল।
পুত্রদেব এত দুঃখ চক্ষে না দেখিল।।
সঙ্গে গেল ভাগ্যবতী মদ্রের নন্দিনী।
আমি না গেলাম সঙ্গে অধম পাপিনী।।
তাহার সদৃশ তপ আমি না করিনু।
পাপ হেতু কষ্ট আমি ভুঞ্জিতে রহিনু।।
লোভেতে রহিনু পুত্রগণেরে পালিতে।
তেঁই হৈল পুত্রগণের এ দুঃখ দেখিতে।।
হে পুত্র! আমারে ছাড়ি না যাহ কাননে।
কৃষ্ণা তুমি আমা ছাড়ি বঞ্চিবা কেমনে।।
বিধি মোরে বান্ধিলা এ দুঃখের নিগড়ে।
সেই হেতু পাপ আয়ু আমারে না ছাড়ে।।
হায় পাণ্ডু মহারাজ ছাড়িলা আমারে।
অনাথ করিয়া সাধু-সুপুত্রগণেরে।।
ওরে পুত্র সহদেব ফিরে চাহ মোরে।
কেমনে আমার মায়া ছাড়িলা অন্তরে।।
তিলেক না বাঁচি তোমা না দেখি নয়নে।
কেমনে রহিবে প্রাণ তোমার বিহনে।।
ভাই সব যদি সত্য না পারে ছাড়িতে।
সবে যাক্ তুমি রহ আমার সহিতে।।
হেনমতে কুন্তীদেবী করেন রোদন।
প্রবোধিয়া প্রণমিয়া যায় পঞ্চ জন।।
প্রবোধ না মানে কুন্তী, যায় দৌড়াইয়া।
বিদুর কহেন তাঁরে বহু বুঝাইয়া।।
ধরিয়া লইয়া গেল আপনার ঘরে।
কুন্তী সহ কান্দে যত নারী অন্তঃপুরে।।
নগরের লোক যত করয়ে ক্রন্দন।
ঘরে ঘরে কান্দে যত কুলবধূগণ।।
বাল বৃদ্ধ যুবা কান্দে, শিশুগণ পিছু।
ক্রন্দনের শব্দ বিনা নাহি শুনি কিছু।।
নগরেতে মহাশব্দ, ক্রন্দনের রোল।
প্রলয়কালেতে যেন সাগর কল্লোল।।
শুনিয়া হইল ব্যগ্র অন্ধ নৃপমণি।
শীঘ্রগতি বিদুরের ডাকাইল আনি।।
ধৃতরাষ্ট্র বলে, শুন মন্ত্রী-চূড়ামণি।
নগরেতে মহাশব্দ, ক্রন্দনের ধ্বনি।।
হেন বুঝি কান্দে সবে পাণ্ডব কারণ।
কহ শুনি, কিরূপেতে যায় তারা বন।।
ক্ষত্তা বলে, যুধিষ্ঠির যায় হেঁটমুখে।
সবিষাদ চিত্তেতে বসনে মুখ ঢাকে।।
দুই বাহু বিস্তারিয়া যায় বৃকোদর।
অর্জ্জুনের অশ্রুজল বহে নিরন্তর।।
নকুল যাইছে ছাই সর্ব্বাঙ্গ মাখিয়া।
সহদেব যায় মুখে কর আচ্ছাদিয়া।।
দ্রুপদ-নন্দিনী যায় সবার পশ্চাতে।
আলুলিত কেশভার কান্দিতে কান্দিতে।।

ধৌম্য পুরোহিত সঙ্গে করে বেদধ্বনি।
বিষাদিত চিত্ত অতি কুশমুষ্টি পাণি।।
ধৃতরাষ্ট্র বলে, কহ ইহার কারণ।
এরূপে পাণ্ডব কেন যাইতেছে বন।।
বিদুর বলেন, রাজা কহি, দেহ মন।
কপটে সর্ব্বস্ব নিল তব পুত্রগণ।।
পাণ্ডব প্রধান তবু না হয় ক্রোধিত।
যুধিষ্ঠির তব পুত্রগণে সদা প্রীত।।
কদাচিৎ ভস্ম যদি হয় নেত্রানলে।
তেঁই কৈল হেঁটমুখ ঢাকিয়া অঞ্চলে।।
ভীম বলে, মম সম নাহিক বলিষ্ঠ।
সংসারেতে যত বীর সকলের শ্রেষ্ঠ।।
ইহার উচিত শাস্তি করিব আসিয়া।
এত বলি যায় বীর ভুজ প্রসারিয়া।।
অর্জ্জুনের অশ্রুজল বহে অনিবার।
সেই মত বরষিবে অস্ত্র তীক্ষ্ণধার।।
প্রত্যক্ষ ভবিষ্য ভূত সহদেব জানে।
বংশ-নাশ জানি হস্ত দিয়াছে বদনে।।
এই মত ভস্ম আমি করিব বৈরীরে।
সে হেতু নকুল ভস্ম মাখিল শরীরে।।
যাজ্ঞসেনী দেবী যায় করিয়া রোদন।
এই মত কান্দিবেক শত্রু-নারীগণ।।
কুশ হস্তে লয়ে যায় ধৌম্য তপোধন।
সঙ্কল্প করিল কুরু-শ্রাদ্ধের কারণ।।
নগরের লোক সব করিছে রোদন।
আমা সবাকার প্রভু প্রভু যাইতেছে বন।।
সঘনে কম্পিত ভূমি, দেখ নৃপমণি।
বিনা মেঘে গগনে শুনি যে ঘোর ধ্বনি।।
সহসা হলেন ক্রুদ্ধ দেব পুরন্দর।
ঘন মেঘে লুকাইল দেব দিবাকার।।
দৃষ্টি নাহিক চলে গভীর অন্ধকার।
উল্কাপাত বজ্রাঘাত শুনি নিরন্তর।।
অকস্মাৎ ভাঙ্গি পড়ে দেউল প্রাচীর।
ক্ষণে ক্ষণে রাজা কম্পি উঠয়ে শরীর।।
এই সব চিহ্ন রাজা কৌরব বিনাশে।
কেবল হইল রাজা তব কর্ম্মদোষে।।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে, শুনিলে তরয়ে ভব বারি।।

কুরু-সভায় নারদ মুনির আগমন

হেনকালে উপনীত ব্রহ্মার তনয়।
সভামধ্যে কহেন নারদ মহাশয়।।
আজি হৈতে চতুর্দ্দশ বৎসর সময়।
শ্রীকৃষ্ণ-সহায়ে করিবেক কুরু-ক্ষয়।।
সবাই মরিবে দুর্য্যোধন-অপরাধে।
নিঃক্ষত্রা হইবে ক্ষিতি ভীমার্জ্জুন-ক্রোধে।।
এত বলি মুনিবর হেন অন্তর্দ্ধান।
শুনি কর্ণ দুর্য্যোধন হৈল কম্পমান।।
নারদের কথা শুনি হইল অস্থির।
অকূল সমুদ্রে যেন ডুবিল শরীর।।
উপায় না দেখি ইথে, কি হইতে গতি।
বিচারি শরণ নিল দ্রোণ মহামতি।।
পাণ্ডবের ভয়ে প্রভু কম্পয়ে শরীর।
আপনি অভয় দিলে হয় মন স্থির।।
দ্রোণ বলে, পাণ্ডুপুত্র অবধ্য আমার।
দেব হৈতে জাত পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।।

পাণ্ডব দেবতা, আমি হই যে ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের পূজ্য দেব জানে সর্ব্বজন।।
তথাপি করিব আমি যতেক পারিব।
তোমা সবাকারে আমি ত্যাগ না করিব।।
দুর্জ্জয় পাণ্ডব সব যাইতেছে বন।
চতুর্দ্দশ বৎসরে করিবে আগমন।।
ক্রোধে আসিবেন তাঁরা সবার উপর।
নিশ্চয় দেখি যে ঘোর হইবে সমর।।
শরণ পালন হেতু তোমা সবাকার।
নিশ্চয় কহি যে ভদ্র নাহিক আমার।।
যতেক করিলে সর্ব্ব আমার কারণ।
নিকট হইল দেখি আমার মরণ।।
রাজযজ্ঞে ধৃষ্টদ্যুম্ন হয়েছে উৎপত্তি।
আমার মরণ হেতু, বিখ্যাত সে ক্ষিতি।।
সেই দিন হৈতে ভয় হয়েছে আমায়।
দ্বন্দ্ব হৈলে পাণ্ডবের হইবে মরণ।
বুঝি যাহে শ্রেয়ঃ হয় তাহে দেহ মন।।
যজ্ঞ দান ব্রত সব করহ ত্বরিত।
ধর্ম্ম বিনা সখা নাহি পরকাল-হিত।।
এ সুখ সম্পদ্ যেন তাল-ছায়াবৎ।
ইহা জানি শীঘ্র সবে ধর ধর্ম্মপথ।।
তোমা সবাকার মৃত্যু হৈল সেই কালে।
সভায় যখন কৃষ্ণা ধরিয়া আনিলে।।
পাঞ্চাল-নন্দিনী কৃষ্ণা জন্ম লক্ষ্মী-অংশ।
সদা যাঁরে সখীরূপে রাখে হৃষীকেশ।।
তাঁরে কষ্ট কৃষ্ণ নাহি দিবে কদাচিত।
না ক্ষমিবে পাণ্ডব, দ্রৌপদী প্রবোধিত।।
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে রক্ষা নাহি আর।
ভীমার্জ্জুন হাতে হবে সবার সংহার।।
সে কারণে তার সহ কলহ না রুচে।
এখনি করহ প্রীতি, যদি প্রাণ বাঁচে।।
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র বিদুরে কহিল।
মোর মনে নাহি লয় বিপদ ঘুচিল।।
এইক্ষণে শীঘ্রগতি করহ গমন।
ফিরায়ে আনহ শীঘ্র পাণ্ডু-পুত্রগণ।।
যদি তারা সত্যভঙ্গ করিবারে নারে।
ভাল বেশ করি যাক অরণ্য ভিতরে।।
বস্ত্র-আভরণ পরি রথ-আরোহণে।
সংহতি লইয়া যাক্ দাস-দাসীগণে।।
সঞ্জয় এতেক শুনি বলিল তখন।
সর্ব্ব পৃথ্বী পেলে রাজা কি হেতু শোচন।।
ধৃতরাষ্ট বলে, মম চিত্ত না নহে স্থির।
বহুমত করি, ধৈর্য্য না ধরে শরীর।।
সঞ্জয় বলিল, শান্ত এখন নহিবে।
যখন এ সব রাজা নির্ম্মূল হইবে।।
তখন হইবে শান্ত, শুনহ রাজন।
কত মত তোমারে না বুঝানু তখন।।
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরাদি কহিল বিস্তর।
তবু পাশা খেলাইলে অনর্থের ঘর।।
হেন বিপর্য্যর কভু নাহি শুনি কাণে।
কুলবধূ-চুলে ধরি সভামধ্যে আনে।।
তখন কি আপনি সভায় নাহি ছিলে।
আপনার বংশ তুমি আপনি নাশিলে।।
ধৃতরাষ্ট্র বলে, কিছু মম সাধ্য নয়।
দৈবে যাহা করে, তাহা শান্ত কিসে হয়।।
যখন যেমন হয়, বিধি তাহা করে।
কুবুদ্ধি কুপথী কুরি দুঃখ দেয় তারে।।
অধর্ম্ম যে কর্ম্ম, তাহা বুঝে যেন ধর্ম্ম।

অর্থ করি বুঝে নর অনর্থের কর্ম্ম।।
কর্ম্মহীনে কাল যায় বুঝিবারে নারে।
কুবুদ্ধি করিয়া নরে কালবুদ্ধি ধরে।।
সেইমত কুবুদ্ধি আমারে দিল কালে।
আগু পাছু বিচার না করিলাম হেলে।।
অযোনিসম্ভবা জন্ম কমলা-অংশেতে।
তারে হেন অপমান সভার মধ্যেতে।।
সাধুপুত্র পাণ্ডবের দিল বনবাস।
এই চারি দুষ্ট হৈতে হৈল সর্ব্বনাশ।।
অশক্ত না হয় বলে পঞ্চ সহোদর।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারে চরাচর।।
ধর্ম্ম পাশে বন্দী হৈয়া মোরে বড় মানে।
সে কারণে না মারিল এই দুষ্টগণে।।
ভৃত্যরূপে বসি ছিল সভার ভিতর।
এই দুষ্টগণ কত করে কটূত্তর।।
রজঃস্বলা দ্রৌপদী, পিন্ধন একবাসে।
সভামধ্যে আনিলেক ধরি তার কেশে।।
যদি ক্রোধ করি কৃষ্ণা চাহিতে নয়নে।
তখনই হৈত ভস্ম এই দুষ্টগণে।।
সে ক্ষমিল, ক্ষমিবেন নাহি হৃষীকেশ।
নিশ্চয় সঞ্জয় মোর বংশ হৈল শেষ।।
গান্ধারী সহিত মোর পুত্রবধূগণ।
দ্রৌপদীর দুঃখ শুনি করিল ক্রন্দন।।
অগ্নিহোত্র গৃহে ছিল যতেক ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণার ধরিল কেশ করিয়া শ্রবণ।।
ক্রোধ করি লৌহদণ্ড অগ্নিতে ফেলিল।
ধৃতরাষ্ট্র সর্ব্বনাশ হউক বলিল।।
ঘরে ঘরে আচম্বিতে উঠিল আগুনি।
চতুর্দ্দিকে শব্দ কৈল শকুনি গৃধিনী।।
হাহাকার শব্দ কৈল যত বৃদ্ধগণ।
বিদুর কহিল মোরে সব বিবরণ।।
ধিক্ ধিক্ দুর্য্যোধনে, ধিক্ শকুনিরে।
কপট পাশায় দুঃখ দিল পাণ্ডবেরে।।
না সহিবে পাণ্ডব এ সব অপমান।
পাপবুদ্ধে বংশ মোর হৈবে অবসান।।
কৃষ্ণ যার অনুকূল, কিসের আপদ।
ভীমার্জ্জুন মাদ্রীসুত কৈকেয় দ্রুপদ।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি শিখণ্ডী আদি করি।
থাকুক অন্যেয় কার্য্য ইন্দ্র যারে ডরি।।
এ সব সহিত কেবা যুঝিবে সমরে।
কে আছে সহায় মোর, নিবেদিব কারে।।
একা পার্থ স্বয়ম্বরে নৃপগণে জিনে।
একা ভীম হিড়েম্বে বধিল অস্ত্র বিনে।।
একা পার্থ ইন্দ্রে জিনি দহিল খাণ্ডবে।
এ হেন দুর্জ্জয় দুর্ব্বার বীর পাণ্ডবে।।
কেবা আছে বীর যুঝে সম্মুখ সমরে।
কে আছে সহায় মোর নিবারিবে তারে।।
চিত্তেতে বুঝিনু সব নিয়তির লীলা।
কুরুকুল ধ্বংস হেতু এই দ্যূত খেলা।।
অনুক্ষণ অন্ধরাজ ভাবনে অন্তরে।
এ শোক সাগরে দুষ্ট ডুবাইল মোরে।।
দ্রৌপদীরে বর দিয়া করিনু সন্তোষ।
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধিয়া ক্ষমাইনু দোষ।।
পুনরপি পাশা কৈলা আপনার বধে।
বশ নহে, দৈববশ, আনিল বিপদে।।
পাণ্ডবের হস্তে আর নাহিক নিস্তার।
নিজ কর্ম্মদোষে তোরা হইলি সংহার।।
জরাসন্ধ বধ ভীম কৈল অবহেলে।

কুরুবংশ রক্ষ নাই, ভীম ফিরে এলে।।
এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র করে মহাশোকে।
সভা ভঙ্গে নিজস্থানে যায় সর্ব্বলোক।।
বনে দিল অন্ধরাজ ন্যায়ান্ধ হইয়া।
অনুতাপ করে শেষে বিহ্বল হইয়া।।
বনবাসে চলিলা দ্রৌপদী পঞ্চ জনা।
কাশী কহে, কুরুকুল নাশের সূচনা।।
শ্রীকৃষ্ণ সহায় যাঁহাদের সর্ব্বক্ষণ।
তাঁহাদের দুঃখ নাহি কোথাও কখন।।
যেখানে থাকুর কৃষ্ণা পঞ্চ সহোদর।
শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি থাকে তাঁদের উপর।।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি।।
যাহা আছে কাব্য সুধা বিশ্বের মাঝারে।
সকলি আছে মহাভারতের ভাণ্ডারে।।
ইথে যাহা নাই, তাহা নাই এ ভুবনে।
অপূর্ব্ব গাথা এই শাস্ত্রবেদ মন্থনে।।
মহাঋষি মহাযোগে মথি বেদার্ণব।
জগৎ জনের হিত করিতে সম্ভব।।
ব্যাসদেব রচিলেন ভারত চন্দ্রিমা।
ত্রৈলোক্যে নাহিক যার সমান মহিমা।।
সে জন সাত্ত্বিক দান করে বহুশ্রমে।
বেদ বিদ্যা বিতরণ করে পুণ্যক্রমে।।
তাহার অধিক ফল ভারত শ্রবণে।
মহাভারতের তুল্য নাহি ত্রিভুবনে।।
কাশীরাম দাস কহে, শুন সর্ব্বজন।
সভাপর্ব্ব সমাপ্ত, পাণ্ডব গেল বন।।

সভাপর্ব্ব সমাপ্ত।

www.bengaliebook.com